গীতা-সার-সংগ্রহঃ

মূল, অন্বয়, শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ,
টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা সমন্বিত
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শত শ্লোক-সংকলন

স্বামী প্রেমেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
বেলুড় মঠ

প্রকাশক :
স্বামী স্মরণানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া

মুদ্রক :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস, ৬বি, গুড়িপাড়া রোড, কলিকাতা-১৫

উপক্রম

যাঁহারা তরুণ বয়সে গীতা পড়িবার অথবা তরুণদিগকে গীতা পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থখানি তখন কত জটিল বলিয়া মনে হয়। ইহাতে বিষয়ের অন্ত নাই ; আর বিষয়গুলি একান্ত প্রয়োজনীয়, অথচ জগতের হইয়াও জগতের অতীত,—দীর্ঘকাল চিন্তা না করিলে বুঝা যায় না। ফলে এই দাঁড়ায় যে প্রথম চারি পাঁচ অধ্যায়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাঠ সাঙ্গ হয়, অথবা এখান-সেখান হইতে এলোমেলোভাবে কতকগুলি শ্লোক পড়িয়াই তুষ্ট থাকিতে হয়।

ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত আমরা, সমগ্র গীতা-গ্রন্থ হইতে মাত্র একশত শ্লোক বাছিয়া লইয়া, এই পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত শ্লোকগুলির পূর্বাপর ভাবসম্বন্ধ রক্ষা করিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই।

এই পুস্তিকা দ্বারা গীতার ভাব গ্রহণ ও শিক্ষালাভে কাহারো অল্পমাত্র সহায়তা হইলেও শ্রম সফল মনে করিব।

স্বর্গাশ্রম
১০ই পৌষ, সন ১৩৪২ বাং। প্রেমেশানন্দ

সূচী

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সমস্ত উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন দোহনকর্তা, অর্জুন বৎসতুল্য,
পণ্ডিতগণ পানকর্তা, গাভীর অমৃতস্বরূপ বাণী উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সদৃশ।

গীতা ও গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ

(সংকলন)

গীতা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভের জন্য একই রাজবংশের দুইটি শাখা—কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। পাণ্ডবদের ছিল রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, কৌরবদের ছিল বাহুবল। পাণ্ডবদের পাঁচ ভ্রাতা এতদিন বনে বাস করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের সখা। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতেও রাজী হইল না।

গীতায় প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধক্ষেত্রের। উভয় দিকে আছেন আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুরা—একপক্ষে কৌরব-ভ্রাতৃগণ অপর পক্ষে পাণ্ডবেরা। একদিকে পিতামহ ভীষ্ম, অন্যদিকে পৌত্রগণ। বিপক্ষদলে তাঁহার জ্ঞাতি বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখিয়া তাহাদিগকে বধ করিবার কথা চিন্তা করিয়া অর্জুন বিমর্ষ হইলেন এবং অস্ত্রত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বস্তুত এইখানেই গীতার আরম্ভ।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোন কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ত্ব আছে। আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কতবার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'হে ভারত (অর্জুন), ওঠ, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর এই নির্বীর্যতা! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।'—এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই গীতার সূচনা। যুক্তিতর্ক করিতে গিয়া অর্জুন উচ্চতর নৈতিক ধারণার প্রসঙ্গ আনিলেন: প্রতিরোধ করা অপেক্ষা প্রতিরোধ না করা কত ভাল,

ইত্যাদি। তিনি নিজেকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে ভুল বুঝাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান্। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন—ইহা দুর্বলতা। অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেছেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে—গীতা জিনিসটিতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ—তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজানো—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়. কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

এক্ষণে গীতা যে-কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্বে যোগ জ্ঞান ভক্তি-আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা 'কিছু ভাল, সব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম—এই নিষ্কাম কর্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে তো হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেওয়ালগুলিও নিষ্কাম কর্মী! প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে

পরিপূর্ণ যে, তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয়ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।

অতঃপর তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্ট-দেবতা। আমি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়া তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম'— অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য বোধ হয় না যে, তাঁহার প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন; তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই।

আমরা এখন গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজেদের মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে

যিনি শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন, আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন— সমগ্র জগতে উহার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নহে। আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তী শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাগণ এমন কি গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও অনেক সময়ে ভগবদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আধুনিক ভাষ্যকারগণের ভিতরই বা কি দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোন উপনিষদের ব্যখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; শ্রুতিতে অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের মনোমত অর্থ তাহা হইতে বাহির করিলেন। আবার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য এইরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য; জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরমলক্ষ্য অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন। গীতাতে এইভাবে বেদের তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে, এমনকি কর্মকাণ্ড পর্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে, আর ইহা দেখানো হইয়াছে যে, যদিও কর্মকাণ্ড সাক্ষাৎভাবে মুক্তির সহায় নয়, গৌণভাবে মুক্তির সহায়, তথাপি উহা সত্য; মূর্তিপূজাও সত্য, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপও সত্য, শুধু একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় এবং আমাদিগকে চরমলক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এইসব বিভিন্ন উপাসনা প্রণালীই সত্য, কারণ সত্য না হইলে সেগুলির সৃষ্টি হইল কেন? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত—বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট দুষ্ট লোক স্থাপন করিয়াছে, তাহারা কিছু অর্থ-লালসায় এই-সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। একথা একেবারে ভুল। তাঁহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহা সত্য নহে; ঐগুলি ঐরূপে সৃষ্ট হয় নাই। জীবাত্মার স্বাভাবিক

প্রয়োজনে ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল নাই। যে-দিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সে-দিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সঙ্গে সেগুলিও লোপ পাইবে আর যতদিন এই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তোমরা যতই ঐগুলির তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই ঐগুলির বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ঐগুলি অবশ্যই থাকিবে। তরবারি-বন্দুকের সাহায্যে পৃথিবী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারো, কিন্তু যত-দিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমা পূজা থাকিবেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান অবশ্যই থাকিবে, আর আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। গীতাতে দূরাগত ধ্বনির মতো সম্প্রদায়সমূহের বিরোধ কোলাহল আমাদের কানে আসে, আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ মিটাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'—যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতেই সব ওতপ্রোত রহিয়াছে।

আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁহার বিশাল হৃদয়ই সর্বপ্রথম সকল মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর কল্যাণকর কথা প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।

…তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাবঃ প্রথম—বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও চরম লক্ষ্য—পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে। কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।... উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বন্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই. কোন অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। কর্মের জন্য কর্ম। পূজার জন্য পূজা। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র।

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, বিনয়—সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান। গীতায় এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান পুরুষের প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি মানুষ তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা কর—তোমরা তাঁহাকে জানো বা না জানো—সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি।

তারপর হৃদয়বত্তা! শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তির এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ!

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিয়াছেন: যিনি প্রবল কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী।

প্রস্তাবনা

ধর্ম একটি বিজ্ঞান

এই জগতে. আমরা দুইটি বস্তুর কথা জানি, একটি জড় ও একটি চেতন। যে জানে সে চেতন, যাকে জানে তাহা জড়। আমরা যত কিছু দেখি ও জানি সবই জড। এই দৃশ্য জড়কে ভালরূপে জানিবার নানাপ্রকার উপায়, বর্তমানে বিজ্ঞান নামে পরিচিত। এই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের শক্তি কল্পনাতীত রূপে বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তরের দুর্বলতা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বিজ্ঞানের মনোহর নিত্যনূতন আবিষ্কার মানুষকে জড়ের চিন্তায় জড় করিয়া ফেলিতেছে।

প্রাচীন ভারতে মনীষীরা জড় ও চেতন উভয় বস্তু সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। তখন মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় কোনও বাহ্যবস্তুরই অভাব ছিল না। পরন্তু চেতন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, তাহারা অসীম শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তৎপ্রসূত শান্তি ও স্বাধীনতা যে কি বস্তু, তাহা বিজ্ঞানাভিমানীদের কল্পনারও অতীত।

ভারতীয় মনস্বিগণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ন্যায়. সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়া, চেতনতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে দীর্ঘকাল সাধনার ফলে তাঁহারা জগৎকারণ চৈতন্যকে জানিয়াছিলেন,– যাহা জানিলে আর জানিবার কিছুই বাকী থাকে না। এই ঘোর জড়বাদের দিনেও ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, মথুরাদাস, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সর্বজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাবের কথা শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন।

ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানীদিগের অনুভূত সত্য ও অনুভবের উপায় সমূহ উপনিষদে বর্ণিত আছে। পরবর্তী কালে রচিত পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে সেইসব

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। **ঐ সব মোক্ষ শাস্ত্রের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা রচিত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে আত্মজ্ঞান ও তাহা লাভের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সবই জানা যায়।**

যোগ কি ও কয়প্রকার

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের, তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের উপায়কে যোগ বলা হইয়াছে। যোগ শব্দের অর্থ মিলন।

যোগ চারি প্রকার—কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ।

মূল গীতায়, আঠারটি অধ্যায়কে আঠারটী যোগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি বিচার করিলে, ঐ আঠার অধ্যায়ের প্রত্যেকটিকে পূর্বলিখিত চারি যোগের কোনও না কোনটির অন্তর্গত বোধ হয়। এই পুস্তিকার প্রথম, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে ভক্তিযোগ; দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়কে জ্ঞানযোগ; তৃতীয় অধ্যায়কে কর্মযোগ; এবং চতুর্থ অধ্যায়কে ধ্যানযোগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'ঈশ্বর কি ও কেমন' এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে জানিবার উপায়কে জ্ঞানযোগ বলে। ভালবাসিয়া তাঁহাকে পাইবার উপায়, ভক্তিযোগ। মনকে একাগ্র করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা, ধ্যানযোগ বা রাজযোগ। সকল কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, নিষ্কামভাবে কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা তাঁহাকে লাভ করাকে বলে কর্মযোগ। **এই যোগ-চতুষ্টয়ের বাহিরের রূপ যতই ভিন্ন ভিন্ন মনে হউক না কেন, মূলতঃ সব যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য—জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন।***

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানীরা এই মিলনকে বলেন—'ব্রহ্মানুভূতি'; যোগীরা বলেন—'আত্মজ্ঞানলাভ' বা 'সমাধি'; ভক্তেরা বলেন—'ঈশ্বরলাভ' বা 'ঈশ্বরদর্শন'; কর্মযোগী বলেন—'কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ'। আর, লোকে সাধারণভাবে ইহাকেই বলে 'সিদ্ধিলাভ'। বিভিন্ন প্রণালীতে সাধন করিয়া সাধকগণ যেরূপই অনুভব করুন না কেন, বস্তুটি এক; আর তাহার অনুভবও মূলতঃ একরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'মিছরীর রুটী সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্ট লাগবে।'

গীতা-সার-সংগ্রহঃ

প্রথম অধ্যায়

বিষাদযোগ

বিষাদযোগের অর্থ

বিষম বিপদে পড়িয়া মানুষ যখন উদ্ধারের উপায় দেখিতে পায় না, তখন ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস থাকিলে, বাধ্য হইয়া তাঁহার শরণাগত হয়। ইহা এক প্রকার ভক্তি; ইহা দ্বারাও ভগবান লাভ হয়। পুরাণে উদাহরণ আছে, গজকচ্ছপের যুদ্ধে বিপন্ন গজ, ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকিয়া, তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিল। এইরূপ বিপন্ন ভক্তকে আর্ত-ভক্ত বলে।

অর্জুনের বিপদের ন্যায় এমন বিপদ মানুষের সর্বদা উপস্থিত হয় না। বিপদ হেতু বিষাদগ্রস্ত হইয়া, অর্জুন ভগবানের শরণ নিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিষাদই ভগবানের সহিত অর্জুনের মনের যোগসাধন করিয়াছিল; তাই বিষাদকে যোগ বলা হইয়াছে।

আমরা সকলেই আর্ত

নিজের ও আত্মীয়ের দেহরক্ষা এবং ভোগের জন্য জগৎ জুড়িয়া আমাদের কতই না আয়োজন! কিন্তু কিছুতেই আমরা দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না। সকল সুখের সহিতই যেন দুঃখের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে।

জগতের সমুদয় দুঃখকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ঋষিগণ তাহাকে 'ত্রিতাপ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রথম তাপ,—**আধিদৈবিক তাপ** বা দৈব উপদ্রব: যেমন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা।

দ্বিতীয় তাপ,—**আধিভৌতিক তাপ** বা ভূত অর্থাৎ জীবগণের অত্যাচার ; যেমন চোর-দস্যু, হিংস্রক, মিথ্যুক, নিন্দুক প্রভৃতি দুষ্টলোকের এবং সর্প, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক প্রভৃতি জন্তুদের অত্যাচার।

তৃতীয় তাপ,—**আধ্যাত্মিক তাপ** বা নিজের ভিতর হইতে স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন দুঃখ ; যথা কাম-ক্রোধ-লোভ-ঈর্ষা, রোগ-শোক, জরা-মরণ রূপ অনিবার্য বেদনা।

এই তিন তাপের হাতে আমরা যেন খেলার পুতুল হইয়া রহিয়াছি। সুখের আশায়, আমরা যে সব বস্তুলাভের চেষ্টায় জীবনপাত করি, তাহাদের সঙ্গে যে বিষয় দুঃখ জড়িত আছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। দুঃখ আমাদের এত গা-সহা হইয়া গিয়াছে যে, ইহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজিবার প্রবৃত্তি ও সব সময়ে আমাদের থাকে না।

ভোগলালসায় উন্মত্ত এবং বিপদ সম্বন্ধে অন্ধ আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সর্বাগ্রে আমাদের সম্মুখে কুরুক্ষেত্রের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ভীষণ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন—এই উদ্দেশ্যে যে, আমাদের জীবনও যে একটি কুরুক্ষেত্র সদৃশ যুদ্ধক্ষেত্র, এখানেও পদে পদে যে কত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহা যদি একবার ভাবিয়া দেখি, তবেই বিপদাপন্ন অর্জুনের ন্যায় আমরাও যে সর্বদাই আর্ত, ইহা বুঝিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইব।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

১। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ গী ১।১*

সন্ধিবিচ্ছেদ :—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ=ধৃতরাষ্ট্রঃ+উবাচ। সমবেতা যুযুৎসবঃ= সমবেতাঃ+যুযুৎসবঃ। পাণ্ডবাশ্চৈব=পাণ্ডবাঃ+চ+এব। কিমকুর্বত=কিম্+ অকুর্বত।

* গী ১।১=মূল গীতার ১ম অধ্যায়ে, ১ম শ্লোক।

অন্বয়। ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—হে সঞ্জয়, যুযুৎসবঃ মামকাঃ চ পাণ্ডবাঃ এব ধর্মক্ষেত্রে সমবেতাঃ (সন্তঃ) কিম্ অকুর্বত।

শব্দার্থ :—ধৃতরাষ্ট্রঃ (ধৃতরাষ্ট্র) উবাচ (বলিলেন), সঞ্জয় (হে সঞ্জয়), যুযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) চ (এবং) পাণ্ডবাঃ এব (পাণ্ডুর পুত্রগণই-বা) ধর্মক্ষেত্রে (ধর্মক্ষেত্রে) কুরুক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে) সমবেতাঃ (মিলিত হইয়া) কিম্ (কি) অকুর্বত (করিল)।

ব্যাকরণ :—উবাচ = বচ্ + লিট্ অ। যুযুৎসবঃ = বিণ, যুধ্ + ইচ্ছার্থে সন + কর্তৃবাচ্যে উ,—যুযুৎসুঃ ১মা বহুবচন। মামকাঃ = বি অস্মদ্ + ষ্ণ (অস্মদ্ স্থানে মমক আদেশ),—মামক, ১মা বহুবচন। পাণ্ডবাঃ = বি. পাণ্ডু + অপত্যার্থে ষ্ণ, পাণ্ডব, ১মা বহুবচন। ধর্মক্ষেত্রে = বি, ধর্মস্য ক্ষেত্রম্, ধর্মক্ষেত্রম্ ৬ষ্ঠী তৎ, তস্মিন্, ৭মী ১ বচন। কুরুক্ষেত্রে = বি, কুরূণাম্ ক্ষেত্রম, ৬ষ্ঠী তৎ, তস্মিন্ ৭মী ১ বচন। সমবেতাঃ = বিণ সম্-অব-ই + ক্ত,—সমবেত, ১মা বহুবচন। অকুর্বত = কৃ + লঙ্ অন্ত।

বঙ্গার্থ: ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়, যুদ্ধাভিলাষী আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুর পুত্রগণই-বা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া কি করিল ? । ১

টিপ্পনী :—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুদ্ধের বিবরণ শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দূরদর্শন ও দূরশ্রবণের শক্তি প্রদান করিলেন। অতঃপর সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বসিয়াই যুদ্ধের সমুদয় ঘটনা ও কথাবার্তা দেখিতে ও শুনিতে পান এবং তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন।

ধর্মক্ষেত্র—চন্দ্রবংশের কুরু নামক এক প্রসিদ্ধ রাজা এই প্রান্তরে বহু যজ্ঞদানাদি সৎকার্য করিয়াছিলেন। তাই এই স্থান বহু সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই কুরুক্ষেত্র এবং ধর্মক্ষেত্র নামে বিখ্যাত।

সঞ্জয় উবাচ—

২। অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ গী ১।২০

৩। হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ গী ১।২১

সন্ধি :—সঞ্জয় উবাচ=সঞ্জয়ঃ+উবাচ। বাক্যমিদমাহ=বাক্যম্+ইদম্+আহ। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে=সেনয়োঃ+উভয়োঃ+মধ্যে। মেঽচ্যুত=মে+অচ্যুত।

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ—(হে) মহীপতে, অথ কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (সতি) ধনুঃ উদ্যম্য, তদা হৃষীকেশং ইদম্ বাক্যম্ আহ, (হে) অচ্যুত, উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়।

শব্দার্থ :—সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন), মহীপতে (হে রাজন), অথ (তারপর) কপিধ্বজঃ (কপিধ্বজ) পাণ্ডবঃ (পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়গণকে) ব্যবস্থিতান্ (দৃঢ়ভাবে অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শস্ত্রসম্পাতে (অস্ত্র নিক্ষেপে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইয়া) ধনুঃ (ধনু) উদ্যম্য (উদ্যত করিয়া) তদা (তখন) হৃষীকেশং (হৃষীকেশকে) ইদম্ (এই) বাক্যম্ (কথা) আহ (বলিলেন), অচ্যুত (হে অচ্যুত), উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয় সেনার) মধ্যে (মধ্যস্থলে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন কর)।

ব্যাকরণ :—মহীপতে=মহ্যাঃ পতি, মহীপতিঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, সম্বোধন ১ব। কপিধ্বজঃ=বিণ, কপিঃ ধ্বজে যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। ধার্তরাষ্ট্রান্=বি, ধৃতরাষ্ট্র+ষ্ণ, ২য়া বহুব। ব্যবস্থিতান্=বিণ, বি-অব-স্থা+ক্ত, ২য়া বহুব। দৃষ্ট্বা=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। শস্ত্রসম্পাতে=শস্ত্রম্, শস্যতে হন্যতে অনেন ইতি শস্+করণে ষ্ট্রন্; সম্পাতঃ সম্—পত্+ভাবে ঘঞ্; শস্ত্রাণাং সম্পাতঃ, শস্ত্রসম্পাতঃ ৬ষ্ঠী তৎ, তস্মিন্ ভাবে ৭মী। প্রবৃত্তে=বিণ, প্র-বৃত+ক্ত, ৭মী ১ব। উদ্যম্য=উৎ-যম্+ল্যপ্। তদা=অব্যয়, তদ্+কালার্থে দা। হৃষীকেশম্=হৃষীকানাম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্) ঈশঃ, হৃষীকেশঃ' ৬ষ্ঠী তৎ, ২য়া ১ব। আহ=ব্রূ+লট্ তি। অচ্যুত=(অ) চ্যু+ক্ত (চঞ্চল); ন চ্যুতঃ অচ্যুতঃ, নঞ্ তৎ সম্বো, ১ব। স্থাপয়=স্থা+ণিচ্+লোট্ হি।

বঙ্গার্থ :—সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ, তারপর ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়গণকে (ব্যূহে) দৃঢ়ভাবে অবস্থিত দেখিয়া কপিধ্বজ পাণ্ডুপুত্র অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত

হইয়া নিজের ধনুক উদ্যত করিয়া, তখন হৃষীকেশকে এইকথা বলিলেন, 'হে অচ্যুত উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর।' ২।৩

টিপ্পনী :—**তারপর**—তখনকার যুদ্ধের রীতি অনুসারে ব্যূহ রচনা, যুদ্ধ আরম্ভসূচক শঙ্খধ্বনি, ধনুকটঙ্কার, সিংহনাদ হইয়া গেলে পর।

কপিধ্বজ—রাজাদের ধ্বজের পতাকায় বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া কোন রথ কাহার পরিচয় করা হইত। অর্জুনের রথের পতাকায় কপি অর্থাৎ বানরের ছবি ছিল।

হৃষীকেশ—সর্বজীবের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন বলিয়া ভগবানকে হৃষীকেশ অর্থাৎ হৃষীকের ইন্দ্রিয়ের, ঈশ—ঈশ্বর বলে।

অচ্যুত—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কে খেলা জানিয়া নিজের স্থির শান্ত স্বভাব হইতে চ্যুত, বিচলিত হন না ; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম অচ্যুত।

৪। এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ গী ১।২৪

৫। ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ গী ১।২৫

সন্ধি :—এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন = এবম্ + উক্তঃ + হৃষীকেশঃ + গুড়াকেশেন। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে = সেনয়োঃ + উভয়োঃ + মধ্যে। সর্বেষাঞ্চ = সর্বেষাম্ + চ। পশ্যৈতান্ = পশ্য + এতান্। কুরূনিতি = কুরূন্ + ইতি।

অন্বয়—(হে) ভারত, গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখত চ সর্বেষাম্ মহীক্ষিতাম্ (প্রমুখতঃ) রথোত্তমম্ স্থাপয়িত্বা, '(হে) পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য' ইতি উবাচ।

শব্দার্থ :—ভারত (হে ভারত), গুড়াকেশেন (অর্জুন কর্তৃক) এবম্ (এই প্রকার) উক্তঃ (কথিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (হৃষীকেশ) উভয়ো সেনয়োঃ (উভয় সেনার) মধ্যে (মধ্যস্থলে) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ (ভীষ্মদ্রোণের সম্মুখে) চ (এবং) সর্বেষাম্ মহীক্ষিতাম্ (সকল রাজগণের

সম্মুখে), রথোত্তমম্ (উত্তম রথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া), পার্থ (হে পার্থ), এতান্ (এই) সমবেতান্ (সমবেত) কুরূন্ (কুরুদিগকে) পশ্য (দেখ), ইতি (এইরূপ) উবাচ (বলিলেন)।

ব্যাকরণ :—ভারত=ভরত+অপত্যার্থে ষ্ণ, সম্বো, ১ব। গুড়াকেশেন= গুড়াকায়াঃ (নিদ্রায়াঃ) ঈশঃ, গুড়াকেশঃ ৬ষ্ঠী তৎ, তেন, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া ১ব। উক্তঃ=বচ্+ক্ত। ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ=প্রগতং মুখম্, প্রমুখম্ প্রাদি সমাস ; ভীষ্মঃ চ দ্রোণঃ চ ভীষ্মদ্রোণৌ, দ্বন্দ্ব সমাস ; তয়োঃ প্রমুখম, ৬ষ্ঠী তৎ ; ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ+সপ্তমার্থে তসিল্। মহীক্ষিতাম্=মহী-ক্ষি+কর্তরি ক্বিপ্, ৬ষ্ঠী বহুব ; মহীং ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি ইতি মহীক্ষিতঃ, উপপদ তৎ, তেষাম্। রথোত্তমম্=রথানাম্ উত্তমঃ, রথোত্তমঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, তম ২য়া ১ব। স্থাপয়িত্বা= স্থা+ণিচ্+ক্তাচ্। কুরূন্=কুরু, ২য়া বহুব। পশ্য=দৃশ্+লোট্ হি।

বঙ্গার্থঃ—হে ভারত, অর্জুনের এই কথা শুনিয়া, হৃষীকেশ, উভয় সৈন্যের মধ্যে, ভীষ্মদ্রোণ এবং অন্যান্য রাজগণের সম্মুখে, উত্তম রথ স্থাপন করিয়া, "হে পার্থ, এই সমবেত কুরুগণকে দেখ" এই কথা বলিলেন। ৪।৫

টিপ্পনী :—**গুড়াকেশ**—যিনি নিদ্রার অধীন নহেন, সর্বদা সাবধান। গুড়াকা=নিদ্রা ; ঈশ=ঈশ্বর।

অর্জুন উবাচ—

৬। দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। গী ১।২৯

সন্ধি :—অর্জুন উবাচ=অর্জুনঃ+উবাচ। দৃষ্ট্বেমান্=দৃষ্ট্বা+ইমান্। মুখঞ্চ =মুখম্+চ।

অন্বয়। অর্জুনঃ উবাচ—(হে) কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখম্ চ পরিশুষ্যতি।

শব্দার্থ :—অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন), কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), যুযুৎসূন্ (যুদ্ধার্থী) ইমান্ (এই) স্বজনান্ (স্বজনগণকে) সমবস্থিতান্ (সমবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম (আমার)

গাত্রাণি (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) চ (এবং) মুখম্ (মুখ) পরিশুষ্যতি (শুকাইয়া যাইতেছে)।

ব্যাকরণ :—যুযুৎসূন্=যুযুৎসু, ২যা বহুব। সমবস্থিতান্=সম্-অব-স্থা+ক্ত, ২য়া বহুব। দৃষ্ট্বা=দৃশ্+ক্তাচ্। সীদন্তি=সদ্ (অবসন্ন হওয়া)+লট্ অন্তি। পরিশুষ্যতি=পরি-শুষ্+লট্ তি।

বঙ্গার্থ :—(কৌরবসৈন্যগণকে দেখিয়া অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থী এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুকাইয়া যাইতেছে। ৬

টিপ্পনী :—অর্জুন সারাজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্রই এই বিপুল উদ্যমের শেষ দৃশ্য তাহার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাই তিনি এত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

৭। এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে। গী ১।৩৫

সন্ধি :—এতান্ন=এতান্+ন। হন্তুমিচ্ছামি=হন্তুম্+ইচ্ছামি। ঘ্নতোঽপি =ঘ্নতঃ+অপি। কিংনু=কিম্+নু।

অন্বয় :—(হে) মধুসূদন, মহীকৃতে কিংনু, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি, (বা অহম্) ঘ্নতঃ অপি এতান্ হন্তুম্ ন ইচ্ছামি।

শব্দার্থ :—মধুসূদন (হে মধুসূদন), মহীকৃতে (পৃথিবীর জন্য) কিংনু (কি কথা) ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য (ত্রিভুবনের রাজত্বের) হেতোঃ (জন্য) অপি (ও), ঘ্নতঃ (হননকারী) অপি (ও), এতান্ (ইহাদিগকে) হন্তুম্ (মারিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না)।

ব্যাকরণ :—মধুসূদন=মধু—সূদ্ (নাশ করা)+কর্তৃবাচ্যে অন ; মধুং সূদয়তি ইতি, উপপদ তৎ, সম্বো, ১ব। কৃতে অব্যয় (জন্য)। ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য=ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ, ত্রিলোকী, সমাহার দ্বিগু ; ত্রিলোকী+ষ্যঞ্, ত্রৈলোক্যম, ত্রৈলোক্যস্য রাজ্যম্, ৬ষ্ঠী তৎ, তস্য, হেতু শব্দ প্রয়োগে ৬ষ্ঠী।

ঘ্নতঃ=হন্+শতৃ, ২য়া বহুব। হন্তুম্=হন্+তুমুন্। ইচ্ছামি=ইষ্+লট্ মি কিংনু—প্রশ্নার্থ অব্যয়।

বঙ্গার্থ :—হে মধুসূদন, পৃথিবীর জন্য ত দূরের কথা, ত্রৈলোক্যরাজ্যের জন্য হইলেও, এমন কি ইহারা যদি আমার হননকারীও হয়, তবু আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না।৭

৮। অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ গী ১।৪৫

সন্ধি :—যদ্রাজ্যসুখলোভেন=যৎ+রাজ্যসুখলোভেন। স্বজনমুদ্যতাঃ=স্বজনম্+উদ্যতাঃ।

অন্বয় :—অহো বত, বয়ম্ মহৎপাপম্ কর্তুম্ ব্যবসিতাঃ যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনম্ হন্তুম্ উদ্যতাঃ।

শব্দার্থ :—অহো বত (হায় হায়), বয়ম্ (আমরা) মহৎ (মহা) পাপম্ (পাপ) কর্তুম্ (করিতে) ব্যবসিতাঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্য সুখের লোভে) স্বজনম্ (স্বজনকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি)।

ব্যাকরণ :—অহো বত—খেদসূচক অব্যয়। কর্তুম্=কৃ+তুমুন্। ব্যবসিতাঃ =বি-অব-সো+ক্ত ১মা বহুব। উদ্যতাঃ=উৎ-যম্+ক্ত, উদ্গত, ১মা বহুব।

বঙ্গার্থ :—হায় হায়, আমরা মহা পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; যেহেতু রাজ্যসুখের লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি।৮

টিপ্পনী :—ইহা যে ধর্মের জন্য যুদ্ধ, রাজ্যের জন্য নহে, মোহে শোকে অর্জুন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

৯। যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ গী ১।৪৬

সন্ধি :—মামপ্রতীকারমশস্ত্রম্=মাম্+অপ্রতীকারম্+অশস্ত্রম্। ধার্তারাষ্ট্রা রণে=ধার্তরাষ্ট্রাঃ+রণে। হন্যুস্তন্মে=হন্যুঃ+তৎ+মে।

অন্বয় :—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রাঃ অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রম্ মাম্ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরম্ ভবেৎ।

শব্দার্থ:—যদি (যদি) শস্ত্রপাণয়ঃ (অস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধার্তরাষ্ট্রগণ) অপ্রতীকারঃ (অপ্রতীকার) অশস্ত্রম্ (নিরস্ত্র) মাম্ (আমাকে) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (হত্যা করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরম্ (মঙ্গলতর) ভবেৎ (হইবে)।

ব্যাকরণ :—শস্ত্রপাণয়ঃ=শস্ত্রাণি পাণিষু যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ, ১মা বহুব। অপ্রতীকারম্=প্রতীকার, প্রতি—কৃ+ঘঞ্; "অমনুষ্যে ঘঞ্ বহুলম" ঘঞ্ প্রত্যয় হইলে অমনুষ্যবাচক শব্দের হ্রস্বস্বর বিকল্পে দীর্ঘ হয়, এই সূত্র অনুসারে প্রতি শব্দের ই স্থানে ঈ; অবিদ্যমানঃ প্রতীকারঃ যস্য সঃ অপ্রতীকারঃ, বহুব্রী তম, ২য়া ১ব। অশস্ত্রম্=অবিদ্যমানম্ শস্ত্রম্ যস্য সঃ অশস্ত্রঃ, বহুব্রী, তম ২য়া ১ব। হন্যুঃ=হন্+বিধি যুস। ক্ষেমতরম=(দুঃখম) ক্ষয়তি নশ্যতি ইতি ক্ষি+কর্তরি ম ক্ষেমঃ, ক্ষেম+ডতর একস্য নির্ধারণে। ভবেৎ=ভূ+বিধি যাৎ।

বঙ্গার্থ :—যদি অস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রগণ অপ্রতীকার ও নিরস্ত্র আমাকে রণে হত্যা করে, তাহা আমার পক্ষে (জয়লাভ অপেক্ষা) মঙ্গলতর হইবে ৯

১০। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ গী ২।৭

সন্ধিঃ—যচ্ছ্রেয়ঃ=যৎ+শ্রেয়ঃ। স্যান্নিশ্চিতম্=স্যাৎ+নিশ্চিতম্। তন্মে=তৎ+মে। শিষ্যস্তেঽহম্=শিষ্যঃ+তে+অহম্।

অন্বয় :—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ত্বাম্ পৃচ্ছামি, যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতম্ ব্রূহি; অহং তে শিষ্যঃ; ত্বাম্ প্রপন্নম্, মাম্ শাধি।

শব্দার্থ ঃ—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (দুর্বলতাদোষে আচ্ছন্ন স্বভাব) ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম বিষয়ে মোহিত বুদ্ধি) ত্বাম্ (তোমাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করি), যৎ (যাহা) মে (আমার) শ্রেয়ঃ (ভাল) স্যাৎ (হয়) তৎ (তাহা) নিশ্চিতম্ (নিশ্চয় করিয়া) ব্রূহি (বল) ; অহম্ (আমি) তে (তোমার) শিষ্যঃ (শিষ্য) ; ত্বাম্ (তোমার) প্রপন্নম্ (শরণাগত), মাম্ (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দাও) ।

ব্যাকরণ ঃ—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ—কার্পণ্যম্, কৃপ্ (দুর্বল হওয়া)+ কন, কৃপণঃ, কৃপণস্য ভাবঃ ইতি কৃপণ+ষ্যঞ, কার্পণ্যম্ ; উপহতঃ, উপ—হন্+ক্ত; কার্পণ্যম্ এব দোষঃ, কার্পণ্যদোষঃ, রূপক কর্মধা ; তেন উপহতঃ স্বভাবঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ । ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ=ধর্ম, ধৃ+কর্তরি মন্ ; সংমূঢ়=সম্-মুহ্+ক্ত ; ধর্মে সংমূঢ়ং চেতঃ যস্য সঃ, বহুব্রী, ১মা ১ব । পৃচ্ছামি=প্রচ্ছ্+লট্ মি । শ্রেয়ঃ=প্রশস্য+ঈয়সুন্ (প্রশস্য শব্দ স্থানে শ্র আদেশ), ১মা ১ব । স্যাৎ= অস্+বিধি যাৎ । ব্রূহি=ব্রূ+লোট্ হি । শিষ্যঃ=শাস্+ক্যপ্ কর্মবাচ্যে, ১মা ১ব । প্রপন্নম্=প্র-পদ+ক্ত, ২য়া ১ব । শাধি—শাস+লোট্ হি ।

বঙ্গার্থ ঃ—একটা বিষম দুর্বলতায় আমার স্বভাব আচ্ছন্ন এবং ধর্ম বিষয়ে আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হইয়াছে । তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার যাহাতে ভাল হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বল । আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত ; আমাকে শিক্ষা দাও । ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

জ্ঞানযোগ সাধন

আমরা সকলে সর্বদা অনুভব করি যে, 'এই দেহই আমি।' কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন—ইহা নিতান্ত ভ্রম। দেহ ত দূরের কথা, তাঁহারা বলেন: মন, প্রাণ, বুদ্ধি কিছুই আমি নই। আমি এই সকল বস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বস্তু। একমাত্র আমিই চেতন; মন, প্রাণ, বুদ্ধি এবং তাহাদের মধ্য দিয়া আর যে সব বস্তু অনুভব করি, সবই অচেতন। বহুজন্ম ধরিয়া, এই জড় বস্তুগুলি লইয়া ব্যস্ত থাকায়, আমরা নিজের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহাদের কথিত সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত নিয়মে, সাধন করিলে আমরা আবার নিজের স্বরূপ জানিতে পারিব।

তাঁহাদের বর্ণিত আত্মার স্বরূপ ও স্বভাব বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, আত্মা (অর্থাৎ আমি) **'নিত্য'**—চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকিবেন।

সর্বগত—সকল স্থানে, সকল কালে সকল বস্তুর মধ্যে আছেন।

স্থাণু—একইভাবে স্থির অচঞ্চল হইয়া আছেন ইত্যাদি। আমাদের নিত্য পরিবর্তনশীল দেহ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিব যে, **আত্মার সহিত দেহাদির কোনও সাদৃশ্য নাই। 'আমি দেহাদি নই' ইহা বিচার দ্বারা স্থির বুঝিলে পর, শাস্ত্রীয় প্রণালী অনুসারে, গুরুর উপদেশ লইয়া, সাধন করিলে** "আত্মজ্ঞান" লাভ হয়।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

১। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ গী ২।১১

সন্ধি :—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্ = অশোচ্যান্ + অন্বশোচঃ + ত্বম্। প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ = প্রজ্ঞাবাদান্ + চ। গতাসূনগতাসূংশ্চ = গতাসূন্ + অগতাসূন্ + চ। নানুশোচন্তি—ন + অনুশোচন্তি।

অন্বয় :—শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ চ প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ চ অগতাসূন্ ন অনুশোচন্তি।

শব্দার্থ :—শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন), ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহার জন্য শোক করা অনুচিত তাহাতে) অন্বশোচঃ (শোক করিলে) চ (অথচ) প্রজ্ঞাবাদান্ (জ্ঞানের কথা) ভাষসে (বলিতেছ); পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ (মৃত) চ (বা) অগতাসূন্ (জীবিতের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)।

ব্যাকরণ :—অশোচ্যান্—শোচ্য, শুচ্ (শোক করা) + ণ্যৎ, ন শোচ্যঃ অশোচ্যঃ, নঞ্ তৎ, তান্ ২য়া বহুব। অন্বশোচঃ = অনু-শুচ্ + লুঙ্ স। প্রজ্ঞাবাদান্ = প্রজ্ঞা, প্র-জ্ঞা + অঙ্; বাদঃ, বদ্ + ঘঞ্; প্রকৃষ্টা জ্ঞা প্রজ্ঞা, প্রাদিতৎ; প্রজ্ঞাসূচকাঃ বাদাঃ, প্রজ্ঞাবাদাঃ, মধ্যপদলোপী কর্মধা; তান্, ২য়া বহুব। ভাষসে = ভাষ্ + লট্ সে। গতাসূন্ = গতাঃ অসবঃ (প্রাণাঃ) যেষাম্, বহুব্রী, তান্ ২য়া বহুব। অগতাসূন্ = ন গতাঃ, অগতাঃ, নঞ্ তৎ; অগতাঃ অসবঃ যেষাম্, বহুব্রী, তান্ ১মা বহুব। পণ্ডিতাঃ = পণ্ডা (বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি) + সঞ্জাতার্থে ইতচ্ ১মা বহুব। অনুশোচন্তি = অনু-শুচ্ + লট্ অন্তি।

বঙ্গার্থ :—শ্রীভগবান বলিলেন, যাহার জন্য শোক করা অনুচিত তুমি তাহার জন্য শোক করিলে, অথচ জ্ঞানীদের (মত) কথা বলিলে। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না।

২। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ গী ২।১৩

সন্ধি ঃ—দেহিনোঽস্মিন্ = দেহিনঃ + অস্মিন্। দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র = দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ + ধীরঃ + তত্র।

অন্বয় ঃ—যথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারম্ যৌবনম্ জরা (ভবতি) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (অপি) তথা (ভবতি); তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি।

শব্দার্থ ঃ—যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ (এই) দেহে (দেহে) কৌমারম্ (কৌমার) যৌবনম্ (যৌবন) জরা (জরা), দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (অন্য দেহ লাভ) তথা (তেমনই); ধীরঃ (জ্ঞানী) তত্র (তাহাতে) ন মুহ্যতি (মোহিত হন না)।

ব্যাকরণ ঃ—দেহিনঃ = বি, দেহ + অস্ত্যর্থে ইন্, ৬ষ্ঠী ১ব। তত্র = তদ্ + ত্রল্। দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ = অন্যঃ দেহঃ, দেহান্তরং, নিত্য সমাস.; তস্য প্রাপ্তিঃ ৬ষ্ঠী তৎ। মুহ্যতি = মুহ্ + লট্ তি। যথা = যদ্ + প্রকারার্থে থাল্।

বঙ্গার্থ ঃ—যেমন দেহী মানবের এই দেহে কৌমার যৌবন জরা (অবস্থা হয়), তেমনই অন্য দেহ লাভ (ও হয়)। জ্ঞানী তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না। ২

টিপ্পনী ঃ—নখ বা লোম পড়িলে ঐ স্থানে যেমন আর একটি উদ্গত হইয়া থাকে, তেমনই স্থূল দেহ খসিয়া পড়িলে, যথাসময়ে জীবের আর একটি দেহ হইবেই হইবে। মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম দেহটা লইয়া জীব স্থূল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। যেমন মাকড়সার জাল ভাঙ্গিয়া গেলে সে আবার অন্যত্র আর একখানা জাল নির্মাণ করিয়া বাস করে, ঠিক তেমনই জীব, এক দেহ হইতে বাহির হইয়া, অন্যত্র আর এক দেহ নির্মাণ করে।

৩। অন্তবন্তঃ ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ গী ২।১৮

সন্ধি ঃ— অন্তবন্ত ইমে = অন্তবন্তঃ + ইমে। দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ = দেহাঃ + নিত্যস্য + উক্তাঃ। অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য = অনাশিনঃ + অপ্রমেয়স্য।

অন্বয় : নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ। (হে) ভারত, তস্মাদ্ যুধ্যস্ব।

শব্দার্থ :—নিত্যস্য (নিত্য বিদ্যমান) অনাশিনঃ (নাশহীন) অপ্রমেয়স্য (পরিমাণহীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত) শরীরিণঃ (শরীরধারীর অর্থাৎ আত্মার) ইমে (এই) দেহাঃ (দেহসমূহ) অন্তবন্তঃ (অন্তবান) উক্তাঃ (কথিত), ভারত (হে ভারত), তস্মাদ্ (সেই হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

ব্যাকরণ :—অনাশিনঃ=নাশী, নশ্+ঘঞ্, নাশঃ; নাশ +অস্ত্যর্থে ইন্; ন নাশী, অনাশী, নঞ্ তৎ, তস্য। অপ্রমেয়স্য=প্রমেয়, প্র-মা+যৎ; ন প্রমেয়ঃ অপ্রমেয়ঃ, নঞ্ তৎ, তস্য। শরীরিণঃ=শৃ (নাশ হওয়া)+ ঈরণন্ শরীর; শরীর+অস্ত্যর্থে ইন্, ৬ষ্ঠী ১ব। দেহাঃ=দিহ+অল্ দেহঃ, ১মা বহুব। অন্তবন্তঃ—বিণ, অন্তঃ অস্য অস্তি ইতি অন্ত+মতুপ্ অস্ত্যর্থে, ১মা বহুব। উক্তাঃ—বচ্+ক্ত, ১মা বহুব। যুধ্যস্ব—যুধ্+লোট স্ব।

বঙ্গার্থ :—নিত্যবিদ্যমান, নাশহীন, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত এই শরীরধারীর (আত্মার) এই দেহসমূহ অন্তবান্ বলিয়া (শাস্ত্রে) কথিত। হে ভারত, সেই হেতু তুমি যুদ্ধ কর। ৩

শরীরী (আত্মা) একজন, তাহারই বহু শরীর। তাই শরীর শব্দে একবচন ও দেহ শব্দে বহুবচন, লক্ষ্য কর। এক আত্মাই বহু দেহে বহু রূপে আছেন, যেমন এক আকাশই বহু গৃহে ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়।

৪। য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ গী ২।১৯

সন্ধি :—যশ্চৈনম্=যঃ+চ+এনম্। বিজানীতো নায়ম্=বিজানীতঃ+ন +অয়ম্।

অন্বয় :—যঃ এনম্ হন্তারম্ বেত্তি, চ যঃ এনম্ হতম্ মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ, অয়ম্ ন হন্তি, ন হন্যতে।

শব্দার্থ :—যঃ (যিনি) এনম্ (ইহাকে) হন্তারম্ (হন্তা) বেত্তি (জানেন) চ (এবং) যঃ (যিনি) এনম্ (ইহাকে) হতম্ (হত) মন্যতে (মনে করেন), তৌ (তাহারা) উভৌ (উভয়ে) ন বিজানীতঃ (জানেন না), অয়ম্ (ইনি) ন হন্তি (হনন করেন না), ন হন্যতে (হত হন না)।

ব্যাকরণ :—হন্তারম্=হন্+কর্তরি তৃচ্, ২য়া ১ব। বেত্তি=বিদ্+লট্ তি। হতম্=হন্+ক্ত, ২য়া ১ব। মন্যতে=মন্+লট্ তে। বিজানীতঃ=বি-জ্ঞা+লট্ তস্। হন্তি=হন্+লট্ তি। হন্যতে=হন্+কর্মবাচ্যে লট্ তে।

বঙ্গার্থ : যিনি ইহাকে হন্তা বলিয়া জানেন, এবং যিনি ইহাকে হত মনে করেন, তাহারা উভয়েই জানেন না—ইনি হনন করেন না এবং হত হন না। ৪

৫। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ গী ২।২০

সন্ধি :—কদাচিন্নায়ম্=কদাচিৎ+ন+অয়ম্। অজো নিত্যঃ=অজঃ+নিত্যঃ। শাশ্বতোঽয়ম্=শাশ্বতঃ+অয়ম্।

অন্বয় :—অয়ম্ কদাচিৎ ন জায়তে বা ন ম্রিয়তে বা ভূত্বা ভূয়ঃ ন ভবিতা, অয়ম্ অজঃ, নিত্যঃ, শাশ্বতঃ পুরাণঃ, শরীরে হন্যমানে (সতি) ন হন্যতে।

শব্দার্থ :—অয়ম্ (ইনি) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মেন না) বা (বা) ন ম্রিয়তে (মরেন না) বা (অথবা) ভূত্বা (হইয়া) ভূয়ঃ (আবার) ন ভবিতা (হইবেন না), অয়ম্ (ইনি) অজঃ (জন্মরহিত), নিত্যঃ (নিত্য বিদ্যমান), শাশ্বতঃ (চিরকাল স্থায়ী) পুরাণঃ (পুরাণ), শরীরে (শরীর) হন্যমানে (হত হইলে) ন হন্যতে (হত হন না)।

ব্যাকরণ :—কদাচিৎ=কিম্+কালার্থে দা, কদা; কদা+চিৎ। জায়তে=জন্+লট্ তে। ম্রিয়তে=মৃ+লট্ তে। ভূত্বা=ভূ+ক্তাচ্। ভবিতা

=ভূ+লুট্ তা। অজঃ=ন—জন্+ড; ন জঃ অজঃ, নঞ্ তৎ। শাশ্বতঃ= শশ্বৎ (সর্বদা)+ভাবার্থে ষ্ণ, ১মা ১ব। পুরাণঃ=পুরা+তনষ্, (পুরাতন= পুরাণ), ১মা ১ব। শরীরে=ভাবে ৭মী। হন্যমানে=হন্+কর্মবাচ্যে শানচ্, ৭মী ১ব।

বঙ্গার্থ:—ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না, অথবা ইনি (হইয়াই রহিয়াছেন) হইয়া আবার হইবেন না, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। শরীর হত হইলে ইনি হত হন না।৫

টিপ্পনী:—**হইয়া হইবেন না**—যেমন আমরা বলি, অমুক তারিখে আমার জন্ম, যেন অমুক তারিখের পূর্বে আমি ছিলাম না।

৬। বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ গী ২।২১

সন্ধি:—বেদাবিনাশিনম্=বেদ+অবিনাশিনম্। য এনমজমব্যয়ম্= যঃ+এনম্+অজম্+অব্যয়ম্।

অন্বয়:—(হে) পার্থ, যঃ এনম্, নিত্যম্, অজম্, অব্যয়ম্, অবিনাশিনম্ বেদ, সঃ পুরুষঃ কথম্ কম্ ঘাতয়তি, কম্ হন্তি।

শব্দার্থ:—পার্থ (হে পার্থ), যঃ (যিনি) এনম্ (ইহাকে) নিত্যম্ (নিত্য), অজম্, (অজ), অব্যয়ম্ (অব্যয়), অবিনাশিনম্ (অবিনাশী) বেদ (জানেন), সঃ (সেই) পুরুষঃ (পুরুষ) কথম্ (কিরূপে) কম্ (কাহাকে) ঘাতয়তি (হনন করান), কম্ (কাহাকে) হন্তি (হনন করেন)।

ব্যাকরণ:—অব্যয়ম্=বিণ, বি-অয়্+অল্, ব্যয়ঃ; ন ব্যয়ঃ, অব্যয়ঃ, নঞ্ তৎ, তম্, ২য়া ১ব। অবিনাশিনম্=বি-নশ্+ (শীলার্থে) ণিনি, বিনাশী; ন বিনাশী, অবিনাশী, নঞ্ তৎ, তম্, ২য়, ১ব। এনম্=ইদম্ শব্দের ২য়া ১ব। বেদ=বিদ্+লট্ তি। ঘাতয়তি=হন্+ণিচ্+লট্+তি। পুরুষঃ=পুর্-বস্+ক, দেহরূপ পুরে যিনি বাস করেন।

বঙ্গার্থ ঃ—হে পার্থ, যিনি ইহাকে নিত্য, জন্মরহিত, অব্যয়, নাশহীন বলিয়া জানেন, তিনি কিরূপে কাহাকে হনন করান বা হনন করেন ? ৬

৭। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ গী ২।২২

সন্ধি ঃ—নরোঽপরাণি = নরঃ+অপরাণি। জীর্ণান্যন্যানি = জীর্ণানি+অন্যানি।

অন্বয়ঃ—যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্লাতি তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি।

শব্দার্থ ঃ—যথা (যেমন) নরঃ (মানুষ) জীর্ণানি (জীর্ণ) বাসাংসি (বস্ত্রসকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে), তথা (সেইরূপ) দেহী (দেহী অর্থাৎ দেহধারী আত্মা) জীর্ণানি (জীর্ণ) শরীরাণি (শরীর সমূহ) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নূতন নূতন শরীর) সংযাতি (গ্রহণ করে)।

ব্যাকরণ ঃ—জীর্ণানি = বিণ, জৄ (জীর্যতে, ক্ষয়তি) + ক্ত, ২য়া বহুব। বাসাংসি = বস্ (আচ্ছাদন করা) + ণিচ্ + অসুন্, কর্মণি ২য়া। বিহায় = বি—হা (ত্যাগ করা) + ল্যপ্। গৃহ্লাতি = গ্রহ্ + লট্ তি। সংযাতি = সম্—যা + লট্ তি।

বঙ্গার্থ ঃ—যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্রসকল ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী-আত্মা জীর্ণশরীরসমূহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করেন।৭

টিপ্পনী ঃ—**দেহী** একবচন ও **শরীরাণি** বহুবচন লক্ষ্য কর।

৮। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ গী ২।২৩

সন্ধি :—নৈনম্=ন+এনম্। চৈনম্=চ+এনম্। ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন= ক্লেদয়ন্তি+আপঃ+ন।

অন্বয় :—শস্ত্রাণি এনম্ ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনম্ ন দহতি, আপঃ এনম্ ন ক্লেদয়ন্তি চ মারুতঃ ন শোষয়তি।

শব্দার্থ :—শস্ত্রাণি (শস্ত্র সকল) এনম্ (ইহাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনম্ (ইহাকে) ন দহতি (দহন করে না), আপঃ (জল) ন ক্লেদয়ন্তি (ভিজায় না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করে না)।

ব্যাকরণ :—ছিন্দন্তি=ছিদ্+লট্ অন্তি। পাবকঃ=পূ (শোধন করা)+ণক। দহতি=দহ্+লট্ তি। আপঃ=আপ্ শব্দের ১মা বহুব; অপ=আপ (ব্যাপ্ত করা)+কর্তরি ক্বিপ্; নিত্য বহুবচন; যে পৃথিবীকে ব্যাপিয়া আছে, জল। ক্লেদয়ন্তি=ক্লিদ্+ণিচ্+লট্ অন্তি। মারুতঃ=মারুৎ+স্বার্থে ষ্ণ। শোষয়তি=শুষ্+ণিচ্ লট্ তি।

বঙ্গার্থ :—শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নি ইহাকে দহন করে না জল ইহাকে ভিজায় না, বায়ু ইহাকে শুকায় না। ৮

৯। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ গী ২।২৪

সন্ধি :—অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব=অচ্ছেদ্যঃ+অয়ম্+অদাহ্যঃ+অয়ম্+অক্লেদ্যঃ+অশোষ্যঃ+এব। স্থাণুরচলোঽয়ম্=স্থাণুঃ+অচলঃ+অয়ম্।

অন্বয় :—অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ চ অশোষ্যঃ এব, অয়ম্ নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ।

শব্দার্থ :—অয়ম্ (ইনি) অচ্ছেদ্যঃ (অচ্ছেদ্য), অয়ম্ (ইনি) অদাহ্যঃ (অদাহ্য), অক্লেদ্যঃ (অক্লেদ্য) চ (এবং) অশোষ্যঃ এব (অশোষ্যই), অয়ম্ (ইনি) নিত্যঃ (সর্বদা বিদ্যমান

অর্থাৎ নাশহীন), সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থির), অচলঃ (পরিবর্তনহীন), সনাতনঃ (সর্বদা বিদ্যমান অর্থাৎ অনাদি)।

ব্যাকরণ ঃ—অচ্ছেদ্যঃ=বিণ, ছিদ্+ণ্যৎ, ছেদ্যঃ ; ন ছেদ্যঃ, অচ্ছেদ্যঃ, নঞ্ তৎ। অদাহ্যঃ=দাহ্যঃ দহ্+ণ্যৎ ; ন দাহ্যঃ অদাহ্যঃ নঞ্ তৎ। অক্লেদ্যঃ—ক্লেদ্যঃ, ক্লিদ্+ণ্যৎ ; ন ক্লেদ্যঃ, অক্লেদ্যঃ, নঞ্ তৎ। অশোষ্যঃ=শোষ্যঃ, শুষ্ +ণ্যৎ ; ন শোষ্যঃ অশোষ্যঃ নঞ্ তৎ। সর্বগতঃ=বিণ, গতঃ, গম্+ক্ত ; সর্বং গতঃ, ২য়া তৎ। স্থাণুঃ=স্থা+শীলার্থে ণু। সনাতনঃ=সদা+বিদ্যমানার্থে তনষ্, সদা=সনা (বিকল্পে)

বঙ্গার্থ ঃ—ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্যই বটেন। ইনি সর্বদা বিদ্যমান, সর্বব্যাপী, পরিবর্তনহীন, সনাতন অর্থাৎ অনাদি। ৯

১০। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ গী ২।২৫

সন্ধি ঃ— অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে=অব্যক্তঃ+অয়ম্ + অচিন্ত্যঃ+অয়ম্+অবিকার্যঃ+অয়ম্+উচ্যতে। তস্মাদেবম্=তস্মাৎ+এবম্। বিদিত্বৈনম্=বিদিত্বা+এনম্। নানুশোচিতুমর্হসি=ন+অনুশোচিতুম্+অর্হসি।

অন্বয় ঃ—অয়ম্ অব্যক্তঃ, অয়ম্ অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্যঃ উচ্যতে। তস্মাৎ এনম্ এবম্ বিদিত্বা অনুশোচিতুম্ ন অর্হসি।

শব্দার্থ ঃ—অয়ম্ (ইনি) অব্যক্তঃ (অব্যক্ত), অয়ম্ (ইনি) অচিন্ত্যঃ (চিন্তার অতীত), অয়ম্ (ইনি) অবিকার্যঃ (অবিকার্য) উচ্যতে (উক্ত হন), তস্মাৎ (অতএব) এনম্ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুম্ (শোক করা) ন অর্হসি (উচিত নহে)।

ব্যাকরণ ঃ—অব্যক্তঃ=ন ব্যক্তঃ, নঞ্ তৎ ; ব্যক্তঃ, বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ক্ত। অচিন্ত্যঃ=ন চিন্ত্যঃ নঞ্ তৎ ; চিন্ত্যঃ, চিন্ত্+যৎ। অবিকার্য =ন বিকার্যঃ, নঞ্ তৎ ; বিকার্যঃ, বি—কৃ+ণ্যৎ। উচ্যতে=বচ্ কর্মবাচ্যে

লট্ তে। তস্মাৎ—হেতু অর্থে ৫মী। বিদিত্বা=বিদ্+ক্ত্বাচ্। অনুশোচিতুম্ =অনু—শুচ্+তুমুন্। অর্হসি=অর্হ্+লট্ সি।

বঙ্গার্থঃ—ইনি (শাস্ত্রে) অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য বলিয়া উক্ত হন। অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নহে। ১০

টিপ্পনী ঃ—**অব্যক্ত**—যাহা রূপরসাদি রূপে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের নিকট ধরা দেয় তাহা ব্যক্ত, আমি তাহা নহি।

অচিন্ত্য—যে সব ভাব মনে চিন্তা করা যায় তাহা চিন্ত্য। 'আমি' মনের দর্শক, মন ত আমাকে দেখে না। মন জড় বস্তু কি না; সুতরাং 'আমি' অচিন্ত্য।

অবিকার্য—যেমন আছে, তেমনই থাকে, বিকৃত হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

আমরা শত শতবার জন্মিয়াছি ও মরিয়াছি এবং শুধু শরীর-মনের যাহাতে আরাম হয়, সেই প্রকার কাজ করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। কিসে সত্যিকারের ভাল হয়, তাহা জানিতাম না। জানিতাম না যে, একটুকু সুখ পাইতে হইলে, তার সঙ্গে দশটুকু দুঃখকে বরণ করিতে হয়; আর সুখলাভের জন্য এইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা অনন্তকাল করিলেও তৃপ্তি বা শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই; যেহেতু আমাদের বাসনা অন্তহীন।

সৌভাগ্যবশে, যখন জানিলাম যে, দুঃখহীন পরম আনন্দময় একটি অবস্থা আছে এবং আত্মজ্ঞানের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত) ফলে সেই অবস্থায় পৌঁছান যায়, তখন লক্ষ্য করিলাম, সেই অবস্থালাভের চেষ্টা করিবার কিছুমাত্র শক্তি নাই। চিরকাল শরীর মনের ঝোঁকে, তাদের নির্দেশে চলিয়া নিজের স্বাধীনতা সর্বতোভাবে হারাইয়াছি ; এখন, ইচ্ছা করিলেও, শরীর মনের আরাম ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কাজ করিতে পারি না।

এইরূপ হীনাবস্থাপন্ন **মানবকে দেহমনের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার উপায়রূপে** শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা কর্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন। **ভোগেপ্সু মনকে, ধীরে ধীরে শ্রেয়ঃ সাধনের পথে টানিয়া আনার নামই কর্মযোগ।** জন্মজন্মান্তরে, দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে, যেমন আমরা আপাতসুখের লালসায় প্রাণপণ খাটিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তেমনই আবার দীর্ঘকাল **অনুরূপ অভ্যাস** করিলে, পরাশান্তি লাভের জন্যও পরিশ্রম করিতে সমর্থ ও আগ্রহশীল হইব। এই সত্যের উপরই কর্মযোগ প্রতিষ্ঠিত।

সহসা, সকল কর্ম ছাড়িয়া দিয়া, জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান নিয়া থাকা মানুষের সাধ্যাতীত। তাই, **যে কোনও যোগের পথে চলিতে হইলেই, সর্বপ্রথম, কর্মযোগ অভ্যাস করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহা কর্মযোগের অসাধারণ বিশেষত্ব।** আবার মনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিলে, কর্মযোগের সাধনায়ই মুক্তিলাভ হইতে পারে, অন্য কোনও যোগ অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না।

কর্মযোগের আর একটি অসাধারণ বিশেষত্ব আছে। সমাজে কর্মযোগ সাধনা লুপ্ত হইলে মানবজাতির ঘোর অবনতি হয়। কর্মযোগে অনভ্যস্ত লোকের মনে এই ভ্রান্তি উপস্থিত হয় যে সংসারের কর্ম করিলে ধর্মানুযায়ী জীবনযাপন ও ভগবানের আরাধনা করা সম্ভব নহে। তাই তাহারা ধর্মসংস্রব পরিত্যাগ করেন। যাঁহাদের অত্যল্প ধর্মানুরাগ আছে, তাঁহারাও নিজে ধর্মসাধন না করিয়া ধর্মযাজক পুরোহিত কিংবা সন্ন্যাসী বৈরাগীদের উপর ধর্মসাধনার ভার

দিয়া নিশ্চিন্ত হন। ধর্ম নিতান্তই অভ্যাসের ব্যাপার; নিজে সাধন না করিলে, ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সমাজের লোক ধর্ম সম্বন্ধে যত অজ্ঞ থাকেন, ততই বুজরুকি, ভণ্ডামি, ভ্রান্ত মতবাদ ও হুজুক প্রকৃতধর্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাই, অন্ততঃ সমাজ রক্ষার জন্য, প্রত্যেক মানুষের কর্মযোগ সাধনা অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

১। যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ গী ২।৪৮

সন্ধি :—সমো ভূত্বা = সমঃ + ভূত্বা। যোগ উচ্যতে = যোগঃ + উচ্যতে।

অন্বয় :— শ্রীভগবান্ উবাচ, (হে) ধনঞ্জয়, যোগস্থঃ (সন্) সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা কর্মাণি কুরু। সমত্বম্ যোগঃ উচ্যতে।

শব্দার্থ :—শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন), ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়), যোগস্থঃ (যোগস্থ হইয়া), সঙ্গম্ (আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমান) ভূত্বা (হইয়া), কর্মাণি (কর্ম সমূহ) কুরু (কর)। সমত্বম্ (সমত্বকে) যোগঃ (যোগ) উচ্যতে (বলা হয়)।

ব্যাকরণ :— ধনঞ্জয় = ধনং জয়তি ইতি, উপপদ তৎ; ধন-জি + অল্; সম্বো, ১ব। যোগস্থঃ = যোগে তিষ্ঠতি ইতি, উপপদ তৎ; যোগ—স্থা + ক; ১মা ১ব। সঙ্গম্ = সনজ (আসক্ত হওয়া) + ভাবে ঘঞ্; ২য়া ১ব। ত্যক্ত্বা—ত্যজ্ + ক্তাচ্। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ = সিদ্ধিঃ, সিধ্ (নিষ্পন্ন হওয়া) + ভাবে ক্তিন্; ন সিদ্ধিঃ, অসিদ্ধিঃ, নঞ্ তৎ; সিদ্ধিঃ চ অসিদ্ধিঃ চ, সিদ্ধ্যসিদ্ধী, দ্বন্দ্ব সমাস; তয়োঃ ৭মী ২ব।

বঙ্গার্থ :—শ্রীভগবান বলিলেন—হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধিকে সমান ভাবিয়া কর্ম কর। সমত্বকেই যোগ বলে। ১

টিপ্পনী ঃ—যোগস্থ—মনকে আত্মায় বা ভগবানে স্থির রাখিয়া সকল অবস্থায় অচঞ্চল থাকা।

কর্মে আসক্তি—কেবল কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা এবং কর্মবিশেষের উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক।

২। বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ গী ২।৫০

সন্ধি ঃ—বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ = বুদ্ধিযুক্তঃ + জহাতি + ইহ।

অন্বয় ঃ—বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব। কর্মসু কৌশলম্ যোগঃ।

শব্দার্থ ঃ—বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি) ইহ (এখানে অর্থাৎ দেহেই) উভে (উভয়) সুকৃতদুষ্কৃতে (পাপ-পুণ্য) জহাতি (ত্যাগ করেন)। তস্মাৎ (অতএব) যোগায় (যোগের জন্য) যুজ্যস্ব (যত্ন কর); কর্মসু (কর্মে) কৌশলম্ (কৌশলই) যোগঃ (যোগ)।

ব্যাকরণ ঃ—বুদ্ধিযুক্তঃ = বি, বুদ্ধ্যা যুক্তঃ যঃ সঃ, বহুব্রী, ১মা ১ব ৩য়া তৎ। উভে—বিণ, ২য়া ২ব। সুকৃত-দুষ্কৃতে = সুকৃতং চ দুষ্কৃতং চ, সুকৃত-দুষ্কৃতে, দ্বন্দ্ব সমাস, ২য়া ২ব, কর্মণি ২য়া। জহাতি = হা (ত্যাগ করা) + লট্ তি। তস্মাৎ = হেত্বর্থে ৫মী। যোগায় = যোক্তুম্ ইতি—তুমর্থে ৪র্থী, "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ" এই সূত্র অনুসারে। যুজ্যস্ব = যুজ্ + লোট্ স্ব। কৌশলম্ = কুশল (দক্ষ) + ভাবার্থে ষ্ণ।

বঙ্গার্থ ঃ—বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই দেহের পাপ-পুণ্যের অতীত হন; অতএব যোগের জন্য যত্ন কর। কর্মেতে কৌশলের নামই যোগ। ২

টিপ্পনী ঃ—**বুদ্ধিযুক্ত**—যাহার এই বুদ্ধি দৃঢ় হইয়াছে যে, **"আমি ভগবানের দাস"** কিংবা **"অনাসক্ত আত্মা"**।

কৌশল—কর্ম করিলে বন্ধন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফলে আসক্ত না হইয়া কর্ম করিলে এই বন্ধন হইতে পারে না। ইহাই কৌশল।

৩। নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গী ২।৪০

সন্ধি ঃ—নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি = ন+ইহ + অভিক্রমনাশঃ + অস্তি। প্রত্যবায়ো ন=প্রত্যবায়ঃ+ন। স্বল্পমপ্যস্য=স্বল্পম্+অপি+অস্য। মহতো ভয়াৎ=মহতঃ+ভয়াৎ।

অন্বয় ঃ—ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে। অস্য ধর্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে।

শব্দার্থ ঃ—ইহ (এই কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভের নাশ) ন অস্তি (হয় না), প্রত্যবায়ঃ (পাপ) ন বিদ্যতে (নাই), অস্য (এই) ধর্মস্য (ধর্মের) স্বল্পম্ অপি (অল্প মাত্রও) মহতঃ ভয়াৎ (মহা ভয় হইতে) ত্রায়তে (ত্রাণ করে)।

ব্যাকরণ ঃ—অভিক্রমনাশঃ=অভি-ক্রম্+অল্; অভিক্রমঃ; নশ্+ঘঞ্, নাশঃ; অভিক্রমস্য নাশঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, ১মা ১ব। প্রত্যবায়ঃ=বি, প্রতি—অব—ই+অপাদানে অল্. ১মা ১ব; যাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, পাপ। মহতঃ=বিণ, ৫মী ১ব। ভয়াৎ=ত্রৈ ধাতু যোগে ৫মী। ত্রায়তে=ত্রৈ+লট্ তে।

বঙ্গার্থ ঃ—কর্মযোগে আরম্ভের নাশ হয় না। ইহাতে প্রত্যবায় নাই। এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহা ভয় হইতে ত্রাণ করে। ৩

এই শ্লোকে সকাম কর্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা হইয়াছে।

অভিক্রম শব্দের অর্থ, উদ্‌যোগ, উপক্রম, অথবা কর্মানুষ্ঠান। অভিক্রম নাশ মানে, একটা কাজ করিবার উদ্যোগমাত্র করিয়া তাহা সম্পূর্ণ না করিলে চেষ্টাটা নিষ্ফল হওয়া। কথাটার দ্বিতীয় অর্থ, কোনও ফললাভের জন্য, একটা কাজ আরম্ভ করিলে, তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাজের ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু মনঃসংযমের জন্য, ভগবানের প্রীতির জন্য, বা পরোপকার উদ্দেশ্যে, যে যতটুকু কাজ করিতে পারে, তাহাতেই তাহার মানসিক উন্নতি হয়, স্বার্থপরতা-রূপ পশুত্ব দূর হয়।

আবার, সকাম কর্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে, সেই কর্ম নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মের ফলে মন শুদ্ধ হয়, বিবেক-বৈরাগ্য বিকশিত হয় ; সুতরাং নিষ্কাম কর্মের ফল চিরস্থায়ী। প্রত্যবায় শব্দের অর্থ—পাপ, বিপরীত ফল।

কর্মের গতি বড় জটিল। ভাল কাজে অনেক সময় মন্দ ফল হইতে দেখা যায়। আবার, মানুষের দেহমন বড় দুর্বল, কখন যে কি ভুল-ত্রুটি হইয়া পড়ে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। তাই, সকাম কর্মে, সদাই, ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু, যে জ্ঞান, ভক্তি ছাড়া অন্য কোনও কিছুই চায় না, কর্মের ভালমন্দ ফল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন, যে দাতা সকাম, সে কোন পাপীকে কিছু দান করিলে, পাপীর পাপের অংশ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে নিষ্কাম, সে ঐ পাপীকেই কিছু দান করিলে দানের ফলে তাহার নিষ্কামভাবটা পুষ্টিলাভ করে ; পাপপুণ্য কোনও ফল স্পর্শ করে না।

মানুষের বাসনার অন্ত নাই। সুতরাং অনন্তকাল কামনা পূরণের জন্য কর্ম করিলেও তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কর্মের মধ্যে অল্পকাল নিষ্কামভাব রক্ষা করিতে পারিলেই সংসার-বন্ধন মোচন হইয়া যায়।

৪। ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ গী ৩।৪

সন্ধি ঃ—কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যম্ = কর্মণাম্ + অনারম্ভাৎ + নৈষ্কর্ম্যম্। পুরুষো ঽশ্নুতে = পুরুষঃ + অশ্নুতে। সন্ন্যাসনাদেব = সন্ন্যাসনাৎ + এব।

অন্বয় ঃ—পুরুষঃ কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যম্ ন অশ্নুতে ; চ সন্ন্যাসনাৎ এব সিদ্ধিম্ ন সমধিগচ্ছতি।

শব্দার্থ ঃ—পুরুষঃ (মানুষ) কর্মণাম্ (কর্ম সমূহের) অনারম্ভাৎ (অনুষ্ঠান না করিয়া) নৈষ্কর্ম্যম্ (নৈষ্কর্ম্য অবস্থা) ন অশ্নুতে (লাভ করে না) ; চ (এবং) সন্ন্যাসনাৎ এব (কর্মত্যাগ করিলেই) সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (পায় না)।

ব্যাকরণ ঃ—কর্মণাম্=কৃ+মন্, ৬ষ্ঠী বহুব। অনারম্ভাৎ=ন আরম্ভঃ, অনারম্ভঃ, নঞ্ তৎ, তস্মাৎ, ৫মী ১ব; আরম্ভঃ=আ-রভ্+ঘঞ্। নৈষ্কর্ম্যম্= নির্ নাস্তি কর্ম যস্য সঃ নিষ্কর্মা, বহুব্রী, তস্য ভাবঃ ইতি নিষ্কর্মন্=ষ্যঞ; ২য়া ১ব। অশ্নুতে=অশ্+লট্ তে। সন্ন্যাসনাৎ=সম্-নি-অস্+অনট্; ৫মী ১ব। সমধিগচ্ছতি=সম্-অধি-গম্+লট্ তি।

বঙ্গার্থ:—মানুষ কর্মের অনারম্ভ হইতে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করে না। কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি হয় না। ৪

টিপ্পনী ঃ—**অনারম্ভ**—কর্ম না করা।

নৈষ্কর্ম্য—জ্ঞানীর অবস্থা; দেহ-মন-প্রাণ কাজ করে, আমি তাহা জানি মাত্র, কিছুই করি না, ইহা ঠিক ঠিক অনুভব করা।

সিদ্ধি—উক্ত ভাব অনুভব করা, কল্পনা নহে।

৫। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ গী ৩।৫

সন্ধি ঃ—কশ্চিৎ=কঃ+চিৎ। তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ=তিষ্ঠতি+অকর্মকৃৎ। হ্যবশঃ =হি+অবশঃ। প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ=প্রকৃতিজৈঃ+গুণৈঃ।

অন্বয় ঃ—কশ্চিৎ জাতু ক্ষণম অপি অকর্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি। প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ (সন্) সর্বঃ কর্ম কার্যতে।

শব্দার্থ ঃ—কশ্চিৎ (কোনও ব্যক্তি) জাতু (কখনও) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকাল) অকর্মকৃৎ (কর্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকে না)। প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা) অবশঃ (অবশ হইয়া) সর্বঃ (সকলেই) কর্ম (কর্ম) কার্যতে (করিয়া থাকে)।

ব্যাকরণ ঃ—কশ্চিৎ=কঃ + (অনিশ্চয়ার্থে) চিৎ। জাতু—অব্যয়। অকর্মকৃৎ=কর্মকৃৎ, কর্ম করোতি ইতি, উপপদ তৎ, কর্ম—কৃ+ক্বিপ্; ন কর্মকৃৎ, নঞ্ তৎ; ১মা ১ব। প্রকৃতিজৈঃ=প্রকৃতেঃ জায়তে ইতি,

উপপদ তৎ ; প্রকৃতি-জন্+ড প্রকৃতিজঃ, তৈঃ। অবশঃ=ন বশঃ, নঞ্ তৎ। কার্যতে=কৃ+ণিচ্—কর্মবাচ্যে লট্ তে।

বঙ্গার্থ ঃ—কোনও ব্যক্তি কখন ক্ষণকালের জন্যও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম করে। ৫

টিপ্পনী ঃ—**প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব**, রজঃ, তমঃ। (অষ্টম অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে)।

৬। কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গী ৩।৬

সন্ধি ঃ—কর্মেন্দ্রিয়াণি=কর্ম+ইন্দ্রিয়াণি। য আস্তে=যঃ+আস্তে। স উচ্যতে=সঃ+উচ্যতে।

অন্বয় ঃ—যঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে।

শব্দার্থ ঃ—যঃ (যে) কর্মেন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয়সমূহ) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনে মনে) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ) স্মরন্ আস্তে (স্মরণ করিয়া থাকে), সঃ (সে) বিমূঢ়াত্মা (মূঢ়চেতা) মিথ্যাচারঃ (ভণ্ড) উচ্যতে (কথিত হয়)।

ব্যাকরণ ঃ—কর্মেন্দ্রিয়াণি=বি, কর্মণাং সম্পাদনায় কর্মার্থং বা ইন্দ্রিয়াণি, মধ্যপদলোপী, কর্মণা ইন্দ্রিয়াণি, ৬ষ্ঠী তৎ ; ২য়া বহুব। সংযম্য=সম্-যম্+ল্যপ্। মনসা=করণে তয়া। ইন্দ্রিয়ার্থান্=ইন্দ্রিয়ানাম্ অর্থাঃ (বিষয়াঃ), ৬ষ্ঠী তৎ ; তান্ ২য়া বহুব। স্মরন্=স্মৃ+শতৃ, ১মা ১ব। আস্তে=আস্+লট্ তে। বিমূঢ়াত্মা=বিমূঢ়ঃ আত্মা যস্য সঃ বহুব্রী, ১মা ১ব। মিথ্যাচারঃ=মিথ্যা আচারঃ যস্য সঃ, বহুব্রী, ১মা ১ব। উচ্যতে=বচ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে।

বঙ্গার্থ ঃ—কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণ করিয়া থাকে, সে মূঢ় ভণ্ড বলিয়া কথিত হয়। ৬

৭। যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ গী ৩।৭

সন্ধিঃ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি=যঃ+তু+ইন্দ্রিয়াণি। নিয়ম্যারভতেঽর্জুন= নিয়ম্য+আরভতে+অর্জুন। কর্মযোগমসক্তঃ=কর্মযোগম্+অসক্তঃ।

অন্বয়ঃ (হে) অর্জুন, তু যঃ ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে অসক্তঃ সঃ বিশিষ্যতে।

শব্দার্থঃ—অর্জুন (হে অর্জুন), তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) মনসা (মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা) কর্মযোগম্ (কর্মযোগ) আরভতে (অনুষ্ঠান করেন), অসক্তঃ (অনাসক্ত) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হন)।

ব্যাকরণঃ—ইন্দ্রিয়াণি=কর্মণি ২য়া। নিয়ম্য=নি-যম্+ল্যপ্। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ= কর্মণা সম্পাদনায় কর্মার্থং বা ইন্দ্রিয়াণি, মধ্যপদলোপী, তৈঃ, করণে ৩য়া। কর্মযোগম্=কর্ম এব যোগঃ, কর্মধারয়, তম্। আরভতে=আ-রভ্+লট্ তে। অসক্তঃ=সক্তঃ, সন্জ+ক্ত; ন সক্তঃ, অসক্তঃ, নঞ্ তৎ বিশিষ্যতে= বি-শিষ্+লট্ তে।

বঙ্গার্থঃ—হে অর্জুন, কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগ করেন, সেই অনাসক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।৭

৮। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গী ৫।৬

সন্ধিঃ—সন্ন্যাসস্তু=সন্ন্যাসঃ+তু। দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ=দুঃখম্+আপ্তুম্+ অযোগতঃ। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম=যোগযুক্তঃ+মুনিঃ+ব্রহ্ম। চিরেণাধি- গচ্ছতি=চিরেণ+অধিগচ্ছতি।

অন্বয়ঃ—(হে) মহাবাহো, অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ দুঃখম্ আপ্তুম্ (ভবতি); তু যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি।

শব্দার্থ:—মহাবাহো (হে মহাবাহো), অযোগতঃ (কর্মযোগ বিনা) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) দুঃখম্ (দুঃখ) আপ্তুম্ (পাইবার হেতু হয়) ; তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (যোগযুক্ত) মুনিঃ (মুনি) ন চিরেণ (অচিরে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

ব্যাকরণ ঃ—মহাবাহো=মহান্তৌবাহু যস্য সঃ মহাবাহুঃ বহুব্রী, সম্বো, ১ব। অযোগতঃ=ন যোগঃ, অযোগঃ, নঞ্ তৎ ; অযোগ—তসিল্। সন্ন্যাসঃ=সম্—নি—অস্+ঘঞ্ ; ১বা ১মা। আপ্তুম্=আপ্+তুমুন্। যোগযুক্তঃ=যোগেন যুক্তঃ, ৩য়া তৎ, ১মা ১ব। মুনিঃ=মন্+ই, ১মা ১ব। চিরেণ=উপসংখ্যানে ৩য়া। ব্রহ্ম=বৃন্হ্+মন্, ২য়া ১ব।

বঙ্গার্থ ঃ—হে মহাবাহো, কর্মযোগ না করিয়া সন্ন্যাস করিলে তাহা দুঃখের হেতু হয়। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

টিপ্পনী ঃ—শত শত জন্মের কর্মের অভ্যাস হেতু শরীর মন সহসা স্থির করা যায় না। জোর করিয়া স্থির করিতে চাহিলে শরীরে ব্যাধি, মনের অশান্তি হয়। **কর্ম করিতে করিতে** মনকে আত্মাতে বা ভগবানে গুটাইয়া আনা, চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিলে, অনায়াসে মনকে স্থির করিয়া **জ্ঞান লাভ করা যায়।**

৯। কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ৩।২০

সন্ধি ঃ—কর্মণৈব=কর্মণা+এব। সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ=সংসিদ্ধিম+আস্থিতাঃ লোকসংগ্রহমেবাপি=লোকসংগ্রহম্+এব+অপি। কর্তুমর্হসি=কর্তুম্+ অর্হসি।

অন্বয় ঃ—জনকাদয়ঃ কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ (ত্বম্) লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ কর্তুম্ এব অর্হসি।

শব্দার্থ ঃ—জনকাদয়ঃ (জনকাদি রাজগণ) কর্মণা এব হি (কর্মের দ্বারাই) সংসিদ্ধিম (সম্পূর্ণ সিদ্ধি) আস্থিতাঃ (লাভ করিয়াছিলেন)। লোকসংগ্রহম্ অপি (লোকের কর্মযোগ গ্রহণ বিষয়েও) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি করিয়া) কর্তুম্ এব অর্হসি (তোমার কর্ম করাই উচিত)।

ব্যাকরণ :—জনকাদয়ঃ=বি, জনকঃ আদিঃ যেষাম্ তে, বহুব্রী। আস্থিতাঃ =বিণ, আ-স্থা+ক্ত, ১মা বহুব। লোকসংগ্রহম্=লোকানাম্ সংগ্রহঃ, ৬ষ্ঠি তৎ ; তম্। সংপশ্যন্=বিণ, সম্-দৃশ্+শতৃ ; ১মা ১ব।

বঙ্গার্থ ঃ—জনকাদি রাজগণ কর্মের দ্বারাই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। লোকের কর্মযোগগ্রহণ বিষয়েও দৃষ্টি করিয়া তোমার কর্ম করাই উচিত। ৯

১০। ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ গী ৩।২২

সন্ধিঃ—পার্থাস্তি=পার্থ+অস্তি। নানাবাপ্তমবাপ্তব্যম্=ন+অনবাপ্তম্+অবাপ্তব্যম্। বর্তএব=বর্তে+এব।

অন্বয় ঃ—(হে) পার্থ, মে কর্তব্যম্ নাস্তি. ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ ন (অস্তি)। (অহম্ তথাপি) কর্মণি এব চ বর্তে।

শব্দার্থ ঃ—পার্থ (হে পার্থ), মে (আমার) কর্তব্যম্ (কর্তব্য) নাস্তি (নাই), ত্রিষু লোকেষু (তিনলোকে) কিঞ্চন (কিছুই) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যম্ (ভবিষ্যতে পাইবার) ন (নাই)। কর্মণি এব চ (তথাপি কর্মেই) বর্তে (প্রবৃত্ত আছি)।

ব্যাকরণ ঃ—কর্তব্যম্=কৃ+ভাবে তব্য ; ১মা ১ব। কিঞ্চন=কিম্+চন। অনবাপ্তম্=বিণ, ন অবাপ্তম্, নঞ্ তৎ ; অবাপ্তম্, অব-আপ্+ক্ত। অবাপ্তব্যম্ =অব-আপ্+তব্য। বর্তে=বৃত্+লট্ তে।

বঙ্গার্থ ঃ—হে পার্থ, আমার কর্তব্য নাই। তিন লোকে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত বা ভবিষ্যতে পাইবার নাই। তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত আছি। ১০

চতুর্থ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

সাধারণতঃ, লোকে সামান্য কারণে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, সর্বপ্রথম, **সহজে চঞ্চল বা উদ্‌বেজিত না হওয়া অভ্যাস করিতে হইবে।** শুধু ধর্মসাধনায় নয়,—ব্যবহারিক জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে, সফলকাম হইতে হইলে, অনুকূল-প্রতিকূল সব অবস্থাতেই অচঞ্চল থাকার অভ্যাস করা মানুষ মাত্রের জীবনে একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, সর্বাবস্থায় চিত্তের শান্তভাব রক্ষা করিতে না পারিলে, কোনও যোগাভ্যাস আরম্ভ করাই সম্ভব নয়। সেইজন্য সকল যোগের প্রাথমিক সাধনা ও প্রস্তুতি হিসাবে, 'কর্মের মধ্যে মনকে শান্ত রাখা' (কর্মযোগ) অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাস করিতে করিতে যখন মনের উপর কর্তৃত্ব আসিয়াছে বোধ হইবে, তখনই 'ধ্যানযোগ' সাধনার যোগ্যতা বা যোগারূঢ় অবস্থা লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন অচঞ্চল চিত্তে, নিষ্কামভাবে, পরার্থে বা ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর্ম করিতে করিতেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। অথবা, সাধক তখন সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ধ্যানাভ্যাস সহায়ে আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন।

ধ্যানযোগ সাধনার বিশেষ বিবরণ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত 'রাজযোগ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বিষয়াসক্তি গেলেও, কোনও কোনও কর্মযোগী, অভ্যাস দমন করিতে না পারায়, কাজ ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু কাজে মনের কিছু না কিছু অংশ বহির্মুখী হইয়া থাকেই থাকে। তাই, ধ্যানযোগীকে সকল কাজ ত্যাগ করিতে হয়।

ধ্যানযোগের আটটি অঙ্গ আছে বলিয়া ইহাকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে। যথা :—

১। যম—(১) অহিংসা—পরের অনিষ্ট চিন্তা ত্যাগ। (২) সত্য—

কায়মনোবাক্যে সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকা। (৩) অস্তেয়—পরধনে লোভ ত্যাগ। (৪) ব্রহ্মচর্য—বীর্যধারণ। (৫) অপরিগ্রহ—কাহারও দান গ্রহণ না করা।

২। **নিয়ম**—(১) শৌচ—শরীর ও মন পবিত্র রাখা। (২) সন্তোষ—সর্ব অবস্থায় মন প্রসন্ন রাখা। (৩) স্বাধ্যায়—বেদাদি শাস্ত্র পাঠকে স্বাধ্যায় বলে। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই শব্দের অর্থ ইষ্টমন্ত্র জপ। (৪) তপঃ—তীর্থযাত্রা, ব্রত উপবাসাদি কষ্ট স্বীকার করা, বিলাসিতা ত্যাগ। (৫) ঈশ্বর প্রণিধান—সর্বদা ভগবানের চিন্তা, সর্বকর্মফল ভগবানে সমর্পণ।

৩। **আসন**—মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া স্থিরভাবে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিবার অভ্যাস। নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী নহে।

৪। **প্রাণায়াম**—যে শক্তি দ্বারা দেহের সমস্ত কার্য নির্বাহ হয়, তাহাকে ইচ্ছামত চালাইবার শক্তি লাভের উপায়।

৫। **প্রত্যাহার**—মনকে বাহিরের বস্তু হইতে টানিয়া আনিয়া স্থির রাখা।

৬। **ধারণা**—আত্মার স্বরূপ বা ভগবানের রূপ সম্বন্ধে ধারণা করিবার চেষ্টা।

৭। **ধ্যান**—তাঁহাতে (আত্মাতে বা ভগবানে) মন নিশ্চল করিয়া রাখা।

৮। **সমাধি**—মনকে তাঁহাতে লীন করা বা তাহা সাক্ষাৎকার করা।

১। যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ গী ৬।৪

সন্ধি ঃ—নেন্দ্রিয়ার্থেষু = ন + ইন্দ্রিয়ার্থেষু। কর্মস্বনুষজ্জতে = কর্মসু + অনুষজ্জতে। যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে = যোগারূঢ়ঃ—তদা + উচ্যতে।

অন্বয় ঃ—যদা হি ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু, ন কর্মসু অনুষজ্জতে, সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে।

শব্দার্থ ঃ—যদা হি (যখন) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (না ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে), ন কর্মসু (না কর্মে) অনুষজ্জতে (আসক্ত হন), সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী (সর্বপ্রকার সংকল্পত্যাগী) তদা (তখন) যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হন)।

ব্যাকরণ ঃ—ইন্দ্রিয়ার্থেষু=ইন্দ্রিয়াণাম্ অর্থাঃ, ৬ষ্ঠী তৎ ; তেষু। অনুষজ্জতে =অনু-সন্‌জ+লট্ তে। সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী=সম্—ক্লৃপ্+ভাবে অল্, সংকল্পঃ ; সম্ নি-অস্+শীলার্থে ণিনি. সন্ন্যাসী : সর্বে সংকল্পাঃ সর্বসংকল্পাঃ, কর্মধা, তান্ সংন্যস্যতীতি উপপদ তৎ ; ১মা ১ব। যোগারূঢ়ঃ=যোগম্ আরূঢ়ঃ ২য়া তৎ। আরূঢ়ঃ=আ—রুহ্+ক্ত।

বঙ্গার্থ ঃ—যখন (কর্মযোগী) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ও (কোনও) কর্মে আসক্ত হয় না, সর্বপ্রকার সংকল্পত্যাগী (সাধক) তখন যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।১

২। যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ গী ৬।১০

সন্ধি ঃ—সততমাত্মানম্=সততম্+আত্মানম্। নিরাশীরপরিগ্রহঃ=নিরাশীঃ +অপরিগ্রহঃ।

অন্বয় ঃ—যোগী একাকী রহসি স্থিতঃ যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ (সন্) সততম্ আত্মানম্ যুঞ্জীত।

শব্দার্থ ঃ—যোগী (যোগী) একাকী (একাকী) রহসি (নির্জনে) স্থিতঃ [সন্] (থাকিয়া) যতচিত্তাত্মা (শরীর মন সংযত করিয়া) নিরাশীঃ (আশা ত্যাগ করিয়া), অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া), সততম্ (সর্বদা) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জীত (আত্মার সঙ্গে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন)।

ব্যাকরণ ঃ—যোগী=যুজ্+কর্তৃবাচে ঘিনুণ্। একাকী=এক+আকিন্। রহসি=বি, রহ অপাদানে অস্, ৭মী ১ব। যতচিত্তাত্মা=চিত্তম্ (মনঃ) চ আত্মা (দেহঃ) চ চিত্তাত্মানৌ, দ্বন্দ্ব সমাস ; যতৌ চিত্তাত্মানৌ যেন সঃ যতচিত্তাত্মা, বহুব্রী। যত=যম্—ক্ত। নিরাশীঃ=নির্-আ—শাস্+ক্বিপ্, নির্গতাঃ আশিষঃ (কামাঃ) যস্মাৎ সঃ, বহুব্রী। অপরিগ্রহঃ=অবিদ্যমানঃ পরিগ্রহঃ যস্য সঃ, বহুব্রী। যুঞ্জীত=যুন্‌জ+বিধি ঈত।

বঙ্গার্থ ঃ—যোগী একাকী নির্জনে থাকিয়া, শরীর মন সংযত এবং আশা ও

পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সর্বদা মনকে (আত্মার সঙ্গে) যুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। ২

টিপ্পনী ঃ—**আত্মা**—আমরা কখন শরীরকে, কখন মনকে, কখন বুদ্ধিকে, কখন বা শরীর মনের অতীত চৈতন্যকে "আমি" বোধ করি। তাই আত্মা শব্দের নানা অর্থ হয়। এখানে "যতচিত্তাত্মা" শব্দের আত্মা অর্থ শরীর, "আত্মানম্" শব্দে আত্মা অর্থ মন এবং "(আত্মার সঙ্গে)" এই কথায় আত্মা অর্থ শরীর মনের অতীত চৈতন্য।

আশা ত্যাগ—ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ।

৩। সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ গী ৬।২৪

৪। শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ গী ৬।২৫

সন্ধি ঃ—কামাংস্ত্যক্ত্বা = কামান্ + ত্যক্ত্বা। সর্বানশেষতঃ = সর্বান্ + অশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামম্ = মনসা + এব + ইন্দ্রিয়গ্রামম্। শনৈরুপরমেৎ = শনৈঃ + উপরমেৎ।

অন্বয় ঃ—সংকল্পপ্রভবান্ সর্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা, মনসা এব সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামম্ বিনিয়ম্য, ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ।

শব্দার্থ ঃ—সংকল্পপ্রভবান্ (মনের সংকল্প হইতে উদ্ভূত) সর্বান্ (সবপ্রকার কামনা) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া), মনসা এব (মনের দ্বারাই) সমন্ততঃ (সব দিক হইতে) ইন্দ্রিয়গ্রামম্ (ইন্দ্রিয়সকলকে) বিনিয়ম্য (টানিয়া আনিয়া), ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (আত্মাসম্বন্ধীয় ধারণাযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থম্ কৃত্বা (আত্মাতে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া), শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (মানসিক সকল কর্ম হইতে বিরত হইবেন), কিঞ্চিৎ অপি (কিছুই) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেন না)।

ব্যাকরণ ঃ—সংকল্পপ্রভবান্ = বিণ, সংকল্পঃ প্রভবঃ যেষাম্, বহুব্রী, তান্ ২য়া

বহুব ; প্রভবঃ = প্র-ভূ + অল্, উৎপত্তিস্থানম্। অশেষতঃ = ন শেষঃ, অশেষঃ, নঞ্ তৎ ; অশেষ + তসিল্। ত্যক্ত্বা = ত্যজ্ — ক্ত্বাচ্। সমন্ততঃ = সম অন্ত + তসিল্। ইন্দ্রিয়গ্রামম্ = ইন্দ্রিয়াণাম্ গ্রামঃ (সমূহ) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, তম্। বিনিয়ম্য = বি-নি-যম্ + ল্যপ্। ধৃতিগৃহীতয়া = বিণ, ধৃত্যা গৃহীতা ধৃতিগৃহীতা, ৩য়া তৎ ; তয়া। গৃহীতা = গ্রহ্ — ক্ত, স্ত্রিয়াম্ আপ্। আত্মসংস্থম্ — বিণ, আত্মনি সংস্থম্, ৭মী তৎ ; ২য়া ১ব। সংস্থম্ = সম্-স্থ + ক। কৃত্বা = কৃ + ক্ত্বাচ্। উপরমেৎ = উপ-রম্ + বিধি যাৎ। চিন্তয়েৎ = চিন্ত্ + বিধি যাৎ।

বঙ্গার্থ ঃ—যোগী মনের সংকল্প হইতে উদ্ভূত সর্বপ্রকার কামনা নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারাই সব দিক হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে টানিয়া লইয়া, আত্মাসম্বন্ধীয় ধারণাযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে মানসিক সকল কর্ম হইতে বিরত হইবেন, মনে কোন চিন্তাই উঠিতে দিবেন না। ৩-৪

টিপ্পনী ঃ—আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। সেই ধারণাতে মনকে একবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে।

আপনাকে দেহমন বোধ করিয়া আমরা অতীব দুর্বল হইয়াছি। **ইহা কিঞ্চিৎ কমিলেও প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা।**

৫। যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ গী ৬।২৮

সন্ধি ঃ—যুঞ্জন্নেবম্ = যুঞ্জন্ + এবম্। সদাত্মানম্ = সদা + আত্মানম্। ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে = ব্রহ্মসংস্পর্শম্ + অত্যন্তম্ + সুখম্ + অশ্নুতে।

অন্বয় ঃ—এবম্ সদা আত্মানম্ যুঞ্জন্ যোগী বিগতকল্মষঃ (সন্) সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অশ্নুতে।

শব্দার্থ ঃ—এবম্ (এইরূপে) সদা (সর্বদা) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জন (আত্মাতে স্থির করা অভ্যাস করিতে করিতে) যোগী (যোগী) বিগতকল্মষঃ (সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া) সুখেন

(অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ) অত্যন্তম্ (অসীম) সুখম্ (সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন)।

ব্যাকরণ ঃ—যুঞ্জন্ = বিণ, যুজ্ + শতৃ, ১মা ১ব। বিগতকল্মষঃ = বিণ, বিগতম্ কল্মষম্ যস্য সঃ বহুব্রী, ১মা ১ব। সুখেন = উপসংখ্যানে ৩য়া। ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ = বিণ, ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ যস্মিন্ তৎ, বহুব্রী, ২য়া ১ব। অত্যন্তম্ = বিণ, অতিক্রান্তঃ অন্তম্, ২য়া তৎ, ২য়া ১ব। অশ্নুতে অশ্ + লট্ তে।

বঙ্গার্থ ঃ—এইরূপে সর্বদা আত্মাতে মন স্থির করা অভ্যাস করিতে করিতে যোগী সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অসীম সুখ লাভ করেন। ৫

৬। সুখমাত্যন্তিকং যৎতদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ গী ৬।২১

৭। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ গী ৬।২২

৮। তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ গী ৬।২৩

সন্ধি ঃ—সুখমাত্যন্তিকং যৎ = সুখম্ + আত্যন্তিকম্ + যৎ। তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্য-মতীন্দ্রিয়ম্ = তৎ + বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ + অতীন্দ্রিয়ম্ চৈবায়ং স্থিশ্চলতি = চ + এব + অয়ম্ + স্থিতঃ + চলতি। চাপরং লাভং মন্যতে = চ + অপরম্ + লাভম্ + মন্যতে। নাধিকং ততঃ = ন + অধিকম্ + ততঃ। স্থিতো ন = স্থিতঃ + ন। গুরুণাপি = গুরুণা + অপি। তৎবিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ = তম্ + বিদ্যাৎ + দুঃসংযোগবিয়োগম্ + যোগসংজ্ঞিতম্। যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা = যোক্তব্যঃ + যোগঃ + অনির্বিণ্ণচেতসা।

অন্বয় ঃ—যত্র অয়ম্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ যৎ আত্যন্তিকম্ সুখম্ তৎ বেত্তি, চ (যত্র) স্থিতঃ (সন্) তত্ত্বতঃ ন এব চলতি। ৬

যম্ লব্ধ্বা ততঃ অধিকম্ অপরম্ লাভম্ ন মন্যতে, চ যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে। ৭

তং দুঃখসংযোগবিয়োগম্ যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন অনির্বিণ্ণচেতসা যোক্তব্যঃ। ৮

শব্দার্থঃ—যত্র (যে অবস্থায়) অয়ম্ (এই যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিগ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অতীত) যৎ (যে) আত্যন্তিকম্ (অসীম) সুখম্ (আনন্দ), তৎ (তাহা) বেত্তি (বোধ করেন) চ যত্র এবং যে অবস্থায়) স্থিতঃ সন্ (স্থির হইয়া) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ব হইতে) ন এব চলতি (বিচলিত হন না); যম্ (যাহাকে) লব্ধ্বা (পাইয়া) ততঃ (তাহা হইতে) অধিকম্ (অধিক) অপরম্ (অন্য কোনও) লাভম্ (লাভ) ন মন্যতে (মনে করেন না) চ (এবং) যস্মিন্ (যাহাতে) স্থিতঃ (মন স্থির হইলে), গুরুণা (বিষম) দুঃখেন অপি (দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না); তম্ (তাহাকে) দুঃখসংযোগবিয়োগম্ (দুঃখসংযোগরহিত) যোগসংজ্ঞিতম্ (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে); সঃ যোগঃ (সেই যোগ) নিশ্চয়েন ('নিশ্চয়মুক্তিপ্রদ' জ্ঞান করিয়া) অনির্বিণ্ণচেতসা (পরম উৎসাহে) যোক্তব্যঃ (সাধন করা কর্তব্য।

ব্যাকরণঃ—বুদ্ধিগ্রাহ্যম্=বিণ, বুদ্ধ্যা গ্রাহ্যম্, ৩য়া তৎ; ২য়া ১ব। গ্রাহ্যম্=গ্রহ্+ণ্যৎ, তৎ। অতীন্দ্রিয়ম্=ইন্দ্রিয়াণি অতিক্রান্তম্, প্রাদি তৎপুরুষ, তৎ। আত্যন্তিকম্=অত্যন্ত+ষ্ণিকণ্। বেত্তি=বিদ্+লট্ তি। তত্ত্বতঃ=তস্য ভাবঃ ইতি তৎ+ত্ব, তত্ত্বম্, তত্ত্ব+তসিল্। লব্ধ্বা=লভ্+ক্ত্বাচ্। মন্যতে=মন্+লট্ তে। বিচাল্যতে=বি-চল্+ণিচ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে। দুঃখসংযোগবিয়োগম্=বিণ, দুঃখস্য সংযোগঃ, ৬ষ্ঠী তৎ; দুঃখসংযোগঃ বিয়োগঃ যস্মিন্ তৎ, বহুব্রী, ২য়া ১ব। যোগসংজ্ঞিতম্=যোগ ইতি সংজ্ঞিতম্, মধ্যপদলোপ্ কর্মধা, কর্মণি ২য়া ১ব। বিদ্যাৎ=বিদ্+বিধি যাৎ। অনির্বিণ্ণচেতসা=বি, ন নির্বিণ্ণম্, অনির্বিণ্ণম্, নঞ্ তৎ; অনির্বিণ্ণম্ চেতঃ, কর্মধা, তেন। নির্বিণ্ণম্—নির্—বিদ্+ক্ত। যোক্তব্যঃ=বিণ, যুজ্+তব্য, ১মা ১ব।

বঙ্গার্থঃ—যে অবস্থায় এই যোগী বুদ্ধিগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়ের অতীত যে অসীম আনন্দ তাহা বোধ করেন এবং যে অবস্থায় মন স্থির হইলে তাহা হইতে আর বিচলিত হন না;

যাহা পাইয়া অন্য কোনও লাভকে ইহার অধিক মনে করেন না, যাহাতে মন স্থির হইলে বিষম দুঃখেও বিচলিত হন না ;

তাহাকে দুঃখসংযোগরহিত যোগ বলিয়া জানিবে। সেই যোগ "নিশ্চয় মুক্তিপ্রদ" জ্ঞান করিয়া পরম উৎসাহে সাধন করা কর্তব্য। ৬-৮

টিপ্পনী :—বুদ্ধিগ্রাহ্য—যাহা কেবল বোধ করা যায়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু কল্পিত নহে। বাহ্য বস্তুর অনুভব হইতে **শতগুণ তীব্রভাবে সত্য সত্যই অনুভব হয়**।

ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক বিষয় অনুভব কালে, মন তাহা হইতে সরিয়া অন্য বিষয় অনুভব করিতে পারে। কিন্তু সমাধিকালে মন ধ্যেয় বিষয়ে এমন স্থির হয় যে তখন অন্য কোনও বিষয়ের অনুভব হইতে পারে না।

অনির্বিণ্ণচেতসা—নির্বেদহীন চিত্তদ্বারা আশাভঙ্গ হইলে যে নিশ্চেষ্টতা আসে তাহাই নির্বেদ। সমাধিলাভ করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া, মনে খুব উৎসাহ ও আশা রাখার কথা বলা হইল।

৯। সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ গী ৬।২৯

সন্ধিঃ—সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি = সর্বভূতস্থম্ + আত্মানম্ + সর্বভূতানি। চাত্মনি = চ + আত্মনি।

অন্বয় :—যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ (সন) আত্মানম্ সর্বভূতস্থম্ চ সর্বভূতানি আত্মনি ঈক্ষতে।

শব্দার্থ :—যোগযুক্তাত্মা (যাহার মন যোগে যুক্ত) সর্বত্র (সর্বত্র) সমদর্শনঃ (সমদর্শী হইয়া) আত্মানম্ (নিজকে) সর্বভূতস্থম্ (সর্বজীবের মধ্যে চ (এবং) সর্বভূতানি (সর্বজীবকে) আত্মনি (নিজের মধ্যে) ঈক্ষতে (দেখেন)।

ব্যাকরণ :—যোগযুক্তাত্মা = যোগেন যুক্তঃ, যোগযুক্তঃ, ৩য়া তৎ ; যোগযুক্তঃ আত্মা যস্য সঃ, বহুব্রী, ১মা ১ব। সর্বত্র = সর্ব + ত্রল্। সমদর্শনঃ = বিণ, সমং

দর্শনম্ যস্য সঃ, বহুব্রী, ১মা ১ব। সর্বভূতস্থম্=সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতানি, কর্মধা, তেষু তিষ্ঠতি ইতি, উপপদ তৎ ; কর্মণি ২য়া ১ব। ঈক্ষতে=ঈক্ষ্+লট্ তে।

বঙ্গার্থঃ—যাহার মন (পূর্বোক্তরূপ) যোগে যুক্ত হয়, তিনি সর্বত্র সমদর্শী হইয়া নিজেকে সর্বজীবের মধ্যে এবং সর্বজীবকে নিজের মধ্যে দেখেন। ৯

টিপ্পনীঃ—সমাধিবান যোগী বোধ করেন, শরীর ও মন তাঁহা হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছে, তিনি চৈতন্যমাত্র এবং সর্বজীবের দেহমনে যে সব ব্যাপার হইতেছে, তাহার দর্শক। যেমন ঢেউ-এর মধ্যে জল ছাড়া কিছুই নাই এবং ঢেউগুলি জলেই থাকে, তেমনি, তিনি দেখেন সর্বজীবের মধ্যে 'আমি' 'আমি' বোধ তাহা এক বড় 'আমি'তেই আছে।

১০। আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ গী ৬।৩২

সন্ধিঃ—আত্মৌপম্যেন = আত্মা+ঔপম্যেন। যোঽর্জুন=যঃ+অর্জুন। পরমো মতঃ=পরমঃ+মতঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) অর্জুন, যঃ সর্বত্র আত্মৌপম্যেন সুখম্ বা যদি বা দুঃখম্ সমম্ পশ্যতি, সঃ যোগী পরমঃ (ইতি মম) মতঃ।

শব্দার্থঃ—অর্জুন (হে অর্জুন) যঃ (যিনি) সর্বত্র (সর্বত্র অর্থাৎ সর্বজীবের) সুখম্ বা যদি বা দুঃখম্ (সুখ এবং দুঃখ) আত্মৌপম্যেন (নিজের সুখ দুঃখের তুলনায়) সমম্ (সমান) পশ্যতি (অনুভব করেন), সঃ যোগী (সেই যোগীই) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (ইহা আমার মত)।

ব্যাকরণঃ—আত্মৌপম্যেন=আত্মনঃ ঔপম্যম্, ৬ষ্ঠী তৎ তেন ; সম শব্দ যোগে ৩য়া। ঔপম্যম্=উপমায়াঃ ভাবঃ ইতি উপমা+ভাবার্থে ষ্ণ্য। উপমা= উপ (তুল্য) মীয়তে (পরিমাণ করা যায়) অনয়া ইতি উপ—মা+ভাবে অঙ্। মতঃ=মন্+বর্তমানে ক্ত ; ১মা ১ব।

বঙ্গার্থঃ—হে অর্জুন, আমার মতে সেই যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সর্বজীবের সুখদুঃখ নিজের (সুখদুঃখের) তুলনায় সমান অনুভব করেন। ১০

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তিযোগ

এই জগতের ও আমার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্তা ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা সহজে জ্ঞানলাভ করা যায়। তাঁহার পূজা, সমস্ত কর্মের ফল তাঁহাতে সমর্পণ, তাঁহার তুষ্টির জন্য সর্বজীবের সেবা প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহাতে ভক্তি হয়। **ভক্তি মনের মলিনতা নষ্ট করে।**

মন নির্মল হইলে বোধ হয়, আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পরমাত্মারই এক অংশ **তখন আর কোনও দুঃখ থাকে না।**

১। যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ গী ৭।২৮

সন্ধিঃ—যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্=যেষাম্+তু+অন্তগতম্+পাপম্ + জনানাম্+পুণ্যকর্মণাম্। দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে= দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ+ভজন্তে।

অন্বয়ঃ—যেষাম্ তু পুণ্যকর্মণাম্ জনানাম্ পাপম্ অন্তগতম্ তে দ্বন্দ্ব-মোহনির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ মাম্ ভজন্তে।

শব্দার্থঃ—যেষাম্ তু পুণ্যকর্মণাম্ জনানাম্ (যে সকল পুণ্যকর্মশীল ব্যক্তির) পাপম্ (পাপ) অন্তগতম্ (নিঃশেষ হইয়াছে), তে (তাহারা) দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া) মাম্ (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করে)।

ব্যাকরণঃ—পুণ্যকর্মণাম্=বিণ, পুণ্যং কর্ম যেষাম্ তে পুণ্যকর্মাণঃ বহুব্রী, তেষাম্। জনানাম্— বি সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। অন্তগতম্=বিণ, অন্তং গতম্, ২য়া তৎ, ১ম ১ব। দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ=বিণ, দ্বন্দ্বনিমিত্তঃ মোহঃ, দ্বন্দ্বমোহঃ, মধ্যপদলোপী কর্মধা. তেন নির্মুক্তাঃ; ১মা বহুব। নির্মুক্তাঃ=নির+মুচ্+ক্ত; ১মা বহুব। দৃঢ়ব্রতাঃ=বিণ, দৃঢ়ং ব্রতং যেষাম্ তে, বহুব্রী। ভজন্তে=ভজ্+লট্ অন্তে।

বঙ্গার্থ :—যে সকল পুণ্যকর্মশীল ব্যক্তির পাপ নিঃশেষ হইয়াছে, তাঁহারা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমার ভজনা করেন ।১

টিপ্পনী :—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি জগতের সকল ভাবই এইরূপ জোড়া জোড়া।

মনে প্রবল ভোগবাসনা থাকিলে, বর্ণ-অন্ধ (colour blind) লোকের ন্যায় ঐ সব জোড়ার কেবল এক পিঠ চোখে পড়ে। সৎকর্মদ্বারা মন নির্মল হইলে, ঐ সব জোড়ার দুইদিক একসঙ্গে দেখাতে, ভাল, সুখ, লাভ প্রভৃতির মোহ দূর হয় এবং ঐ দ্বন্দ্বের অতীত ভগবানের প্রয়োজনবোধ তীব্র হয়।

২। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ গী ৭।১৬

সন্ধি :—সুকৃতিনোঽর্জুন=সুকৃতিনঃ+অর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী =আর্তঃ+জিজ্ঞাসুঃ+অর্থার্থী। ভরতর্ষভ=ভরত+ঋষভ।

অন্বয় :—(হে) ভরতর্ষভ অর্জুন, আর্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী চ জ্ঞানী ইতি চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাম্ ভজন্তে।

শব্দার্থ :—ভরতর্ষভ অর্জুন (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন), আর্তঃ (আর্ত), জিজ্ঞাসুঃ (জিজ্ঞাসু), অর্থার্থী (অর্থপ্রার্থী) চ (এবং) জ্ঞানী (জ্ঞানী) ইতি (এই) চতুর্বিধাঃ (চারি প্রকার) সুকৃতিনঃ (পুণ্যবান্) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করে)।

ব্যাকরণ :—ভরতর্ষভ=ভরতঃ ঋষভঃ ইব, উপমিত কর্মধা; সম্বো ১ব। আর্তঃ=বিণ, আ-ঋ+কর্তৃবাচ্যে ক্ত, ১মা ১ব। জিজ্ঞাসুঃ—জ্ঞা+ইচ্ছার্থে সন্+কর্তৃবাচ্যে উ; ১মা ১ব। অর্থার্থী=অর্থম্ (ধনম্) অর্থয়তে (যাচতে) ইতি, উপপদ তৎ অর্থ-অর্থ (ধাতু)+শীলার্থে ইন্; ১ম ১ব। জ্ঞানী=জ্ঞানম্ অস্য অস্তি ইতি জ্ঞান+অস্ত্যর্থে ইন্। জ্ঞানম্=জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞা+ভাবে অনট্। চতুর্বিধাঃ=বিণ, চতস্রঃ বিধাঃ (প্রকারাঃ) যেষাম্ তে বহুব্রী, ১মা

বহুব। সুকৃতিনঃ=বিণ, কৃতম্ অস্য অস্তি ইতি কৃত+অস্ত্যর্থে ইন্, কৃতিন্; সু (শোভনাঃ) কৃতিনঃ, কর্মধা, ১মা বহুব। ভজন্তে=ভজ্+লট্ অন্তে।

বঙ্গার্থ:—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী জ্ঞানী—এই চারি প্রকার পুণ্যবান্ ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে।২

টিপ্পনী:—(১) আর্ত—বিপদে পড়িয়া, (২) জিজ্ঞাসু—জ্ঞানলাভের জন্য, (৩) অর্থার্থী—ইহ বা পরকালের কোনও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা (৪) জ্ঞানী—জ্ঞান হওয়াতে ভগবানই সার বস্তু জানিয়া,—লোকে ভগবানকে ডাকে।

সুকৃতিনঃ—পুণ্য কর্মের দ্বারা মন নির্মল না হইলে ভগবানকে ডাকিবার প্রবৃত্তি হয় না।

যাহারা পূর্বে সৎকর্ম করে নাই, কাজেই মন মলিন,—তাহারা—(১) বিপদে পড়িলে বড় লোক বা কোন দেবতার শরণ লয়; (২) জ্ঞানলাভের জন্য গ্রন্থ পড়ে, দেশ ভ্রমণ করে; (৩) স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাগযজ্ঞাদি করিয়া শক্তিলাভ করে; (৪) জ্ঞানী জানেন ভগবান কল্পতরু, তাই ভগবানের ভজন ছাড়া তিনি অন্য কিছু করেন না।

৩। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
তততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গী ১৮।৫৫

সন্ধি:—মামভিজানাতি=মাম্+অভিজানাতি। যশ্চাস্মি=যঃ+চ+অস্মি। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা=ততঃ+মাম্+তত্ত্বতঃ+জ্ঞাত্বা। তদনন্তরম্=তৎ+অনন্তরম্।

অন্বয়:—ভক্ত্যা (অহম্) য চ যাবান্ অস্মি (ইতি) মাম্ তত্ত্বতঃ অভিজানাতি। ততঃ মাম্ তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা, তদনন্তরম্ (মাম্) বিশতে।

শব্দার্থ:—ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) যঃ (আমি যাহা) চ (এবং) যাবান্ (যে পরিমাণ) অস্মি (হই) মাম্ (আমাকে) তত্ত্বতঃ (ঠিক ঠিক ভাবে) অভিজানাতি (জানিতে পারে)। ততঃ (তারপর) মাম্ (আমাকে) তত্ত্বতঃ (ঠিক ঠিক ভাবে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) তদনন্তরম্ (তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ আমার তত্ত্ব বোধ হওয়া মাত্রই) বিশতে (আমাতে প্রবেশ করে)।

ব্যাকরণ ঃ—ভক্ত্যা=করণে ৩য়া। যাবান্=বিণ, যৎ পরিমাণম্ অস্য ইতি যৎ+পরিমাণে বতুপ্, যাবৎ, ১মা ১ব। অস্মি=অস্+লট্ মি। অভিজানাতি =অভি-জ্ঞা+লট্ তি। তদনন্তরম্=ক্রিঃ বিণ, অবিদ্যমানম্ অন্তরম্ যস্য তৎ, অনন্তরম্, বহুব্রী; তস্মাৎ অনন্তরম্ তদনন্তরম্, ৫মী তৎ। বিশতে=বিশ্+ লট্ তে।

বঙ্গার্থ ঃ—ভক্তির দ্বারা লোকে, আমি যাহা ও যে পরিমাণ, তাহা ঠিক ঠিক জানিতে পারে। তারপর আমার তত্ত্ব বোধ হওয়া-মাত্রই আমাতে প্রবেশ করে।৩

টিপ্পনী ঃ—যঃ—সৎ, চিৎ, আনন্দ, আত্মা।

যাবান্—সর্বব্যাপী ব্রহ্ম।

বিশতে—আমার সঙ্গে মিশিয়া যায়, উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না।

৪। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গী ৯।৩০

সন্ধি ঃ—মামনন্যভাক্=মাম্+অনন্যভাক্। সাধুরেব=সাধুঃ+এব। সম্যগ্ব্যবসিতো হি+সম্যক+ব্যবসিতঃ+হি।

অন্বয় ঃ—সুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনন্যভাক্ (সন্) মাম্ ভজতে, সঃ সাধু এব মন্তব্যঃ, হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ।

শব্দার্থ ঃ—সুদুরাচারঃ (একান্ত কদাচারী) অপি (ও) চেৎ (যদি) অনন্যভাক্ (অনন্য মনে) মাম্ (আমাকে) ভজতে (ভজনা করে), সঃ (সে) সাধু এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্য (গণ্য), হি (যেহেতু) সঃ (সে) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (উত্তম কার্যের চেষ্টাতে নিযুক্ত)।

ব্যাকরণ ঃ—সুদুরাচারঃ=বি, দুঃ (দুষ্টঃ) আচারঃ যস্য সঃ দুরাচার বহুব্রী; সু (অতিশায়িতঃ) দুরাচারঃ, সুদুরাচারঃ কর্মধা, ১মা ১ব। অনন্যভাক্=বিণ, অন্যং ভজতে যঃ সঃ অন্যভাক্, বহুব্রী; ন অন্যভাক্, অনন্যভাক্, নঞ্ তৎ; ১মা ১ব। ভাক্=ভজ্+কর্তৃবাচ্যে ণ্বি। মন্তব্যঃ=বিণ, মন্+তব্য, ১মা ১ব।

সম্যক্‌=অব্যয়, সম্ (সহিত)+অঞ্চ্ (গমন করা)+ক্বিপ্। ব্যবসিতঃ—বি-অব-সো+ক্ত, ১মা ১ব।

বঙ্গার্থ :—নিতান্ত কদাচারীও যদি একান্ত মনে আমাকে ভজে, তাহাকে সাধুই ভাবা উচিত, যেহেতু সে উত্তম কার্যের চেষ্টাতে নিযুক্ত। ৪

টিপ্পনী :—পাপের ফলে কষ্ট হয়, পুণ্যের ফলে সুখ হয় সুতরাং পাপকার্য হইতে পুণ্যকার্য উত্তম। কিন্তু পুণ্যের ফল ভোগান্তে নিঃশেষ হইয়া যায়। ঈশ্বর চিন্তার ফলে ভক্তি হয়। ভক্তি চিরশান্তিপ্রদ মুক্তি প্রদান করে। অতএব সকল কার্যের মধ্যে ভগবদ্‌ভজন সর্বোত্তম।

৫। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গী ৯।৩১

অন্বয় :—(সঃ) ক্ষিপ্রম্ ধর্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ শান্তিম্ নিগচ্ছতি। (হে) কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি।

শব্দার্থ :—ক্ষিপ্রম্ (অচিরে) ধর্মাত্মা (পরমধার্মিক) ভবতি (হন), শশ্বৎ (চিরস্থায়ী) শান্তিম্ (শান্তি) নিগচ্ছতি (লাভ করেন), কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়), প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞা করিয়া বল) মে ভক্তঃ (আমার ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (নষ্ট হয় না)।

ব্যাকরণ :— ধর্মাত্মা=ধর্ম আত্মনি যস্য সঃ ব্যধিকরণে বহুব্রী; ১মা ১ব। শশ্বৎ=অব্যয়, শশ্+বৎ। শান্তিম্=শম্+ভাবে ক্তি; ২য়া ১ব। নিগচ্ছতি=নি-গম্+লট্ তি। প্রণশ্যতি=প্র-নশ্+লট্ তি। প্রতিজানীহি=প্রতি-জ্ঞা+লোট্ হি।

বঙ্গার্থ :—তিনি অচিরে পরম ধার্মিক হন এবং চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করেন হে কৌন্তেয়, (সকলের নিকট) প্রতিজ্ঞা করিয়া বল (যে আমি বলিয়াছি) "আমার ভক্তের নাশ নাই"। ৫

৬। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ গী ৯।৩২

সন্ধিঃ—মাং হি = মাম্+হি। যেঽপি = যে+অপি। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা = স্ত্রিয়ঃ+বৈশ্যাঃ+তথা। শূদ্রাস্তেঽপি = শূদ্রাঃ+তে+অপি। পরাং গতিম্ = পরাম্+গতিম্।

অন্বয়ঃ— (হে) পার্থ যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ, তথা স্ত্রিয়ঃ, বৈশ্যাঃ, শূদ্রাঃ, তে অপি মাম্ ব্যপাশ্রিত্য হি পরাম্ গতিম্ যান্তি।

শব্দার্থ:— পার্থ (হে পার্থ) যে অপি (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (অন্ত্যজ) স্যুঃ (হয়), তথা (এবং) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ), বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ), শূদ্রাঃ (শূদ্রগণ), তে অপি (তাহারাও) মাম্ (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য হি (আশ্রয় করিয়াই) পরাং গতিম্ (পরমগতি) যান্তি (লাভ করিয়া থাকে)।

ব্যাকরণঃ—পাপযোনয়ঃ = পাপা যোনিঃ যেষাম্ তে, বহুব্রী, ১মা বহুব। স্যুঃ = অস্+বিধি যুস্। ব্যপাশ্রিত্য = বি-অপ-আ-শ্রি+ল্যপ্। যান্তি = যা+লট্ অন্তি।

বঙ্গার্থঃ—হে পার্থ, যাহারা অন্ত্যজ অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য কিংবা শূদ্র, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়াই পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ৬

টিপ্পনীঃ—যাহারা শাস্ত্রের প্রণালী অনুসারে সাধন করিতে পারে না, তাহারাও কেবল ভক্তিদ্বারা মুক্তিলাভ করে।

৭। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ গী ৯।৩৩

সন্ধিঃ—পুনর্ব্রাহ্মণাঃ = পুনঃ+ব্রাহ্মণাঃ। পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা = পুণ্যাঃ+ভক্তাঃ+রাজর্ষয়ঃ+তথা। অনিত্যমসুখম্ = অনিত্যম্+অসুখম্। লোকমিমম্ = লোকম্+ইমম্।

অন্বয়ঃ—পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ পুনঃ কিম্? অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকম্ প্রাপ্য মাম্ ভজস্ব।

শব্দার্থ:—পুণ্যাঃ (পুণ্যবান্) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ), তথা (এবং) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) পুনঃ কিম্ (আর কি বলিব)? অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখম্

(অসুখপূর্ণ) ইমম্ (এই) লোকম্ প্রাপ্য (লোকে জন্মিয়া) মাম্ ভজস্ব (আমার ভজনা কর)।

ব্যাকরণ —পুণ্যাঃ=পূ+ডুণ্য ; ১মা বহুব। ব্রাহ্মণাঃ=ব্রহ্ম (বেদম্) বেত্তি ইতি ব্রহ্মন্+জ্ঞাতার্থে অ, ব্রাহ্মণঃ, ১মা বহুব। রাজর্ষয়ঃ=রাজানঃ ঋষয়ঃ, কর্মধা, ১মা বহুব। প্রাপ্য=প্র-আপ্+ল্যপ্। ভজস্ব=ভজ্+লোট্ স্ব।

বঙ্গার্থ :—পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব ? (অতএব) অনিত্য ও অসুখপূর্ণ এই লোকে জন্মিয়া আমার ভজন কর। ৭

৮। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গী ৯।২২

সন্ধিঃ—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে=অনন্যাঃ+চিন্তয়ন্তঃ+মাম্+যে। পর্যুপাসতে=পরি+উপাসতে। বহাম্যহম্=বহামি+অহম্।

অন্বয়ঃ—যে জনা অনন্যাঃ (সন্তঃ) মাম্ চিন্তয়ন্তঃ পর্যুপাসতে, অহম্ নিত্যাভিযুক্তানাম্ তেষাম্ যোগক্ষেমম্ বহামি।

শব্দার্থঃ—যে জনাঃ (যাহারা) অনন্যাঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাম্ চিন্তয়ন্তঃ (আমার চিন্তা করিয়া) পর্যুপাসতে (উপাসনা করে) অহম্ (আমি) নিত্যাভিযুক্তানাম্ (নিত্য সর্বতোভাবে যোগযুক্ত) তেষাম্ (তাহাদের) যোগক্ষেমম্ (প্রয়োজনীয় বস্তু যোগান ও তাহা রক্ষা করা) বহামি (বহন করি অর্থাৎ কাজ দুটি সম্পাদন করি)।)

ব্যাকরণ :—অনন্যাঃ=বিণ, ন অন্যাঃ যেষাম্ তে বহুব্রী, ১মা বহুব। চিন্তয়ন্তঃ=চিন্ত্+শতৃ ; ১মা বহুব। পর্যুপাসতে=পরি-উপ-আস্+লট্ অন্তে। নিত্যাভিযুক্তানাম্=নিত্যম্ অভিযুক্তাঃ, সুপ্ সুপেতি সমাসঃ, (তেষাম্)। যোগক্ষেমম্=যোগশ্চ ক্ষেমম্ চ, সমাহার দ্বন্দ্ব। বহামি=বহ্+লট্ মি।

বঙ্গার্থ :—যাহারা অন্য চিন্তা ও কাজ ছাড়িয়া কেবল আমার চিন্তা করতঃ উপাসনা করে, সেই নিত্য সর্বতোভাবে যোগযুক্ত ভক্তদের প্রয়োজনীয় বস্তু আমি সংগ্রহ এবং রক্ষা করি। ৮

টিপ্পনী ঃ—ভগবানের চিন্তায় কেহ তন্ময় হইয়া গেলে, ভগবান তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

৯। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ গী ১৮।৬৫

সন্ধিঃ—মন্মনা ভব=মন্মনাঃ+ভব। মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী=মদ্ভক্তঃ+মদ্‌যাজী। মামেবৈষ্যসি=মাম্+এব+এষ্যসি। প্রিয়োঽসি=প্রিয়ঃ+অসি।

অন্বয় ঃ—মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তঃ (ভব), মদ্‌যাজী (ভব), মাম্ নমস্কুরু। (ত্বম্) মাম্ এব এষ্যসি ; (অহম্) তে সত্যম্ প্রতিজানে। (যতঃ ত্বম্) মে প্রিয়ঃ অসি।

শব্দার্থ ঃ—মন্মনাঃ ভব (সমগ্র মন আমাতে দাও), মদভক্তঃ (ভব) (আমার ভজন কর) মদ্‌যাজী (ভব) (আমার পূজা কর), মাম্ নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর)। মাম্ (আমাকে) এব (নিশ্চয়) এষ্যসি (পাইবে) ; তে (তোমার নিকট) সত্যম্ প্রতিজানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি)। মে প্রিয়ঃ অসি (তুমি আমার প্রিয়)।

ব্যাকরণ ঃ—মন্মনাঃ=ময়ি মনঃ যস্য সঃ, বহুব্রী, ১মা ১ব। মদ্ভক্তঃ=মম ভক্তঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, ১মা ১ব। মদ্‌যাজী=মাম্ যজতে ইতি, উপপদ তৎ ; অস্মদ্ যজ্+ণিনি। এষ্যসি=ই+ল্ৃট্ স্যসি। প্রতিজানে=প্রতি-জ্ঞা+লট্ এ। অসি=অস্+লট্ সি।

বঙ্গার্থ ঃ— (অতএব) সমগ্র মন আমাতে দাও, আমার ভজন কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, তাই তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—এরূপ করিলে আমাকে নিশ্চয় লাভ করিবে। ৯

১০। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গী ১৮।৬৬

সন্ধি :—মামেকং শরণং ব্রজ—মাম্+একম্+শরণম্+ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি=অহম্+ত্বাম্+সর্বপাপেভ্যঃ+মোক্ষয়িষ্যামি।

অন্বয় : সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য একম্ মাম্ শরণম্ ব্রজ। মা শুচঃ, অহম্ ত্বাম্ সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি।

শব্দার্থ :—সর্বধর্মান্ (সর্বধর্ম) পরিত্যজ্য (ত্যাগ করিয়া) একম্ (একমাত্র) মাম্ শরণম্ ব্রজ (আমার শরণ লও)। মা শুচঃ (শোক করিও না) অহম্ (আমি) ত্বাম্ (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব)।

ব্যাকরণ :—সর্বধর্মান্=সর্বে ধর্মাঃ, কর্মধা, তান্, কর্মণি ২য়া। পরিত্যজ্য=পরি-ত্যজ্+ল্যপ্। ব্রজ=ব্রজ্+লোট্ হি। শুচঃ শুচ্+লঙ্ স; 'মা' শব্দ যোগে লুঙ্ বিভক্তি প্রয়োগে এবং 'অ' লোপ। সর্বপাপেভ্যঃ=সর্বানি পাপানি, কর্মধা, তেভ্যঃ, ৫মী বহুব। মোক্ষয়িষ্যামি=মুচ্+সন্+ণিচ্, মোক্ষ্ (মুক্ত হওয়া)+ণিচ+লৃট্ স্যামি।

বঙ্গার্থ :—সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও। শোক করিও না, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভূতি-উপাসনাযোগ

ভগবানের আশ্রয় লওয়া ও তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য বুঝিলেও শতসহস্র জন্মের সংস্কারবশতঃ মন এই বাহ্য জগতের রূপরসাদির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়; উহাকে অন্তর্মুখীন করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা বাল্যকাল হইতে কোনও দেবমূর্তিতে ঈশ্বরভাবনা অভ্যাস করেন না, তাহাদের পক্ষে প্রথম

উপাসনা আরম্ভ করাও খুবই কষ্টসাধ্য হয়। মনকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যাইবার পক্ষে **'বিভূতি-উপাসনা' একটি চমৎকার উপায়।**

এই জগতের কোন কোনও বস্তুতে বিশেষ মহত্ত্বের বা অসাধারণ সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখিয়া আমরা খুব আকৃষ্ট, মোহিত এবং আনন্দিত হই। পর্বত সাগর, বিস্তৃত প্রান্তর অথবা সজ্জিত কানন, মধুর সঙ্গীত সুন্দর মানুষ ইত্যাদি বস্তুতে অসীম মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের আকর অব্যক্ত ভগবানের কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি হয় জানিয়া ঐ সব বস্তুতে তাঁহার উপাসনা অভ্যাস করিলে, ধীরে ধীরে মনে এই জগতের অন্তর্নিহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে এখনও যে এত গাছ পাথরের পূজা প্রচলিত আছে, তাহা এই বিভূতিযোগেরই ধ্বংসাবশেষ।

শ্রীভগবানুবাচ—

১। অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ গী ১০।৮

সন্ধিঃ—অহং সর্বস্য = অহম্ + সর্বস্য। প্রভবো মত্তঃ = প্রভবঃ + মত্তঃ। বুধা ভাবসমন্বিতাঃ = বুধাঃ + ভাবসমন্বিতাঃ।

অন্বয় :—শ্রীভগবান্ উবাচ—অহম্ সর্বস্য প্রভবঃ, মত্তঃ সর্বম্ প্রবর্ততে, ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ মাম্ ভজন্তে।

শব্দার্থ :—শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন), অহম্ (আমি) সর্বস্য (সকলের) প্রভবঃ (উৎপত্তিস্থল), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্বম্ (সব) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হইতেছে), ইতি (ইহা) মত্বা (ভাবিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতির সহিত) মাম্ (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে)।

ব্যাকরণ :—প্রভবঃ — প্র-ভূ + অপাদানে অল্। মত্তঃ — অস্মদ্ + পঞ্চম্যর্থে তসিল্। মত্বা = মন্ + ক্ত্বাচ্। বুধাঃ = বি, বুধ্ + কর্তৃবাচ্যে ক ; ১মা বহুব।

ভাবসমন্বিতাঃ=বিণ, ভাবেন সমন্বিতাঃ, ৩য়া তৎ ; ১মা বহুব। সমন্বিতাঃ=সম্-অনু-ই+ক্ত ; ১মা বহুব। ভজন্তে=ভজ্+লট্ অন্তে।

বঙ্গার্থ :—শ্রীভগবান বলিলেন—আমি সকলের উৎপত্তিস্থল, আমা হইতেই সব প্রবর্তিত হইতেছে, ইহা ভাবিয়া জ্ঞানিগণ প্রীতির সহিত আমার ভজন করেন।

টিপ্পনী :—**ভাব**—প্রীতি ; তাহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

(১) **শান্ত**—ভগবানকে নিজের আত্মারূপে ভাবনা করা, যেমন সন্ন্যাসীরা করেন।

(২) **দাস্য**—"তুমি প্রভু, আমি দাস"—যেমন হনুমানের ভাব।

(৩) **বাৎসল্য**—সন্তানভাব—যেমন কৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার।

(৪) **সখ্য**—সখা মনে করা—যেমন কৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ভাব।

(৫) **মধুর**—স্বামীভাব—যেমন ব্রজগোপীদের কৃষ্ণের প্রতি।

ইহার কোনও একটি ভাব পাকা করিয়া লইয়া উপাসনা করিলে সত্বর ভক্তি হয়।

২। আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ গী ১০।২১

সন্ধি :—আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্=আদিত্যানাম্+অহম্+বিষ্ণুঃ+জ্যোতিষাম্+রবিঃ+অংশুমান্। মরীচির্মরুতামস্মি=মরীচিঃ+মরুতাম্+অস্মি। নক্ষত্রাণামহং শশী=নক্ষত্রাণাম্+অহম্+শশী।

অন্বয় :—অহম্ আদিত্যানাম্ বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাম্ মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাম্ শশী অস্মি।

শব্দার্থ :—অহম্ (আমি) আদিত্যানাম্ (আদিত্যদের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু), জ্যোতিষাম্ (জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহের মধ্যে) অংশুমান্ (কিরণশালী) রবিঃ (সূর্য), মরুতাম্ (মরুদ্-গণের মধ্যে) মরীচি বায়ু), নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) শশী (চন্দ্র) অস্মি (হই)।

ব্যাকরণ ঃ—আদিত্যানাম্ = বিণ, অদিতি + ষ্ণ্য, ৬ষ্ঠী বহুব। বিষ্ণু = বিষ্ (ব্যাপ্ত করা) + কর্তৃবাচ্যে ক্নু; ১মা ১ব। অংশুমান্ = বিণ, অংশবঃ (কিরণঃ) অস্মিন্ সন্তি ইতি অংশু + মতুপ্; ১মা ১ব। মরুতাম্ = মৃ + উৎ, যাহার প্রভাবে বা অভাবে মরিতে হয়; ৬ষ্ঠী বহুব। শশী = শশ + অস্ত্যর্থে ইন্। অস্মি = অস + লট্ মি।

বঙ্গার্থ ঃ—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি নামক বায়ু এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র।

টিপ্পনী ঃ—এই সকল বস্তুতে আমার বিশেষ প্রকাশ জানিয়া, এই বস্তুসমূহে আমার ভাবনা কর।

৩। বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ গী ১০।২২

সন্ধি ঃ—বেদানাং সামবেদোঽস্মি = বেদানাম্ + সামবেদঃ + অস্মি। দেবানামস্মি = দেবানাম্ + অস্মি। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি = ইন্দ্রিয়াণাম্ + মনঃ + চ + অস্মি। ভূতানামস্মি = ভূতানাম্ + অস্মি।

অন্বয় ঃ—(অহম্) বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি, দেবানাম্ বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাম্ মনঃ অস্মি, চ ভূতানাম্ চেতনা অস্মি।

শব্দার্থ ঃ—(অহং) বেদানাম্ (আমি বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ (সামবেদ) অস্মি (হই), দেবানাম্ (দেবতাগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই), ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ (মন) অস্মি (হই) চ (এবং) ভূতানাম্ (ভূতগণের মধ্যে) চেতনা (চেতনা) অস্মি (হই)

ব্যাকরণ ঃ—বেদানাম্ = বিদ্ + কর্মবাচ্যে ঘঞ্; ৬ষ্ঠী বহুব। সামবেদঃ = সাম নাম বেদঃ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। চেতনা = চিত্ + অন, স্ত্রিয়াম্ আপ্।

বঙ্গার্থ ঃ—আমি চারি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চেতনা।৩

টিপ্পনী :—সামবেদ—সামবেদ সঙ্গীতময় বলিয়া সর্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর।

মন—মনের সাহায্য ছাড়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় কোনও কাজই করিতে পারে না।

চেতনা=জীবের যে 'হুঁশ' বা জানিবার শক্তি—তাহাই চেতনা।

৪। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ গী ১০।২৫

সন্ধি :—মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্=মহর্ষীণাম্+ভৃগুঃ+অহম্+গিরাম্+অস্মি+একম্+অক্ষরম্। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি=যজ্ঞানাম্+জপযজ্ঞঃ+অস্মি। স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ=স্থাবরাণাম্+হিমালয়ঃ।

অন্বয় :—অহম্ মহর্ষীণাম্ ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অস্মি, (অহম্) যজ্ঞানাম্ জপযজ্ঞঃ, স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ অস্মি।

শব্দার্থ :—অহম্ (আমি) মহর্ষীণাম্ (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু); গিরাম্ (বাক্যসমূহের মধ্যে একম্ (এক) অক্ষরম্ (অক্ষর—ওঁ) অস্মি (হই), যজ্ঞানাম্ (যজ্ঞ-সমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ (জপযজ্ঞ) স্থাবরাণাম্ (স্থির পদার্থ সমূহের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয় পর্বত) অস্মি (হই)।

ব্যাকরণ :—মহর্ষীণাম্=বি; মহান্তঃ ঋষয়ঃ, কর্মধা, তেষাম্, নির্ধারণে ৬ষ্ঠী। গিরাম্=গৄ+ক্বিপ্, ৬ষ্ঠী বহুব। যজ্ঞানাম্=যজ্+ভাববাচ্যে ন, ৬ষ্ঠী বহুব। জপযজ্ঞঃ = জপঃ এব যজ্ঞঃ, কর্মধা, ১মা ১ব। স্থাবরাণাম্=স্থা+বরচ্, ৬ষ্ঠী বহুব।

বঙ্গার্থ :—আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে এক অক্ষর ওঁ, যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থির পদার্থনিচয়ের মধ্যে হিমালয় পর্বত। ৪

টিপ্পনী :—সৃষ্টির আদিতে পূর্ণজ্ঞানী সাতজন ঋষি জন্মগ্রহণ করেন, ভৃগু তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ওঁ—এই এক অক্ষর পরব্রহ্মের নাম।

৫। যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ গী ১৫।১২

সন্ধিঃ—যদাদিত্যগতং তেজঃ=যৎআদিত্যগতম্+তেজঃ। জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্=জগৎ+ভাসয়তে+অখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি=যৎ—চন্দ্রমসি। যচ্চাগ্নৌ=যৎ+চ+অগ্নৌ। তত্তেজো বিদ্ধি=তৎ+তেজঃ+বিদ্ধি।

অন্বয় ঃ—আদিত্যগতম্ যৎ তেজঃ অখিলম্ জগৎ ভাসয়তে, যৎ চন্দ্রমসি চ যৎ অগ্নৌ, তেজঃ মামকম্ বিদ্ধি।

শব্দার্থ ঃ—আদিত্যগতম্ (সূর্যস্থ) যৎ তেজঃ (যে তেজ) অখিলম্ (সমুদয়) জগৎ (জগৎ) ভাসয়তে (উদ্ভাসিত করে), যৎ (যে তেজ) চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) চ (এবং) যৎ (যে তেজ) অগ্নৌ (অগ্নিতে), তৎ (সেই) তেজঃ (তেজ) মামকম্ (আমার) বিদ্ধি (জানিবে)।

ব্যাকরণ ঃ—আদিত্যগতম্=বিণ, আদিত্যম্ গতম্, ২য়া তৎ; ১মা ১ব। তেজঃ=তিজ্+অস্; ১মা ১ব। অখিলম্=বিণ, ন খিলম্, নঞ্ তৎ; ২য়া ১ব। জগৎ=গম্+ক্বিপ্, ২য়া ১ব; কর্মণি ২য়া। ভাসয়তে=ভাস্+ণিচ্+লট্ তে। বিদ্ধি=বিদ্+লোট্ হি।

বঙ্গার্থ ঃ—সূর্যস্থ যে তেজ সমুদয় জগৎ উদ্ভাসিত করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ, তাহা আমা হইতে উৎপন্ন জানিবে। ৫

৬। গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ গী ১৫।১৩

সন্ধি ঃ—গামাবিশ্য=গাম্+আবিশ্য। ধারয়াম্যহমোজসা=ধারয়ামি+অহম্+ওজসা। চৌষধীঃ=চ+ওষধীঃ সোমো ভূত্বা=সোমঃ+ভূত্বা।

অন্বয় ঃ—অহম্ গাম্ আবিশ্য ওজসা ভূতানি ধারয়ামি চ রসাত্মকঃ সোমঃ ভূত্বা সর্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি।

শব্দার্থ :—অহম্ (আমি) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) ওজসা (বলপ্রভাবে) ভূতানি (ভূতগণকে) ধারয়ামি (ধারণ করিয়া রহিয়াছি) ; চ (এবং) রসাত্মক (রসস্বরূপ) সোমঃ (সোম) ভূত্বা (হইয়া) সর্বাঃ (সমস্ত) ওষধীঃ (ধান্যাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পোষণ করি) ।

ব্যাকরণ :—গাম্=গো শব্দের ২য়া ১ব ; কর্মণি ২য়া। আবিশ্য=অ-বিশ্ +ল্যপ্। ওজসা=বি, ওজ্ (বল হওয়া) + অস, করণে ৩য়া। ধারয়ামি =ধৃ+ণিচ্+লট্ মি। রসাত্মকঃ=বিণ, রসঃ আত্মা (স্বভাবঃ) যস্য অসৌ, বহুব্রী ১মা ১ব। সোম=সু+ম ; ১বা ১ব। ভূত্বা=ভূ+ক্তাচ্। ওষধীঃ =ওষ-ধা +কি ; ২য়া বহুব। পুষ্ণামি=পুষ্+লট্ মি।

বঙ্গার্থ :—আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বলপ্রভাবে ভূতগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি এবং রসস্বরূপ সোম হইয়া ধান্যাদি ওষধিগণকে পোষণ করি। ৬

টিপ্পনী :—**সোম**—যে শক্তিদ্বারা ধান্য প্রভৃতি ও ওষধিতে জীবদেহ পোষণের উপাদান উৎপন্ন হয়, তাহা চন্দ্র হইতে আসে বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা ছিল।

৭। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ গী ১৫।১৪

সন্ধি :—অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা=অহম্+বৈশ্বানরঃ+ভূত্বা। প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ=প্রাণিনাম্+দেহম্+আশ্রিতঃ। পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্=পচামি+ অন্নম্+চতুর্বিধম্।

অন্বয়ঃ—অহম্ বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাম্ দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ চতুর্বিধম্ অন্নম্ পচামি।

শব্দার্থ :—অহম্ (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া), প্রাণিনাম্ (প্রাণীদের) দেহম্ আশ্রিতঃ (দেহ আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান যুক্ত হইয়া) চতুর্বিধম্ (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—চারি প্রকার) অন্নম্ (খাদ্য) পচামি (জীর্ণ করি)।

ব্যাকরণ ঃ—বৈশ্বানরঃ=বিশ্বানর+ষ্ণ ; ১মা ১ব। আশ্রিতঃ= বিণ, আ-শ্রি+ক্ত, ১মা ১ব। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ=প্রাণশ্চ অপানশ্চ প্রাণাপানৌ, দ্বন্দ্ব, তাভ্যাম্ সমাযুক্তঃ, ৩য়া তৎ, ১মা ১ব। সমাযুক্তঃ=সম্-আ-যুজ্+ক্ত। চতুর্বিধম্=বিণ, চতস্রঃ বিধাঃ (প্রকারাঃ) যস্য তৎ ; ২য়া ১ব। অন্নম্—অদ্+কর্মণি ক্ত। পচামি=পচ্+লট মি।

বঙ্গার্থ ঃ—আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণীদের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপানযুক্ত হইয়া (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই) চারি প্রকার খাদ্য জীর্ণ করি। ৭

টিপ্পনী ঃ—**প্রাণ**—যে শক্তি ফুসফুসকে চাপ দিয়া বায়ু বাহির করিয়া দেয়। **অপান**—যে শক্তি ফুসফুসকে বিস্তারিত করিয়া বায়ু ভিতরের দিকে টানিয়া লয়।

৮। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ গী ১০।৪০

সন্ধি ঃ—নান্তোঽস্তি=ন+অন্তঃ+অস্তি। এষ তূদ্দেশতঃ=এষঃ+তু+উদ্দেশতঃ। প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া=প্রোক্তঃ+বিভূতেঃ+বিস্তরঃ+ময়া।

অন্বয় ঃ—(হে) পরন্তপ, মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি। (মম) বিভূতেঃ এষঃ তু বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ।

শব্দার্থ ঃ—পরন্তপ (হে পরন্তপ), মম (আমার) দিব্যানাম্ (দৈব) বিভূতীনাম্ (বিভূতি সমূহের) অন্তঃ (অন্ত) ন অস্তি (নাই) : [মম] বিভূতেঃ (আমার বিভূতির) এষঃ তু (এই বিস্তরঃ (বিবরণ, Details) ময়া (আমা কর্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল)।

ব্যাকরণ ঃ—পরন্তপ=বি, সম্বো, ১ব ; পরান্ (শত্রূন্) তাপয়তি ইতি উপপদ তৎ, পর-তপ্+ণিচ্। দিব্যানাম্=দিব্ (শব্দ)+তদ্ধিতার্থে যৎ ; ৬ষ্ঠী বহুব। বিভূতীনাম্=বি-ভূ+ক্তি ; ৬ষ্ঠী বহুব। বিস্তরঃ=বি-স্তৃ+

অপ্। উদ্দেশতঃ=উদ্দেশ+তসিল্। উদ্দেশঃ=উৎ-দিশ্+ঘঞ্। প্রোক্তঃ=প্র-বচ্+ক্ত; ১মা, ১ব।

বঙ্গার্থ :—হে পরন্তপ, আমার দৈব বিভূতি সমূহের অন্ত নাই। আমার বিভূতির এই বিবরণ অতি সংক্ষেপে উক্ত হইল। ৮

টিপ্পনী :—প্রকৃতির সর্বত্র নানা ভাবে ক্রীড়া-রসিক অব্যক্ত চৈতন্য আপনাকে বিশেষ বিশেষ সুষমা ও মহত্ত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্ত ভাবুকের প্রাণে তাঁহার সাড়া অনুভূত হয়। কিন্তু অভক্তের নিকট তাহা ধরা পড়ে না। তবে ভক্তিলাভের জন্য এই বিভূতিযোগ অভ্যাস করিলে, **এই চঞ্চল জগতেও সেই চির-সুন্দরের সন্ধান মিলে।**

৯। যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ গী ১০।৪১

সন্ধি :—যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ=যৎ+যৎ+বিভূতিমৎ। শ্রীমদূর্জিতমেব=শ্রীমৎ+ঊর্জিতম্+এব। তত্তদেবাবগচ্ছ=তৎ+তৎ+এব+অবগচ্ছ। তেজোঽংশসম্ভবম্=তেজঃ+অংশসম্ভবম্।

অন্বয় :—যৎ যৎ এব সত্ত্বম্ বিভূতিমৎ শ্রীমৎ বা ঊর্জিতম্, তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ত্বম্ অবগচ্ছ।

শব্দার্থ :—যৎ যৎ এব (যে যে) সত্ত্বম্ (বস্তু) বিভূতিমৎ (অসাধারণ শক্তিযুক্ত) শ্রীমৎ (খুব সুন্দর) বা (অথবা) ঊর্জিতম্ (বর্ধিতগুণ), তৎ তৎ এব (সেই সেই বস্তু) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবম্ (তেজের অংশ হইতে সম্ভূত) ত্বম্ (তুমি) অবগচ্ছ (অবগত হও)।

ব্যাকরণ :—বিভূতিমৎ=বিণ, বিভূতিঃ অস্মিন্ অস্তি ইতি বিভূতি+মতুপ্; ১মা ১ব। শ্রীমৎ=শ্রীঃ অস্মিন্ অস্তি ইতি শ্রী+মতুপ্; ১মা ১ব। ঊর্জিতম্=বিণ, ঊর্জ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত, ১মা ১ব। সত্ত্বম্=বি, সৎ+ত্ব; ১মা ১ব; কর্তরি ১মা। তেজোঽংশসম্ভবম্=বিণ, তেজসঃ অংশঃ ৬ষ্ঠি তৎ; তস্মাৎ সম্ভবম্, ৫মী তৎ অবগচ্ছ=অব-গম্+লোট্ হি।

বঙ্গার্থ ঃ—যাহাতে যাহাতে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ, যাহা খুব সুন্দর, অথবা যাহাতে কোনও গুণ বা রূপ উপ্‌চে পড়ছে মনে হয়, সেই সেই বস্তু আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত, ইহা অবগত হও। ৯

১০। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০।৪২ গী

সন্ধি ঃ—বহুনৈতেন = বহুনা + এতেন। তবার্জুন = তব + অর্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন = বিষ্টভ্য + অহম্ + ইদম্ + কৃৎস্নম্ + একাংশেন। স্থিতো জগৎ = স্থিতঃ + জগৎ।

অন্বয় ঃ—অথবা (হে) অর্জুন, এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্? অহম্ একাংশেন ইদম্ কৃৎস্নম্ জগৎ বিষ্টভ্য স্থিতঃ।

শব্দার্থ ঃ— অথবা (অথবা) অর্জুন (হে অর্জুন), এতেন (এত) বহুনা (বহুরূপে) জ্ঞাতেন (জানিয়া) তব কিম্ (তোমার কি হইবে)? অহম্ (আমি) একাংশেন (এক অংশের দ্বারা) ইদম্ (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) (জগৎ) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (রহিয়াছি) ॥

ব্যাকরণ ঃ—জ্ঞাতেন = বি, প্রয়োজনার্থক কিম্ শব্দ যোগে ৩য়া। বিষ্টভ্য = বি-স্তন্‌ভ্ (দৃঢ়ভাবে ধারণ করা) + ল্যপ্।

বঙ্গার্থ ঃ—অথবা অর্জুন, এই বহু প্রকার (বিভূতির কথা) জানিয়া তোমার কি হইবে? (এক কথায় জানিয়া রাখ) আমি আমার এক অংশের দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। ১০

সপ্তম অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

শরীর ও মনরূপ যন্ত্র সহায়েই জ্ঞান, ভক্তি, শান্তি ও মুক্তি লাভ করিতে হইবে। এই যন্ত্র দুইটিকে মাজিয়া ঘসিয়া জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী না করিলে, জ্ঞান লাভের চেষ্টা বৃথা শ্রম মাত্র। গানের আসরে যখন বাদক দীর্ঘকাল ধরিয়া যন্ত্র সাজাইতে থাকেন, তখন অজ্ঞেরা ভারী বিরক্ত হয়; কিন্তু সঙ্গীতরসজ্ঞ জানেন, কোনও যন্ত্রের কোথাও একটু বেসুরা থাকিলে সমস্ত সঙ্গীত বিড়ম্বিত হয়। তাই তিনি, অন্যের কথায় মন না দিয়া, যতক্ষণ সঙ্গত ঠিক না হয়, ততক্ষণ নিজ কার্য হইতে বিরত হন না। ধর্মজগতে বাঁধাসুর হারমোনিয়ামের চল একেবারে নাই, অর্থাৎ জন্ম থেকে কোন মানুষের শরীর ও মন জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী থাকে না। **কঠোর পরিশ্রম করিয়া দেহমন হইতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দূর না করিলে,** জগতে এ-পর্যন্ত কাহারও জ্ঞান প্রকাশ হইতে দেখা যায় নাই।

মানবশরীর যে সকল উপাদানে নির্মিত এবং যে সব সংস্কার তাহাতে আছে, তাহা সাধারণতঃ ঠিক পশুরই ন্যায়। সেইসব পশুভাব জগতের অনেক প্রয়োজন সাধনও করিয়া থাকে; সেইজন্য কখন কখন জিজ্ঞাসুর মনেও কোন কোন ভাব রাখা বা ছাড়া সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু স্থায়ী সুখ ও শান্তি লাভের ইচ্ছা যাহার মনে জাগরিত হইয়াছে, **তাহাকে সর্ববিধ পশুভাব হইতে মুক্ত হইতেই হইবে।**

ঐ সব ভাবকে চিনিতে পারা সহজ নহে। আর ভালভাবে চিনিতে না পারিলে, ঐগুলিকে দূর করা একান্ত অসম্ভব। ঐগুলির অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে অতি সহজেই জ্ঞানলাভ হয়। কারণ, **আত্মাতে পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে,**

প্রতিবন্ধক হেতু তাহা প্রকাশিত হয় না; **প্রতিবন্ধক দূর হওয়া মাত্র তাহা আপনা আপনিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।**

অতএব নিজের স্বভাব হইতে সমুদয় আসুরিক ভাবরূপ মলিনতা দূর করিবার জন্য, **দৈব এবং আসুরিক এই উভয়বিধ ভাবকেই বিভাগ করা বা জানিয়া লওয়া একটি বিশেষ সাধনা** এবং ভগবান লাভের উপায়।

শ্রীভগবানুবাচ—

১। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ গী ১৬।১

২। অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ১৬।২

৩। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ গী ১৬।৩

সন্ধিঃ—সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ+জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ=দানম্+দমঃ+চ। যজ্ঞশ্চ=যজ্ঞঃ+চ। স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্=স্বাধ্যায়ঃ+তপঃ+আর্জবম্। সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ=সত্যম্+অক্রোধঃ+ত্যাগঃ। শান্তিরপৈশুনম্=শান্তিঃ+অপৈশুনম্। ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্=ভূতেষু+অলোলুপ্ত্বম্+মার্দবম্+হ্রীঃ+অচাপলম্। শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা=শৌচম্+অদ্রোহঃ+নাতিমানিতা। সম্পদং দৈবীমভি=সম্পদম্+দৈবীম্+অভি।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) ভারত, অভয়ম্ সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানম্ চ দমঃ, চ যজ্ঞঃ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জবম্, অহিংসা, সত্যম্ অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনম্ ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বম্ মার্দবম্ হ্রীঃ,

অচাপলম্, তেজঃ ; ধৃতি, শৌচম্, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা দৈবীম্ সম্পদম্ অভি জাতস্য ভবন্তি।

শব্দার্থ:—শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন) ভারত (হে ভারত), অভয়ম্ (অভয়), সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি), জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের চেষ্টা), দানম্ (দান) চ (এবং) দমঃ (ইন্দ্রিয় দমন) চ যজ্ঞঃ (এবং যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (জ্ঞানোৎপাদক গ্রন্থপাঠ), তপঃ (কায়ক্লেশরূপ তপস্যা), আর্জবম্ (সরল ব্যবহার) ; ১

অহিংসা (পরের অনিষ্ট করিতে অনিচ্ছা), সত্যম্ (সত্যনিষ্ঠা), অক্রোধঃ (ক্রোধজয়), ত্যাগঃ (ত্যাগ), শান্তিঃ (মনের শান্তভাব), অপৈশুনম্ (অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা), ভূতেষু দয়া (জীবে দয়া), অলোলুপ্ত্বম্ (লোভের অভাব), মার্দবম্ (মধুর ব্যবহার) হ্রীঃ (অন্যায় কার্যে লজ্জা), অচাপলম্ (চপলতা না করা) ; ২

তেজঃ (সৎকার্যে পৌরুষ), ক্ষমা (ক্ষমা), ধৃতিঃ (ধারণাশক্তি), শৌচম্ (শৌচ), অদ্রোহঃ (কাহাকেও নাশ করিতে অনিচ্ছা), নাতিমানিতা (নিরভিমানিতা), [এই গুণগুলি] দৈবীম্ সম্পদম্ অভি জাতস্য (দেবভাব নিয়া জাত পুরুষের) ভবন্তি (হয়)। ৩

ব্যাকরণ :—অভয়ম্=ন ভয়ম্, নঞ্ তৎ ; ১মা ১ব। ভয়ম্=ভী+ভাবে অল্। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ=সত্ত্বস্য সংশুদ্ধিঃ, ৬ষ্ঠী তৎ ; ১মা ১ব। সংশুদ্ধিঃ=সম্-শুধ্+ক্তি। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ=জ্ঞানম্ যোগঃ, কর্মধা তস্মিন্ ব্যবস্থিতিঃ সপ্তমী তৎ ; ১মা ১ব। ব্যবস্থিতিঃ=বি-অব-স্থা+ক্তি। দানম্=দা+অনট্। দমঃ=দম্+অল্। স্বাধ্যায়ঃ=স্ব-অধি-ইঙ্+ঘঞ্। আর্জবম্=ঋজোঃ ভাবঃ ইতি ঋজু+ষ্ণ। অহিংসা=ন হিংসা, নঞ্ তৎ। হিংসা=হিন্স+অ, স্ত্রিয়াম্ আপ্। সত্যম্=সতোঃ ভাবঃ ইতি সৎ+ষ্ণ্য। অক্রোধঃ=ন ক্রোধঃ, নঞ্ তৎ। ক্রোধঃ=ক্রুধ্+অল্ ভাবে। ত্যাগঃ=ত্যজ্+ঘঞ্। শান্তিঃ=শম্+ভাবে ক্তি। অপৈশুনম্=ন পৈশুনম্, নঞ্ তৎ। পৈশুনম্=পিশুন+ষ্ণ। দয়া=দয়্+অ। অলোলুপ্ত্বম্=ন লোলুপ্,ত্বম্ নঞ্ তৎ। লোলুপ্ত্বম্=(অলোপঃ ছান্দসঃ) লুপ্+যঙ্+লুক্+কর্তৃবাচ্যে অচ্ ; লোলুপ+ভাবার্থে ত্ব। মার্দবম্=মৃদোঃ ভাবঃ ইতি মৃদু+ষ্ণ। অচাপলম্=ন চাপলম্, ন্ঞ্ তৎ। চাপলম্=চপল+ষ্ণ। ক্ষমা=ক্ষম্+আ। শৌচম্=শুচি+ভাবার্থে

ষ। অদ্রোহঃ=ন দ্রোহঃ; নঞ্ তৎ। দ্রোহঃ=দ্রুহ্+ভাবে অল্। নাতি-মানিতা=ন অতিমানিতা, ন ঞ্ তৎ। দৈবীম্=বিণ, 'সম্পদম্' পদের বিশেষণ। সম্পদম্=বি, সম্-পদ্+ক্বিপ্; 'অভি' শব্দযোগে ২য়া। জাতস্য=জন্+ক্ত, তস্য; সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

বঙ্গার্থ:=শ্রীভগবান বলিলেন, হে ভারত, অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মবিষয়ক জ্ঞান লাভের চেষ্টা, দান, ইন্দ্রিয়দমন, ভগবানের পূজার জন্য যজ্ঞাদি করা, জ্ঞানোৎপাদক গ্রন্থপাঠ (**জ্ঞানের জন্য, পাণ্ডিত্যের জন্য নহে**) শরীর মন শোধনের জন্য শাস্ত্রবিহিত উপবাসাদি কায়-ক্লেশরূপ তপস্যা, সরল ব্যবহার, পরের অনিষ্ট করিতে অনিচ্ছা, সত্যনিষ্ঠা, ক্রোধজয়, ত্যাগ, মনের শান্তভাব, অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা, জীবে দয়া, লোভের অভাব, মধুর ব্যবহার, অন্যায় কার্যে লজ্জা, চপলতা না করা, সৎকার্যে পৌরুষ, ক্ষমা, ধারণাশক্তি, শৌচ, কাহাকেও নাশ করিতে অনিচ্ছা, নিরভিমানিতা, এই গুণগুলি যাহারা দেবভাব নিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের থাকে। ১।২।৩

৪। দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ গী ১৬।৪

সন্ধি :—দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ=দম্ভঃ+দর্পঃ+অভিমানঃ+চ। পারুষ্যমেব=পারুষ্যম্+এব। অজ্ঞানং চাভি=অজ্ঞানম্+চ+অভি। সম্পদমাসুরীম্=সম্পদম্+আসুরীম্।

অন্বয় :—(হে) পার্থ, আসুরীম্ সম্পদম্ অভি জাতস্য দম্ভঃ, দর্পঃ, চ অভিমানঃ, চ ক্রোধঃ, পারুষ্যম্, এব চ অজ্ঞানম্ (ভবন্তি)।

শব্দার্থ :— পার্থ (হে পার্থ), আসুরীম্ সম্পদম্ অভিজাতস্য (আসুরিক ভাব নিয়া জাত ব্যক্তির) দম্ভ, (দম্ভ), দর্পঃ (দর্প), চ অভিমানঃ (এবং অভিমান), চ ক্রোধঃ (এবং ক্রোধ), পারুষ্যম্ (কর্কশ ব্যবহার) এব চ (এবং) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান), [এই দোষগুলি] ভবন্তি (থাকে)।

ব্যাকরণ :—দম্ভঃ=দন্‌ভ্‌+ঘঞ্‌। দর্পঃ=দৃপ্‌+অল্‌। পারুষ্য=পরুষ+ভাবার্থে ষ্ণ্য। আসুরীম্‌=অসুর+ষ্ণ ; (স্ত্রিয়াম্‌) ঈপ্‌, ২য়া ১ব।

বঙ্গার্থ :—হে পার্থ, যাহারা আসুরিক ভাব নিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহ'দের দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশ ব্যবহার ও অজ্ঞান, এই দোষগুলি থাকে।৪

টিপ্পনী :—**দম্ভো**—ধর্মধ্বজিগণের ধার্মিক নাম কিনিবার জন্য ভণ্ডামি।

দর্প—বিদ্যা, কুল, ধনাদির গর্ব।

অভিমান—নিজকে সকলের মান্য মনে করা।

৫। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ গী ১৬।৭

সন্ধি :—প্রবৃত্তিঞ্চ=প্রবৃত্তিম্‌+চ। নিবৃত্তিঞ্চ=নিবৃত্তিম+চ। জনা ন=জনাঃ+ন। বিদুরাসুরাঃ=বিদুঃ+আসুরাঃ। চাচারো ন=চ+আচারঃ+ন।

অন্বয় :—আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিম্‌ চ নিবৃত্তিম্‌ চ ন বিদুঃ ; তেষু ন শৌচম্‌ ন অপি আচারঃ চ ন সত্যম্‌ বিদ্যতে।

শব্দার্থ :—আসুরাঃ (আসুরিক) জনাঃ (ব্যক্তিরা) প্রবৃত্তিম্‌ (প্রবৃত্তি) চ (এবং) নিবৃত্তিম্‌ (নিবৃত্তি) চ (ও) ন বিদুঃ (জানে না) ; তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচম্‌ শৌচ নাই), ন অপি আচারঃ (সদাচার নাই) চ (এবং) ন সত্যম্‌ বিদ্যতে (সত্য থাকে না)।

ব্যাকরণ :—প্রবৃত্তিম্‌=বি, প্র-বৃত্‌+ক্তি ; ২য়া ১ব। বিদু=বিদ্‌+লট্‌ অন্তি। আচারঃ=আ চর্‌+ঘঞ্‌। বিদ্যতে=বিদ্‌+লট্‌ তে।

বঙ্গার্থ—আসুরিক ব্যক্তিরা কোন্‌ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কোন্‌ কাজ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, তাহা জানে না। শৌচ, সদাচার, সত্য তাহাদের মধ্যে থাকে না।

৬। চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ গী ১৬।১১

সন্ধি ঃ—চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ = চিন্তাম্ + অপরিমেয়াম্ + চ। প্রলয়ান্তা-মুপাশ্রিতাঃ = প্রলয়ান্তাম্ + উপাশ্রিতাঃ। কামোপভোগপরমা এতাবদিতি = কামোপভোগপরমাঃ + এতাবৎ + ইতি।

অন্বয় ঃ—(তে) প্রলয়ান্তাম্ অপরিমেয়াম্ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ, কামোপ-ভোগপরমাঃ 'এতাবৎ' ইতি নিশ্চিতাঃ।

শব্দার্থ ঃ—[তে] প্রলয়ান্তাম্ (তাহার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী) অপরিমেয়াম্ (অন্তহীন) চিন্তাম্ (সাংসারিক চিন্তা) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া থাকে), কামোপভোগপরমাঃ (তাহারা কামনার তৃপ্তিই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে) এতাবৎ (এইটুকুই) ইতি নিশ্চিতাঃ (এইরূপ নিশ্চয় ধারণাযুক্ত)।

ব্যাকরণ ঃ—প্রলয়ান্তাম্ = বিণ, প্রলয়ে অন্তঃ যস্যাঃ, বহুব্রী, তাম্; ২য়া ১ব। প্রলয়ঃ = প্রলীয়তে অস্মিন্ ইতি প্র-লী + অল্। অপরিমেয়াম্ = বিণ, ন পরিমেয়া, নঞ্ তৎ, তাম্। পরিমেয় = পরি-মা + যৎ। চিন্তাম্ = কর্মণি ২য়া। কামোপভোগপরমাঃ = কামানাম্ উপভোগঃ কামোপভোগঃ, ৬ষ্ঠীতৎ; সঃ পরমঃ যেষাম্, বহুব্রী, তে। এতাবৎ = এতদ্ + পরিমাণার্থে বতুপ্। নিশ্চিতাঃ = নির্ + চি + ক্ত, ১মা বহুব।

বঙ্গার্থ ঃ—তাহারা মৃত্যুসময় পর্যন্ত অন্তহীন সাংসারিক চিন্তায় রত থাকে, কামনার তৃপ্তিই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের নিশ্চয় ধারণা মানবজীবনের উদ্দেশ্য এইটুকুই। ৬

৭। ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ গী ১৬।১৩

সন্ধি ঃ—ইদমদ্য = ইদম্ + অদ্য। লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে = লব্ধম্ + ইমম্ + প্রাপ্স্যে। ইদমস্তীদমপি = ইদম্ + অস্তি + ইদম্ + অপি। পুনর্ধনম্ = পুনঃ + ধনম্।

অন্বয় :—অদ্য ময়া ইদম্ লব্ধম্, ইমম্ মনোরথম্ প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ ইদম্ অপি ধনম্ মে ভবিষ্যতি।

শব্দার্থ :— অদ্য (আজ) ময়া ইদম্ লব্ধম্ (এই বস্তু পাইলাম), ইমম্ মনোরথম্ প্রাপ্স্যে (অমুক অভিলাষ পূর্ণ হইবে), ইদম্ অস্তি (অমুক বস্তু আমার আছে) পুনঃ (আর) ইদম্ অপি ধনম্ (এই ধনও) মে ভবিষ্যতি (আমার হইবে)।

ব্যাকরণ :—লব্ধম্ = বিণ, লভ্ + ক্ত ; ১মা ১ব। মনোরথম্ = মনঃ রথঃ ইব, উপমিত কর্মধা ; কর্মণি ২য়া। প্রাপ্স্যে = প্র-আপ্ + লৃট্ স্যে। ভবিষ্যতি = ভূ + লৃট্ স্যতি।

বঙ্গার্থ :—আজ এই বস্তু পাইলাম, অমুক অভিলাষ [শীঘ্র] পূর্ণ হইবে, অমুক বস্তু আমার আছে এবং অমুক বস্তুটাও আমার হইবেই হইবে।৭

টিপ্পনী :—তাহারা নিজের লাভের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা মনে আনিতে পারে না। এজগতে সকল কাজে লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়ের সম্ভাবনা যে আছে, তাহা ইহাদের মাথায় আসে না। ক্ষতি পরাজয়াদির কথা তাহারা ভাবিতে পারে না, সর্বদা সকল কাজে এক আশার উত্তেজনা (Optimism), মদের নেশার মত তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া রাখে ; আর কখনও সামান্য মাত্র ক্ষতি পরাজয়াদি হইলে, তাহারা মৃতবৎ হইয়া যায়।

৮। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ গী ১৬।১৫

সন্ধি :—আঢ্যোঽভিজনবানস্মি = আঢ্যঃ + অভিজনবান্ + অস্মি। কোঽন্যোঽস্তি = কঃ + অন্যঃ + অস্তি। সদৃশো ময়া = সদৃশঃ + ময়া। মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ = মোদিষ্যে + ইতি + অজ্ঞানবিমোহিতাঃ।

অন্বয় :—(অহম্) আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, ময়া সদৃশঃ কঃ অন্যঃ অস্তি। (অহম্) যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে, ইতি (তে) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ।

শব্দার্থঃ—[অহম্] আঢ্যঃ (আমি ধনী), অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই) ; ময়া সদৃশঃ (আমার সমান) কঃ অন্যঃ অস্তি (আর কে আছে) ? [অহম্] যক্ষ্যে (আমি যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব), মোদিষ্যে (আনন্দ করিব) ইতি (এইরূপ) তে অজ্ঞান-বিমোহিতা (তাহারা অজ্ঞানে মোহিত)।

ব্যাকরণ ঃ—আঢ্যঃ=বিণ, আ-ধৈ+ড কর্তরি। (আধ্যায়তি ধনম্) ; ১মা ১ব। অভিজনবান্=বিণ, অভিজনঃ বংশঃ অস্য অস্তি ইতি অভিজন+মতুপ্ ; ১মা ১ব। যক্ষ্যে=যজ্+লৃট্ স্যে। দাস্যামি=দা+লৃট্ স্যামি। মোদিষ্যে=মুদ্+লৃট্ স্যে।

বঙ্গার্থঃ—তাহারা অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া ভাবে, আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার সমান কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব।৮

টিপ্পনী ঃ—তাহারা নিজের কোনও বিষয়ে অভাব দৈন্য বা হীনতা দেখে না ; এবং মনে করে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমার মন যাহা চায় তাহাই করিব ; আমাকে বাধা দিতে পারে এমন কে আছে ?

৯। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ গী ১৬।১৮

সন্ধি ঃ—ক্রোধঞ্চ=ক্রোধম্+চ। মামাত্মপরদেহেষু=মাম্+আত্মপরদেহেষু। প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ=প্রদ্বিষন্তঃ+অভ্যসূয়কাঃ

অন্বয় ঃ—(তে) অহঙ্কারম্, বলম্, দর্পম, কামম্ চ ক্রোধম্ সংশ্রিতাঃ আত্মপরদেহেষু মাম্ প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ (ভবন্তি)।

শব্দার্থ ঃ—তে (তাহারা) অহঙ্কারম্, (অহংকার) বলম্ (বল), দর্পম্ (দর্প), কামম্ (কামনা) চ (এবং) ক্রোধম্ (ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (অবলম্বন করিয়া) আত্মপরদেহেষু নিজের ও অন্য সকলের দেহে অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করতঃ) অভ্যসূয়কাঃ (ভবন্তি) (সৎলোক ও সৎকার্যের প্রতি দোষারোপ করে)।

ব্যাকরণ ঃ—আত্মপরদেহেষু=আত্মা চ পরশ্চ, আত্মপরৌ, দ্বন্দ্ব ; তয়োঃ

দেহঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, তেষু। **প্রদ্বিষন্তঃ**=প্র-দ্বিষ্‌+শতৃ ; ১মা বহুব। **অভ্যসূয়কাঃ**= অভি-অসূ (পরগুণে দোষারোপ করা)+ণক্‌ ; ১মা বহুব।

বঙ্গার্থ :—তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কামনা এবং ক্রোধ অবলম্বন করিয়া নিজের ও অন্যান্য সকলের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে এবং সৎলোকে ও সৎকার্যের প্রতি দোষারোপ করে।৯

টিপ্পনী :—অহঙ্কারাদি তাহাদের এমন স্বাভাবিক, উহা যে ছাড়া যায় একথা তাহারা জানে না ; তাহারা এই সব কষ্টদায়ক ভাবের দ্বারা স্বদেহস্থ এবং অসূয়াবিদ্বেষাদি দ্বারা পরদেহস্থ ভগবানকে পীড়িত করে। অন্য কেহ যে ভাল আছে, তাহারা ইহা শুনিতে পারে না।

১০। দৈবী সম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ গী ১৬।৫

সন্ধি :—নিবন্ধায়াসুরী=নিবন্ধায়+আসুরী। দৈবীমভি=দৈবীম্‌+অভি। জাতোঽসি=জাতঃ+অসি।

অন্বয় :=(হে) পাণ্ডব, দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায়, আসুরী (সম্পৎ), নিবন্ধায় মতা, মা শুচঃ, দৈবীম্‌, সম্পদম্‌ অভি জাতঃ অসি।

শব্দার্থ :—পাণ্ডব (হে পাণ্ডব), দৈবী সম্পদ্‌ (দৈবসম্পদ) বিমোক্ষায় (বিমুক্তির হেতু), আসুরী (আসুরী সম্পদ) নিবন্ধায় (বন্ধনের কারণ) মতা (বিবেচিত), মা শুচঃ (তুমি শোক করিও না) দৈবীম্‌ সম্পদম্‌ অভি জাতঃ অসি (দৈবী সম্পদযুক্ত হইয়া জন্মিয়াছ)।

ব্যাকরণ :—বিমোক্ষায়=বি-মোক্ষ্‌ (মুক্ত হওয়া)+ভাবে অল্‌, ৪র্থী ১ব। সম্পদ্যমানার্থে ৪র্থী। নিবন্ধায়=নি-বন্ধ্‌+অল্‌ ; ৪র্থী ১ব। শুচঃ=শুচ্‌+লুঙ্‌ স ; 'মা' যোগে লুঙ্‌ এবং 'অ' লোপ হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—হে পাণ্ডব, দৈবী সম্পদ বিমুক্তির হেতু এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ। তুমি শোক করিও না, [কারণ] তুমি দৈবী সম্পদযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ১০

অষ্টম অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপক্রমে, আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাচীন ভারতের মনীষীরা জড় ও চেতন উভয় বস্তু সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, **সমস্ত জগৎ যে জড় বস্তু দ্বারা নির্মিত, তাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটি অতি সূক্ষ্ম উপাদান আছে।** এই তিনটিকে তাঁহারা নাম দিয়াছেন 'গুণ'। **এই সৃষ্টিতে যে এত বৈচিত্র্য, তাহা এই তিন গুণেরই খেলা।**

সুন্দর সুস্থ সবল দেহমন, বিচার বিবেচনা না করিয়া কোনও কাজ করে না, যাহাই করে—তাহা সুন্দররূপে করে,—এইরূপ কোনও লোক দেখিলেই বুঝিতে হইবে, তাহার দেহমনে সত্ত্বগুণের আধিক্য। সবল দৃঢ় কর্মঠ দেহ, মনে প্রাণে প্রবল উৎসাহ,—এইরূপ কর্মপ্রিয় মানব রাজসিক। যাহাদের দেহমনে তমোগুণ অধিক, তাহারা অলস ও বোকা হয়। মোটামুটি এইরূপেই মানব চরিত্রে তিন গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

গুণ বা দোষের জন্য মানুষকে সম্পূর্ণ দায়ী মনে করিয়া, আমরা যে নিন্দাস্তুতি করিয়া থাকি, অনেক সময় তাহাতে অবিচার হয়। সত্ত্বগুণীকে যুদ্ধে পাঠাইয়া, রজোগুণীকে যোগাভ্যাসে বসাইয়া এবং তামসিক ব্যক্তির উপর কাজের দায়িত্ব দিয়া, আমরা অনেক সময় মানুষকে বৃথা অপমানিত করি। মানুষের সকল কাজের মূলেই রহিয়াছে ঐ তিন গুণ। তিন গুণের স্বভাব এবং কার ভিতরে কোন্ গুণের আধিক্য, তাহা না জানিয়া নিজে কাজে হাত দেওয়া কিংবা অন্যকে কাজের উপদেশ দেওয়া, অনেক সময় ক্ষতিকর, কখনও বিপজ্জনক হয়।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা না করিলে, গুণের ক্রিয়া বুঝিতে পারা সব সময় সহজ নহে। কারণ, লোকের দেহমনে কেবল একটিমাত্র গুণই

সর্বদা প্রবল থাকে না; এক ব্যক্তিকেই, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে, কাজ করিতে দেখা যায়। একই ব্যক্তি কখনও বিচারশীল ও শান্ত, কখনও ঘোর কর্মে লিপ্ত, কখনও বা তমোগুণে অবশ হইয়া আলস্যে দিন কাটায়। আবার তমোগুণী লোককে কখনও সাত্ত্বিক বলিয়া ভ্রম হয়। রজোগুণী লোক সাত্ত্বিকতার এমন ভান করিতে পারে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে, তাহার ভণ্ডামি ও প্রবঞ্চনা ধরিতে পারা সুকঠিন।

মানবজীবনের সকল কর্মক্ষেত্রেই তিন গুণের পরিচয় একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ, এই তিন গুণের কার্য না বুঝিলে যোগাভ্যাস বৃথা হয়। আমরা যা কিছু করি, কোনও না কোনও গুণের প্রেরণায়ই করি। **তিন গুণের কর্তৃত্ব হইতে স্বাধীনতা লাভই সকল ধর্মসাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্মাকে গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিলেই** গুণের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করা যায় বলিয়া, গুণত্রয়বিভাগ একটি যোগ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীগবাভনুবাচ—

১। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ গী ১৪।৫

সন্ধি:—সত্ত্বং রজস্তম ইতি=সত্ত্বম্+রজঃ+তমঃ+ইতি। দেহিনমব্যয়ম্ =দেহিনম্+অব্যয়ম্।

অন্বয়:—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) মহাবাহো, সত্ত্বম্, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ অব্যয়ম্ দেহিনম্ দেহে নিবধ্নন্তি।

শব্দার্থ:—শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন), মহাবাহো (হে মহাবাহো), সত্ত্বম্ (সত্ত্ব) রজঃ (রজ), তমঃ (তম), ইতি (এই সকল) প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতি হইতে সম্ভূত) গুণাঃ (গুণসমূহ) অব্যয়ম্ (অব্যয়) দেহিনম্ (দেহীকে) দেহে (দেহে) নিবধ্নন্তি (বদ্ধ করে)।

ব্যাকরণ ঃ—সত্ত্বম্=সৎ+ত্ব ; ১মা ১ব। রজঃ=রন্জ্+করণে অস্। তমঃ=তম্ (গ্লানি জন্মা)+করণে অস্। প্রকৃতিসম্ভবাঃ=বিণ, প্রকৃতেঃ সম্ভবাঃ, ৫মী তৎ ; ১মা বহুব। অব্যয়ম্ = বি, অবিদ্যমানঃ ব্যয়ঃ যস্য সঃ অব্যয়ঃ, বহুব্রী, তম্। ব্যয়ঃ = বি-ই+ভাবে অল্। নিবধ্নন্তি = নি-বধ্+লট্ অন্তি।

বঙ্গার্থ ঃ- শ্রীভগবান বলিলেন—হে মহাবাহো, প্রকৃতি হইতে সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, এই তিন গুণ অব্যয় দেহীকে দেহে বন্ধ করে।

২। তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ গী ১৪।৬

সন্ধি ঃ—প্রকাশকমনাময়ম্=প্রকাশকম্+অনাময়ম্। চানঘ=চ+অনঘ।

অন্বয় ঃ— ক) অনঘ, তত্র সত্ত্বম্ নির্মলত্বাৎ প্রকাশকম্, অনাময়ম্ ; সুখ-সঙ্গেন চ জ্ঞানসঙ্গেন বধ্নাতি।

শব্দার্থ ঃ—অনঘ (হে নিষ্পাপ), তত্র (এই তিনটির মধ্যে) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) নির্মলত্বাৎ (নির্মল বলিয়া) প্রকাশক (প্রকাশক), অনাময়ম (নিরুপদ্রব) ; সুখসঙ্গেন (সুখে আসক্তি) দ্বারা চ (এবং) জ্ঞানসঙ্গেন (জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা) বধ্নাতি (বদ্ধ করে)।

ব্যাকরণ ঃ—অনঘ=বি, অবিদ্যমানম্ অঘম্ যস্য সঃ অনঘঃ, বহুব্রী ; সম্বো, ১ব। নির্মলত্বাৎ=হেত্বর্থে ৫মী। প্রকাশকম্=প্র-কাশ্+ণক্। অনাময়ম্= বিণ, অবিদ্যমানঃ আময়ঃ যস্মিন্ তৎ, বহুব্রী ; ১মা ১ব। সুখসঙ্গেন=বি, সুখস্য সঙ্গঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, তেন ; করণে ৩য়া। জ্ঞানসঙ্গেন=বি, জ্ঞানস্য সঙ্গঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, তেন।

বঙ্গার্থ ঃ—হে অনঘ, এই তিনটির মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল, প্রকাশক ও নিরুপ-দ্রব এবং সুখ ও জ্ঞানে আসক্ত করিয়া জীবকে বদ্ধ করে। ২

৩। রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ গী ১৪।৭

সন্ধি :—রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি = রজঃ+রাগাত্মকম্+বিদ্ধি। তন্নিবধ্নাতি = তৎ+ নিবধ্নাতি।

অন্বয় :—হে কৌন্তেয়, রজঃ রাগাত্মকম্ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ বিদ্ধি। তৎ কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ নিবধ্নাতি।

শব্দার্থ :—কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়), রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকম্ (আসক্তিময়) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ (তৃষ্ণা ও আসক্তির উদ্ভবস্থল) বিদ্ধি (জান) ; তৎ (তাহা) কর্মসঙ্গেন (কর্মে আসক্তি দ্বারা) দেহিনম্ (দেহীকে) নিবধ্নাতি (বদ্ধ করে)।

ব্যাকরণ :—রাগাত্মকম্ = বিণ, রাগঃ আত্মা (স্বরূপঃ) যস্য তৎ, বহুব্রী ; ২য়া ১ব। তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্‌ভবম্ = বিণ, তৃষ্ণা চ আসঙ্গঃ চ, তৃষ্ণাসঙ্গৌ, দ্বন্দ্ব ; তয়োঃ সমুদ্ভবঃ যস্মাৎ তৎ, ৬ষ্ঠী তৎ ; ২য়া ১ব। সমুদ্‌ভবঃ = সম্-উৎ-ভূ + অল্। রাগঃ = রন্‌জ + ঘঞ্। কর্মসঙ্গেন = কর্মণঃ, সঙ্গঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, তেন। সঙ্গঃ = সনজ্ + ঘঞ্।

বঙ্গার্থঃ—হে কৌন্তেয়, রজোগুণকে আসক্তিময় এবং তৃষ্ণা ও আসক্তির উদ্ভবস্থল জানিবে। তাহা কর্মে আসক্তি দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে। ৩

৪। তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ গী ১৪।৮

সন্ধি :—তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি = তমঃ + তু + অজ্ঞানজম্ + বিদ্ধি। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি = প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ + তৎ + নিবধ্নাতি।

অন্বয় :—(হে) ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজম্ সর্বদেহিনাম্ মোহনম্ বিদ্ধি। তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি।

শব্দার্থ :—ভারত (হে ভারত), তমঃ তু (তমোগুণকে) অজ্ঞানজম্ (অজ্ঞান হইতে জাত) সর্বদেহিনাম্ (সর্বজীবের) মোহনম্ (মোহনকারী) বিদ্ধি (জানিও)। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (ভ্রম, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) তৎ (তাহা) [জীবকে] নিবধ্নাতি (বদ্ধ করে)।

ব্যাকরণ ঃ—অজ্ঞানজম্ = বিণ, ন জ্ঞানম্, অজ্ঞানম্ নঞ্ তৎ ; তস্মাৎ জায়তে ইতি উপপদ তৎ ; অজ্ঞান-জন্+ড : ২য়া ১ব। সর্বদেহিনাম্=সর্বে দেহিনঃ কর্মধা, তেষাম্। মোহনম্ = মুহ্ + ণিচ্+কর্তৃবাচ্যে অন্ ; ২য়া ১ব। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ=প্রমাদশ্চ আলস্যঞ্চ নিদ্রা চ, প্রমাদালস্যনিদ্রাঃ দ্বন্দ্ব, তাভিঃ। প্রমাদঃ=প্র-মদ্+ঘঞ্। আলস্যম্=অলস+ভাবার্থে ষ্যঞ্। নিদ্রা =নি-দ্রা+ড।

বঙ্গার্থ :—হে ভারত, তমোগুণকে অজ্ঞান হইতে জাত এবং সর্বজীবের মোহনকারী জানিও। ভ্রম, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা তাহা জীবকে বদ্ধ করে। ৪

৫। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ গী ১৪।৯

সন্ধি :—জ্ঞানমাবৃত্য=জ্ঞানম্+আবৃত্য। সঞ্জয়ত্যুত=সঞ্জয়তি+উত।

অন্বয় ঃ—(হে) ভারত, সত্ত্বম্ সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি (সঞ্জয়তি) উত তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি।

শব্দার্থ ঃ—ভারত (হে ভারত), সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) সুখে (সুখে) সঞ্জয়তি (আসক্ত করে), রজঃ (রজোগুণ) কর্মণি (কর্মে) [আসক্ত করে] উত (এবং) তমঃ তু (তমোগুণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) প্রমাদে (প্রমাদে) সঞ্জয়তি (আসক্ত করে)।

ব্যাকরণ :—সঞ্জয়তি=সনজ্+ণিচ্+লট্ তি। আবৃত্য=আ-বৃত্+ল্যপ্

বঙ্গার্থ ঃ—সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে আসক্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া প্রমাদে আসক্ত করে। ৫

৬। সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ গী ১৪।১১

সন্ধি ঃ—দেহেঽস্মিন্=দেহে+অস্মিন্। প্রকাশ উপজায়তে=প্রকাশঃ+ উপজায়তে। বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত=বিদ্যাৎ+বিবৃদ্ধম্+সত্ত্বম্+ইতি +উত।

অন্বয় :—যদা অস্মিন্ দেহে সর্বদ্বারেষু জ্ঞানম্ প্রকাশঃ উপজায়তে, তদা উত সত্ত্বম্ বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ।

শব্দার্থ :—যদা (যখন) অস্মিন্ (এই) দেহে (দেহে) সর্বদ্বারেষু (ইন্দ্রিয়রূপ সকল দ্বারে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) প্রকাশঃ (প্রকাশ) উপজায়তে (হয়), তদা উত (তখন) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধম্ (বর্ধিত হইয়াছে) ইতি (এইরূপ) বিদ্যাৎ (জানিবে)।

ব্যাকরণ :—সর্বদ্বারেষু=বি, সর্বাণি দ্বারাণি, সর্বদ্বারাণি, দ্বন্দ্ব, তেষু। উপজায়তে=উপ-জন্+লট্ তে। বিবৃদ্ধম্=বি-বৃধ্+ক্ত। বিদ্যাৎ=বিদ্+বিধি যাৎ।

বঙ্গার্থ : - যখন এই দেহের [ইন্দ্রিয়রূপ] সকল দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশশক্তির বিকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণের বিশেষ আধিক্য হইয়াছে জানিবে। ৬

৭। লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।। গী ১৪।১২

সন্ধি : --প্রবৃত্তিরারম্ভঃ=প্রবৃত্তিঃ+আরম্ভঃ। রজস্যেতানি=রজসি+এতানি।

অন্বয় :—(হে) ভরতর্ষভ, লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, কর্মণাম্ আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা, এতানি রজসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।

শব্দার্থ :—ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ), লোভঃ (লোভ), প্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি), কর্মণাম্ আরম্ভঃ (কর্মের উদ্যম), অশমঃ (অশান্তি), স্পৃহা (লালসা), এতানি (এইগুলি) রজসি বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (হইয়া থাকে)।

ব্যাকরণ :—লোভঃ=লুভ্+অল্। প্রবৃত্তি=প্র-বৃত্+ক্তি। আরম্ভঃ=আ-রভ্+ঘঞ্। অশমঃ=ন শমঃ, নঞ্ তৎ। শমঃ=শম্ (শান্ত হওয়া)+অল্। স্পৃহা=স্পৃহ্+ঙ। রজসি=ভাবে ৭মী।

বঙ্গার্থ :—হে ভরতর্ষভ, লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মের উদ্যম, অশান্তি, লালসা এইগুলি রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে হইয়া থাকে। ৭

টিপ্পনী ঃ—**প্রবৃত্তি**—মন কেবল কাজে ব্যস্ত থাকিতে চায়।

কর্মণাম্ আরম্ভঃ—কিছুতেই কাজ ছাড়িতে পারে না।

অশম—মন কখনও শান্ত হয় না।

৮। অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ গী ১৪।১৩

সন্ধি ঃ—অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ = অপ্রকাশঃ+অপ্রবৃত্তিঃ+চ। প্রমাদো মোহ এব = প্রমাদঃ + মোহঃ + এব। তমস্যেতানি = তমসি + এতানি।

অন্বয় ঃ—(হে) কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ চ অপ্রবৃত্তিঃ, প্রমাদঃ চ মোহঃ এব এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।

শব্দার্থ ঃ—কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন), অপ্রকাশঃ (অজ্ঞান) চ (এবং) অপ্রবৃত্তিঃ (অপ্রবৃত্তি) প্রমাদঃ (ভ্রম) চ (এবং) মোহঃ এব (মোহও), এতানি (এইগুলি) তমসি বিবৃদ্ধে (তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে) জায়ন্তে (জন্মিয়া থাকে)।

ব্যাকরণ ঃ—কুরুনন্দন = বি, কুরুণাম্ নন্দনঃ, কুরুনন্দনঃ, ৬ষ্ঠী তৎ ; সম্বো, ১ব। **অপ্রকাশঃ** = ন প্রকাশঃ, নঞ্ তৎ। **অপ্রবৃত্তিঃ** = ন প্রবৃত্তিঃ, নঞ্ তৎ। তমসি = ভাবে ৭মী।

বঙ্গার্থ ঃ—হে কুরুনন্দন, অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, ভ্রম ও মোহ, এইগুলি তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে জন্মিয়া থাকে। ৮

৯। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ গী ১৪।১৯

সন্ধি ঃ—দ্রষ্টানুপশ্যতি = দ্রষ্টা + অনুপশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ = গুণেভ্যঃ + চ। সোঽধিগচ্ছতি = সঃ + অধিগচ্ছতি।

অন্বয় ঃ—যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যম্ কর্তারম্ ন অনুপশ্যতি চ গুণেভ্যঃ পরম্ বেত্তি, (তদা স মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি)।

শব্দার্থ :—যদা (যখন) দ্রষ্টা (দ্রষ্টা) গুণেভ্যঃ অন্যম্ (গুণ ব্যতীত অন্য) কর্তারম্ (কর্তা) ন অনুপশ্যতি (দেখেন না) চ (এবং) গুণেভ্যঃ (গুণ হইতে) পরম্ (ভিন্ন বস্তুকে) বেত্তি (জানেন), তদা সঃ (তখন তিনি) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

ব্যাকরণ :—দ্রষ্টা = বি, দৃশ্ + কর্তরি তৃণ্, ১মা ১ব। কর্তারম্ = বি, কৃ + তৃণ্, ২য়া ১ব। মদ্ভাবম্ = মম ভাবঃ, মদ্ভাবঃ ৬ষ্ঠীতৎ, তম্।

বঙ্গার্থ :—যখন দ্রষ্টা গুণ ব্যতীত অন্য কর্তা দেখেন না এবং গুণ হইতে ভিন্নকে [আত্মা, বিজ্ঞাতাকে] জানেন, তখন আমার ভাব প্রাপ্ত হন। ৯

১০। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ গী ১৪।২০

সন্ধি :—গুণানেতানতীত্য = গুণান্ + এতান্ + অতীত্য। জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে = জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ + বিমুক্তঃ + অমৃতম্ + অশ্নুতে।

অন্বয় :—দেহী দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (সন্) অমৃতম্ অশ্নুতে।

শব্দার্থ :—দেহী (দেহধারী জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির কারণ) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করতঃ) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (জন্মমৃত্যু ও জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (অমৃতত্ব) অশ্নুতে (লাভ করে)।

ব্যাকরণ :—দেহসমুদ্ভবান্ = বিণ, দেহঃ সমুদ্ভবঃ যেভ্যঃ, বহুব্রী, তান্। অতীত্য = অতি + ই + ল্যপ্। জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ = জন্ম চ মৃত্যুঃ চ জরা চ দুঃখম্ চ, জন্মমৃত্যুজরাদুঃখানি, দ্বন্দ্ব ; তৈঃ ; অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। বিমুক্তঃ = বি-মুচ্ + ক্ত। অশ্নুতে = অশ্ + লট্ তে।

বঙ্গার্থ :—দেহধারী জীব দেহোৎপত্তির কারণ এই তিন গুণকে অতিক্রম করতঃ জন্মমৃত্যু ও জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।

নবম অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানযোগ

একখানা মোটরগাড়ীর মালিক, তাঁহার নিজ গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। সহসা, এক অজ্ঞাত কারণে, তিনি নিজের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। শুধু নিজের কথা ভুলিয়া নিদ্রিত আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বসিয়া থাকিলে দুঃখ ছিল না; কিন্তু তখন তিনি ঠিক অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি যেন গাড়ী ও গাড়ীর চালক হইয়া গিয়াছেন। পূর্বে কখনও যে তিনি ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র কিছু ছিলেন, তাহার বিন্দুমাত্র স্মৃতিও তাঁহার রহিল না।

গাড়ীখানা পূর্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। মালিক বোধ করিতে লাগিলেন, গাড়ির খোল ও কলকব্জা, গাড়ীকে ঘোরাইবার-ফিরাইবার চালাইবার-থামাইবার যন্ত্রাংশ এবং গাড়ীর চালক সবই তিনি স্বয়ং। গাড়ীতে কোথাও ধাক্কা লাগিবামাত্র তিনি উঃ করিয়া উঠেন; কলকব্জা একটু বেদুরস্ত হইলে তিনি নিজেকে অসুস্থ বোধ করেন, পথ ভুল হইলে বা চালাইবার দোষে কারও অনিষ্ট হইলে মালিক,—চালককে কোনও দোষ না দিয়া নিজেকেই সম্পূর্ণ দোষী জ্ঞান করেন।

এইরূপ অনেকদিন চলিতে চলিতে, হঠাৎ একদিন অন্য এক গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া মালিকের গাড়ী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু হায়, সম্পূর্ণ অক্ষত থাকিয়াও মালিক বোধ করিলেন, তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হইল।

ঐন্দ্রজালিক ভ্রান্তিবশে, নিজেকে মৃত মনে করিলেও মালিক ত তাজা —টাট্‌কাই আছেন। কিছুক্ষণ পরে, মরণ-ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়া আবার "গাড়ী-

ভ্রান্তি" জাগিয়া উঠিল— যেন তিনি এখন এক অতি নূতন গাড়ী ; পূর্বে তিনি যে অন্য গাড়ী ছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন।

লক্ষ লক্ষ বার, এই নূতন-গাড়ী-বোধ, পূর্বতন বিস্মৃতি ; এই চিরপরিচিত একঘেয়ে সুখদুঃখ, চিন্তাভাবনা, জরামরণ, ইহাই জীবের জীবন। গাড়ীর পর গাড়ী বদল, কি এক অজ্ঞাত সুখের নেশায় সম্মুখে ছুটিয়া চলা, নিজেকে না জানা, পরকে আপন বোধ করা, দেহমনের প্রভু হইয়াও তাহাদের দাসত্ব করা,—ইহাই জীবের জীবন। কীটপতঙ্গ, পণ্ডিতমূর্খ, দেবদানব প্রভৃতি দেহ-ধারী মাত্রেরই এই এক দুর্দশা। যেন এক রাজপুত্র রঙ্গমঞ্চে ভিক্ষুকের অভিনয় করিতে গিয়া, এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, কিছুতেই নিজ স্বভাব ও স্বরূপ স্মরণ করিতে পারিতেছেন না।

যুগযুগান্তর ধরিয়া, মনীষিগণ এই ভ্রান্তি-নিরসনের উপায় আবিষ্কারে ও আবিষ্কৃত সত্যপ্রচারে প্রাণপাত করিয়াছেন। সকল দেশে সকল ধর্মশাস্ত্রেরই মূলতঃ এই এক উদ্দেশ্য।

এই বিষয়ের গবেষণায় সফলকাম হইয়া, বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছেন :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

তুমি নিজে রথ-স্বামী, রথ তব কায়,
বিষয়ের পানে রথ ইন্দ্রিয় চালায়,
মন বল্গা হাতে বুদ্ধি সেজেছে সারথি,
তুমি মিছে 'কর্ত্তা' ভাবি' ভুগিছ দুর্গতি।

রথ, ঘোড়া, লাগাম এবং সারথি হইতে রথস্বামী 'আমি' যে আলাদা, তাহা আমরা স্মরণ করিতে না পারিয়াই বৃথা কষ্ট পাইতেছি।

বেদান্ত বলেন :—**ইহা শুনিলেই ভ্রম দূর হইবে না। এই কথাগুলি শুন, আর চিন্তা কর।** যুক্তিতর্কবিচার করিয়া দেখ ইহা সত্য কিনা, সম্ভব কি না। যদি সম্ভব ও সত্য মনে হয়, তবে সেই 'ভ্রান্তিযুক্ত' অবস্থা'র চিত্র কল্পনা কর ও তাহাতে মন ডুবাইয়া দাও। এই **শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই ভ্রান্তিনাশের উপায়।** জ্ঞান হইলে দেখিবে **তুমি দেহরথের নির্মাতা' ও স্বামী, তোমার কর্মক্ষেত্র এই দেহ;** এই **'ক্ষেত্রজ্ঞ' তোমাকে এবং 'কর্মক্ষেত্র' দেহকে স্বতন্ত্র বোধ করাই**—'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞান বা মুক্তি।

শ্রীভগবানুবাচ—

১। ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ॥ গী ১৩।২

সন্ধি :—ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে=ক্ষেত্রম্+ইতি···অভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি=এতৎ+যঃ+বেত্তি। ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি=ক্ষেত্রজ্ঞঃ+ইতি। তদ্‌বিদঃ=তৎ +বিদঃ।

অন্বয় :—হে কৌন্তেয়, ইদম্ শরীরম্ ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে। যঃ এতৎ বেত্তি তম্ তদ্বিদঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি প্রাহুঃ।

শব্দার্থ :—শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন), কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়), ইদম্ (এই) শরীরম্ (শরীর) ক্ষেত্রম্ ইতি ('ক্ষেত্র' এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে, ক্ষেত্রকে) বেত্তি (জানেন), তম্ (তাহাকে) তদ্বিদঃ (তত্ত্বজ্ঞগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি (ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)।

ব্যাকরণঃ—ক্ষেত্রম্=ক্ষিয়তি নিবসতি অস্মিন্ ইতি ক্ষি+অধিকরণে ষ্ট্রন্। অভিধীয়তে=অভি—ধা+কর্মবাচ্যে লট্ তে। তদ্বিদঃ=তৎ

বিদন্তি ইতি উপপদ তৎ ; তৎ—বিদ্+ক্বিপ্, তদ্বিৎ ; ১মা বহুব। ক্ষেত্রজ্ঞঃ= ক্ষেত্রম্ জানাতি ইতি উপপদ তৎ ; ক্ষেত্র—জ্ঞা+ক ; ১মা ১ব। প্রাহুঃ=প্র—ব্রূ+লট্ অন্তি।

বঙ্গার্থ :—শ্রীভগবান বলিলেন—হে কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে অভিহিত হয়। যিনি ইহাকে [ক্ষেত্রকে] জানেন, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞগণ [যাঁহারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ জানেন তাঁহারা] ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।১

২। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ গী ১৫।৭

সন্ধি :—মমৈবাংশো জীবলোকে—মম+এব+অংশ+জীবলোকে।

অন্বয় :—মম এব অংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ (চ) সনাতনঃ (সঃ) প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি।

শব্দার্থ :—মম এব (আমারই) অংশঃ (অংশ) জীবলোকে (জীবলোকে) জীবভূতঃ (জীবরূপে পরিণত) সনাতনঃ (সদা বিদ্যমান) ; সঃ (তাহা) প্রকৃতিস্থানি (স্ব স্ব প্রকৃতিতে অবস্থিত) মনঃষষ্ঠানি (মনপ্রমুখ ছয়টি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়কে) কর্ষতি (আকর্ষণ করে)।

ব্যাকরণ :—জীবলোকে=জীবানাম্ লোকঃ, ৬ষ্ঠী তৎ, তস্মিন্। জীবভূতঃ =জীবশ্চাসৌ ভূতশ্চ ; কর্মধা। সনাতনঃ=সদা (–সনা)+বিদ্যমানার্থে তনষ্। প্রকৃতিস্থানি=বিণ, প্রকৃতৌ তিষ্ঠন্তি ইতি উপপদ তৎ ; প্রকৃতি—স্থা +ক, তানি, ২য়া বহুব। মনঃষষ্ঠানি=মনঃ ষষ্ঠম্ যেষাম্, বহুব্রী, তানি ; কর্মকারকে ২য়া, বহুব। কর্ষতি=কৃষ্+লট্ তি।

বঙ্গার্থ :—আমারই অংশ জীবলোকে জীবরূপে পরিণত এবং সনাতন। তাহা [স্ব স্ব] প্রকৃতিতে অবস্থিত মন প্রমুখ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। ২

টিপ্পনী :—সনাতন—যদিও অজ্ঞানবশতঃ জীবকে জন্মমরণের অধীন বলিয়া মনে হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহা সনাতন, **জন্মমরনের অতীত**। তাহার দেহ প্রকৃতির উপাদানে নির্মিত, তাহাই জন্মে ও মরে।

মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এবং মন।

৩। শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ গী ১৫।৮

সন্ধি :—যদবাপ্নোতি = যৎ + অবাপ্নোতি। যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ = যৎ + চ + অপি + উৎক্রামতি + ঈশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি = গৃহীত্বা + এতানি। বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ = বায়ুঃ + গন্ধান্ + ইব + আশয়াৎ।

অন্বয় :—(সঃ দেহস্থ) ঈশ্বরঃ যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি চ যৎ অপি উৎক্রামতি বায়ু আশয়াৎ গন্ধান্ ইব, এতানি গৃহীত্বা সংযাতি।

শব্দার্থ :—(সঃ দেহস্য) ঈশ্বরঃ (এই দেহের ঈশ্বর) যৎ (যখন) শরীরম্ (শরীর) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন, ধারণ করেন) চ (এবং) যৎ অপি (যখন) উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করেন), [তখন] বায়ুঃ (বায়ু) আশয়াৎ (কুসুমাদি হইতে) গন্ধান্ ইব (যেমন গন্ধ সঙ্গে নিয়া যায়), [তেমনি] এতানি (এইগুলিকে, পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে) গৃহীত্বা সংযাতি (সঙ্গে নিয়া যান)।

ব্যাকরণ : = ঈশ্বরঃ = ঈশ্ + বরচ্! অবাপ্নোতি = অব—আপ্ + লট্ তি। উৎক্রামতি = উৎ—ক্রম্ + লট্ তি। আশয়াৎ = শী + অল্, আশঃ, তস্মাৎ। গৃহীত্বা = গ্রহ্ + ক্ত্বাচ্। সংযাতি = সম্—যা + লট্ তি।

বঙ্গার্থ :—এই দেহের ঈশ্বর [ক্ষেত্রজ্ঞ] যখন শরীর ধারণ করেন, আর যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন [বাহির হন], তখন বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধ সঙ্গে নিয়া যায়, তেমনি ইনি এইগুলিকে [পূর্বশ্লোকোক্ত ইন্দ্রিয়-গুলিকে] সঙ্গে নিয়া যান। ৩

টিপ্পনী :—মানবদেহের নখ লোম চর্মাদি যেমন একটি খসিয়া পড়িলে

তৎস্থানে অন্য একটি উদ্ভূত হয়, তেমনই মৃত্যুকালে মানবদেহের স্থূল স্তরটি খসিয়া পড়ে এবং আবার যথাকালে আর একটি দেহ উদ্গত হয়।

৪। শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ গী ১৫।৯

সন্ধি ঃ—স্পর্শনঞ্চ = স্পর্শনম্ + চ। ঘ্রাণমেব = ঘ্রাণম্ + এব। মনশ্চায়ং বিষয়ানুপ-সেবতে = মনঃ + চ + অয়ম্ + বিষয়ান্ + উপসেবতে।

অন্বয় ঃ—অয়ম্ শ্রোত্রম্ চক্ষুঃ চ, স্পর্শনম্ রসনম্ চ, ঘ্রাণম্ এব চ মনঃ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে।

শব্দার্থ ঃ—অয়ম্ (ইনি) শ্রোত্রম্ (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষু) চ (এবং) স্পর্শনম্ (ত্বক), রসনম্ (জিহ্বা) চ (এবং) ঘ্রাণম্ (নাসিকা) এব চ (এবং) মনঃ (মন) [এই ইন্দ্রিয়সমূহে] অধিষ্ঠায় (অধিষ্ঠিত হইয়া) বিষয়ান্ (বিষয় সমুদয়) উপসেবতে (ভোগ করিয়া থাকেন)।

ব্যাকরণ ঃ—শ্রোত্রম্ = শ্রূয়তে অনেন ইতি শ্রু + করণে ত্রল্। চক্ষুঃ = চক্ষ্ (দর্শন করা) + করণে উস্। স্পর্শনম্ = স্পৃশ্ + অনট্। রসনম্ = রস্ (আস্বাদন করা) + করণে অনট্। ঘ্রাণম্ = ঘ্রা (গন্ধ লওয়া) + অনট্। মনঃ মনুতে (বুঝাতে) অনেন ইতি মন্ + করণে অস্। অধিষ্ঠায় = অধি—স্থা + ল্যপ্। উপসেবতে = উপ-সেব্ + লট্ তে।

বঙ্গার্থ ঃ— ইনি কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এবং মন, এই ইন্দ্রিয়-সমূহে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয়সমুদয় ভোগ করিয়া থাকেন। ৪

টিপ্পনী ঃ—আমাদের স্থূল দেহে যে চক্ষুকর্ণাদি আছে, এখানে তাহার কথা বলা হয় নাই। আমরা স্বপ্নকালে যে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় অনুভব করি, যাহা মস্তিষ্কের মধ্যে আছে এবং যাহা মৃত্যুকালে জীবের সঙ্গে মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার কথা বলা হইয়াছে।

৫। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ গী ১৫।১০

সন্ধি ঃ—বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি = বিমূঢ়াঃ + ন + অনুপশ্যন্তি।

অন্বয়ঃ—উৎক্রামন্তম্ বা অপি স্থিতম্, বা গুণান্বিতম্ ভুঞ্জানম্ (তম্ জীবম্), বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞানচক্ষুষঃ, পশ্যন্তি।

শব্দার্থ ঃ—উৎক্রামন্তম্ (যখন দেহ হইতে বাহির হইতে থাকেন) বা অপি (অথবা) [দেহে] স্থিতম্ (দেহে বাস করেন) বা (অথবা) গুণান্বিতম্ (গুণের সহিত মিলিত হইয়া) ভুঞ্জানম্ (বিষয় ভোগ করিতে থাকেন), বিমূঢ়াঃ (বিষয়াসক্ত মূঢ়গণ) তম্ (তাহাকে) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষুষঃ (জ্ঞানচক্ষু যোগিগণ) পশ্যন্তি (দেখিতে পান)।

ব্যাকরণ ঃ—উৎক্রামন্তম্ = উৎ—ক্রম্ + শতৃ ; ২য়া ১ব। ভুঞ্জানম = ভুজ্ শানচ্ ; ২য়া ১ব। গুণান্বিতম্ = গুণেন অন্বিতঃ (যুক্তঃ), ৩য়া তৎ, তম্। বিমূঢ়াঃ = বি—মুহ্ + ক্ত ; ১মা বহুব। অনুপশ্যন্তি = অনু—দৃশ্ + লট্ অন্তি। জ্ঞানচক্ষুষঃ = জ্ঞানম্ চক্ষুংষি যেষাম্, বহুব্রী, তে।

বঙ্গার্থ ঃ—ইনি যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া যান, কিংবা দেহে বাস করেন, অথবা যখন গুণের সহিত মিলিত হইয়া বিষয় ভোগ করেন, বিষয়াসক্ত মূঢ়গণ ইহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু যোগিগণ ইহাকে দেখিতে পান। ৫

টিপ্পনী ঃ—**আত্মা ভোগ করেন না** ; কিন্তু তাঁহার একটি ভ্রম হইয়াছে যে "আমি এই দেহমন"—যদিও **তিনি দেহমনের দর্শক মাত্র**। এইজন্য বলা হইল "গুণের সহিত মিলিত হইয়া বিষয় ভোগ করেন"।

জ্ঞানীরা দেখেন, আত্মা যেন দেহমন দ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া অবিকৃত ভাবেই আছেন ; যেমন এক ব্যক্তি শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে যে তাহাকে বাঘে

ধরিয়াছে এবং সে ভয়ে চীৎকার করিতেছে; আর এক ব্যক্তি জাগিয়া বসিয়া হাস্য করিতেছেন। এই স্থলে স্বপ্নদ্রষ্টা অজ্ঞ ও জাগ্রৎ ব্যক্তি জ্ঞানী।

৬। যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ গী ১৫।১১

সন্ধি:—যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্=যতন্তঃ+যোগিনঃ+চ+এনম্+পশ্যন্তি+আত্মনি+অবস্থিতম্। যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ=যতন্তঃ+অপি+অকৃতাত্মানঃ+ন+এনম্+পশ্যন্তি+অচেতসঃ।

অন্বয়:—যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনম্ আত্মনি অবস্থিতম্ পশ্যন্তি, যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ এনম্ ন পশ্যন্তি।

শব্দার্থ:—যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিগণ) এনম্ (ইহাকে) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতম্ (অবস্থিত) পশ্যন্তি (দেখেন)। যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মানঃ (যাহাদের মন সংযত নহে), অচেতসঃ (অবিবেকী), এনম্ (ইহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না)।

ব্যাকরণ:—যতন্তঃ=বিণ যত্+শতৃ যতৎ; ১মা বহুব। যোগিনঃ+যুজ্+ঘিনুণ্; ১মা বহুব। অকৃতাত্মানঃ=ন কৃতঃ, অকৃতঃ, নঞ্ তৎ; অকৃতঃ আত্মা যৈঃ, বহুব্রী, তে। অচেতসঃ=অবিদ্যমানম্ চেতঃ যেষাম্, বহুব্রী, তে।

বঙ্গার্থ:—যত্নশীল যোগিগণ ইহাকে দেহে অবস্থিত দেখেন। কিন্তু যাহাদের মন সংযত নহে সুতরাং অশুদ্ধ এবং অবিবেকী, তাহারা যত্ন করিলেও, ইহাকে দেখিতে পায় না। ৬

৭। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎতজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ গী ১৩।৩

সন্ধি:—ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি=ক্ষেত্রজ্ঞম+চ+অপি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ=

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ+জ্ঞানম্+যৎ। তজ্ জ্ঞানং মতং মম=তৎ+জ্ঞানম্+ মতম্ +মম।

অন্বয়ঃ— (হে) ভারত, সর্বক্ষেত্রেষু মাম্ চ অপি ক্ষেত্রজ্ঞম্ বিদ্ধি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানম্ তৎ জ্ঞানম্ মম মতম্।

শব্দার্থঃ—ভারত (হে ভারত), সর্বক্ষেত্রেষু (সর্বক্ষেত্রে) মাম্ (আমাকে) চ অপি (ই) ক্ষেত্রজ্ঞম্ (ক্ষেত্রজ্ঞ) বিদ্ধি (জানিও), ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ জ্ঞানম্ (যে জ্ঞান) তৎ জ্ঞানম্ (তাহাই জ্ঞান), মম মতম্ (আমার মতে)।

ব্যাকরণঃ—সর্বক্ষেত্রেষু=সর্বাণি ক্ষেত্রানি, কর্মধা, তেষু। বিদ্ধি—বিদ্+ লোট্ হি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ=ক্ষেত্রম্ চ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ, দ্বন্দ্ব; তয়োঃ, ৬ষ্ঠী ২ব। মতম্=মন্+ক্ত।

বঙ্গার্থঃ—হে ভারত, সর্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান। ৭

টিপ্পনীঃ—ক্ষেত্র দেহ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ দেহী, এই দুই বস্তুকে ভিন্ন করিয়া দেখাই প্রকৃত জ্ঞান।

একমাত্র পরমেশ্বর সকল দেহমনের দ্রষ্টা বা ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই আবার জীব হইয়া প্রত্যেক দেহমনের দ্রষ্টা হইয়াছেন।

৮। কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ গী ১৩।২১

সন্ধিঃ—প্রকৃতিরুচ্যতে=প্রকৃতিঃ + উচ্যতে। হেতুরুচ্যতে=হেতুঃ+ উচ্যতে।

অন্বয়ঃ—কার্যকরণকর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাম্ ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে।

শব্দার্থঃ—কার্যকরণকর্তৃত্বে (কার্যরূপ দেহ ও করণরূপ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব বিষয়ে) প্রকৃতিঃ

(প্রকৃতি) হেতুঃ (হেতু) উচ্যতে (বলা হয়); পুরুষঃ (পুরুষ) সুখদুঃখানাম্ (সুখদুঃখের) ভোক্তৃত্বে (ভোক্তৃত্ব বিষয়ে) হেতুঃ (কারণ) উচ্যতে (বলা হয়)।

ব্যাকরণ ঃ—কার্যকরণকর্তৃত্বে=কার্যম্ চ করণানি চ, কার্যকরণানি, দ্বন্দ্ব; তেষাম্ কর্তৃত্বম্, ৬ষ্ঠী তৎ, তস্মিন্; বিষয়াধিকরণে ৭মী। কার্যম্=কৃ+ণ্যৎ। করণম্=কৃ+অনট্। কর্তৃত্বম্=কৃ+তৃন্, কর্তৃ+ত্ব। উচ্যতে=বচ্+কর্ম-বাচ্যে লট্ তে। সুখদুঃখানাম্=সুখানি চ দুঃখানি চ, সুখদুঃখানি, দ্বন্দ্ব; তেষাম্ পুরুষঃ=পুর্—বস্+ক।

বঙ্গার্থ ঃ—কার্যরূপ দেহ ও করণরূপ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকেই হেতু বলা যায় এবং পুরুষকে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বের কারণ বলা হয়। ৮

টিপ্পনী ঃ—এক নির্জন ঘরে একটি ঘড়ি টক্ টক্ করিয়া চলিতেছে এবং কত ঘণ্টা কত মিনিট সময় গেল তাহা হিসাব করিতেছে। হঠাৎ ছাদ হইতে এক-খানা ইট খসিয়া ঘড়ির উপর পড়িল, ঘড়ি ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তাহা কেহই জানিল না। আমাদের কাহারও গায়ে একটু মাত্র বেশী গরম লাগিলেই 'উহু' করিয়া উঠে কে? **যে দেহযন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া দেহের সব ব্যাপার 'আমার নিজের' এইরূপ বোধ করে, সেই ভোক্তা পুরুষ।** আর ঘড়ির মত শরীরের গতি এবং বুদ্ধির বিচার করেন, জড় প্রকৃতি। পুরুষ আছেন বলিয়া ভোগ হয়। তাহা না হইলে দেহমনের লাভক্ষতি জানিত কে?

৯। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ গী ১৩।২২

সন্ধি ঃ—প্রকৃতিস্থো হি=প্রকৃতিস্থঃ + হি। গুণসঙ্গোঽস্য=গুণসঙ্গঃ + অস্য।

অন্বয় ঃ—হি পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে, অস্য সদসদ্‌যোনি-জন্মসু কারণম্ গুণসঙ্গঃ।

শব্দার্থ ঃ—হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া) প্রকৃতিজান্

(প্রকৃতিজাত) গুণান্ (গুণসমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন), অস্য (ইহার) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্ম বিষয়ে) কারণম্ (কারণ) গুণসঙ্গঃ (গুণের উপর আসক্তি)।

ব্যাকরণ :—প্রকৃতিস্থঃ=প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি ইতি উপপদ তৎ ; প্রকৃতি—স্থা + ক ; ১মা ১ব। প্রকৃতিজান্=প্রকৃতে জায়ন্তে ইতি উপপদ তৎ ; প্রকৃতি —জন্+ড ; ২য়া বহুব। ভুঙ্‌ক্তে=ভুজ্+লট্ তে। সদসদ্‌যোনিজন্মসু= সত্যঃ চ অসত্যঃ চ. সদসত্যঃ ; কর্মধা ; তাঃ যোনয়ঃ কর্মধা ; তাসু জন্মানি, ৭মী তৎ ; তাসু।

বঙ্গার্থ : —পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন। সৎ বা অসৎ যোনিতে যে তাহার জন্ম হয়, তাহার কারণ গুণের উপর আসক্তি। ৯

টিপ্পনী :—সত্ত্বগুণে—প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও সুন্দর ব্যাপার জানিয়া আনন্দিত হওয়া, রজোগুণে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া কৃতার্থ বোধ করা এবং তমোগুণে—আয়াসহীন হইয়া শরীর মনের জড়তা সম্ভোগ করা, এই তিন প্রকারে আমরা মুগ্ধ। এই তিন প্রকার ভোগ ছাড়িলেই মুক্ত।

১০। উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ গী ১৩।২৩

সন্ধি :—উপদ্রষ্টানুমন্তা=উপদ্রষ্টা+অনুমন্তা। পরমাত্মেতি=পরমাত্মা+ইতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্—চ+অপি+উক্তঃ+দেহে+অস্মিন্।

অন্বয় : -অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বরঃ চ পরমাত্মা ইতি অপি উক্তঃ।

শব্দার্থ :—অস্মিন্ (এই) দেহে (দেহে), পরঃ (দেহ হইতে ভিন্ন) পুরুষঃ (পুরুষ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী), অনুমন্তা (অনুমোদনকারী) চ (এবং) ভর্তা (ভর্তা), ভোক্তা (ভোক্তা), মহেশ্বরঃ (মহেশ্বর) চ (এবং) পরমাত্মা (পরমাত্মা) ইতি অপি (এইরূপেও) উক্তঃ (কথিত হন)।

ব্যাকরণ :—**উপদ্রষ্টা**=উপ—দৃশ্+তৃন্ ; ১মা ১ব। **অনুমন্তা**=অনু—মন্ +তৃন্ ; ১মা ১ব। ভর্তা=ভৃ+তৃন্ ; ১মা ১ব। ভোক্তা=ভুজ্+তৃন্ ; ১মা ১ব। মহেশ্বরঃ=মহান্ ঈশ্বরঃ, কর্মধা। পরমাত্মা=পরমঃ আত্মা, কর্মধা।

বঙ্গার্থ :– এই দেহে দেহ হইতে ভিন্ন পুরুষ সাক্ষী, অনুমোদনকারী কর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হন। ১০

টিপ্পনী :—**উপদ্রষ্টা**—বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ হইতে দেবতা পর্যন্ত নানা অবস্থাপ্রাপ্ত জীবের মধ্যে, সেই একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যই নানারূপে বিরাজমান। **যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন, "আমি দেহের ও মনের উপদ্রষ্টা, সাক্ষী দর্শকমাত্র,**—শরীর মন পূর্ব সংস্কার অনুসারে নানাকাজ করে, আমি শুধু তাহা দেখি"।

অনুমন্তা—সাধক দেখেন আমার অনুমোদনেই দেহমনের কাজ চলে। উহাদের কাজের জন্য আমি দায়ী। আমি সংসারের দিকে উহাদিগকে চালাইয়া নিজে বদ্ধ হইয়াছি, আবার ভগবানের দিকে চালাইয়া মুক্ত হইব।

ভর্তা—যাহাদের সামান্য কিছুমাত্র জ্ঞান হইয়াছে, তাহারা দেখেন আমি দেহমনের ভরণকারী। আমার কর্মফলেই দেহমন হইয়াছে, আমি ইহাদের হেতু।

ভোক্তা—অজ্ঞান জীব দেহমনকে "আমি" বোধ করিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ নিজের সুখ দুঃখরূপে ভোগ করেন।

মহেশ্বর—যাঁহাদের জ্ঞান খুব প্রখর হইয়াছে—খুব পরিপক্ক হইয়াছে—তাঁহারা আপনাকে সমগ্র প্রকৃতির পরিচালকরূপে অনুভব করেন।

পরমাত্মা—সর্বশেষ, যাঁহারা এই প্রকৃতিরও শেষ সীমা জানিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই কামক্রোধে, রোগে, শোকে, দীনদশাপ্রাপ্ত জীবাত্মাকে প্রকৃতির অতীত শুদ্ধ চৈতন্য, কেবল আনন্দমাত্র রূপে জানিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া অসীম আনন্দ সম্ভোগ করেন।

দশম অধ্যায়

জীবন্মুক্তিবিজ্ঞানযোগ

কোথায় যাইতে হইবে না জানিয়া যে পথ চলে, সে মূঢ়। কি অবস্থা লাভের জন্য সাধন করা প্রয়োজন, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা সতত না থাকিলে, এই কঠিন পথে চলা বিপজ্জনক।

জ্ঞান-ভক্তি লাভে যে অমিত শক্তি ও অসীম আনন্দ লাভ হয়, তাহার বিষয় সর্বদা আলোচনা না করিলে, সাধনে উৎসাহ থাকে না। সিদ্ধ মহাপুরুষদের চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বোধ হইলে, ঐ অবস্থার দিকে মনের যে আকর্ষণ হয়, তাহাতেও পথ চলা সহজ হইয়া থাকে।

আদর্শ কি তাহা জানিলে, যোগ্যতা অর্জন সম্বন্ধে বুদ্ধি সর্বদা সচেতন থাকে। উচ্চ অধিকারীকেও আদর্শ জ্ঞান না থাকায়, অতি সামান্য অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া জীবন যাপন করিতে দেখা যায়।

যোগশাস্ত্রে "বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং" সূত্রে, সংসারে আসক্তিহীন কোনও ব্যক্তির চিত্তের ধ্যানের দ্বারা সমাধি লাভ হয়, বলা হইয়াছে। তাহা সিদ্ধাবস্থা স্মরণরূপ উপায় ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব জীবন্মুক্ত অবস্থার চিন্তা ভগবান লাভের একটি উৎকৃষ্ট উপায়, একটি উত্তম যোগ।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

১। প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ গী ২।৫৫

সন্ধি :—আত্মন্যেবাত্মনা = আত্মনি + এব + আত্মনা। স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে = স্থিতপ্রজ্ঞঃ + তদা + উচ্যতে।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) পার্থ, যদা (যোগী) আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ (সন্) সর্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে।

শব্দার্থঃ—শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন), পার্থ (হে পার্থ), যদা (যখন) [যোগী] আত্মনি এব (আপনাতে) আত্মনা তুষ্টঃ (আপনি তুষ্ট থাকিয়া), সর্বান্ (সর্ববিধ) মনোগতান্ (মনের) কামান্ (বাসনা) প্রজহাতি (ত্যাগ করেন), তদা (তখন) [তাহাকে] স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (বলা হয়)।

ব্যাকরণঃ—মনোগতান্—মনঃ গতাঃ, ২য়া তৎ, তান্। প্রজহাতি = প্র—হা (ত্যাগ করা) + লট্ তি। স্থিতপ্রজ্ঞঃ = স্থিতা প্রজ্ঞা যস্য সঃ বহুব্রী ; ১মা ১ব।

বঙ্গার্থঃ—শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ, যখন যোগী আপনাতে আপনি স্বভাবতঃ তুষ্ট থাকিয়া সর্ববিধ বাসনা মন হইতে ত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। ১

টিপ্পনীঃ—বহু জন্ম ধরিয়া আমরা কত বস্তু পাইয়াছি ও কত বহু বস্তু জানিয়াছি, কিন্তু সে সব বস্তু থাকে নাই, তাহা পাওয়ার তৃপ্তি ও তাহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান চলিয়া গিয়াছে। তারপর আবার অতৃপ্ত বাসনা লইয়া, আর একটাকে পাইবার ও জানিবার জন্য ঘুরিয়া মরিয়াছি। যখন গুরুর কৃপায় নিজের অন্তরতম প্রদেশে প্রকৃত 'আমি'কে পাওয়া যায়, তখন ঠিক বুঝা যায়, এতকাল বৃথা ঘুরিয়াছি, যাহা পাইবার ও জানিবার, এইবার তাহা পাইলাম ও জানিলাম ; আর কিছু পাইবার ও জানিবার আবশ্যক নাই ; আর কিছু পাইবার ও জানিবার বাকীও নাই। **তখন বুদ্ধি আর চঞ্চল হইয়া ঘুরে না, আপনাতে আপনি চিরসুখী হয়।** এই অবস্থা যাহার হয়, তাহাকে **স্থিতধী** বা **স্থিতপ্রজ্ঞ** বলে।

২। দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গী ২।৫৬

সন্ধি :—দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনাঃ—দুঃখেষু+অনুদ্‌বিগ্নমনাঃ। স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে =স্থিতধীঃ+মুনিঃ+উচ্যতে।

অন্বয় :—দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে।

শব্দার্থ :—দুঃখেষু (দুঃখে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (যিনি উদ্বেজিত হন না), সুখেষু (সুখে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য), বীতরাগভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ হীন) মুনিঃ (মনস্বী) স্থিতধীঃ (স্থিতধী) উচ্যতে (কথিত হন)।

ব্যাকরণ :—অনুদ্বিগ্নমনাঃ=ন উদ্বিগ্নম্, অনুদ্বিগ্নম্, নঞ্ তৎ ; তৎ মনঃ যস্য সঃ, বহুব্রী। বিগতস্পৃহঃ=বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ বহুব্রী। বীতরাগভয়ক্রোধঃ =রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ, রাগভয়ক্রোধাঃ, দ্বন্দ্ব ; বীতাঃ রাগভয়ক্রোধাঃ যস্য সঃ বহুব্রী। স্থিতধীঃ—স্থিতা ধীঃ যস্য সঃ, বহুব্রী। মুনিঃ—মনুতে জানাতি ইতি মন্+কর্তরি ই।

বঙ্গার্থ :—যিনি দুঃখে উদ্বেজিত হন না, সুখেতে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ যাহার নাই ; সেই মনস্বী ব্যক্তিকে স্থিতধী বলে। ২

টিপ্পনী :—ছোট ছেলে সামান্য খেলনা নিয়াই তুষ্ট। ঐ খেলনার একটু ক্ষতি হইলে, সে কাঁদিয়া সারা। তারপর, ক্রমে উচ্চতর আনন্দের বিষয় পাইয়া, সে ঐ খেলনার দিকে আর ফিরিয়াও তাকায় না। তেমনি দেহমনরূপ খেলনার ভিতরে, যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, আমাদিগকে তাহা লইয়াই মাতিয়া থাকিতে হয়, আমরা তার বেশী আনন্দের কথা জানি না ; তাই দেহ-মনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সহ্য করিতে পারি না। **যাহাদের 'শুদ্ধ আমি'র ভিতর দিয়া অনন্ত অমৃতধারা প্রবাহিত হয়, তাহারা আর এ দেহমনের লাভ-ক্ষতির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।**

৩। যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ গী ৬।৩০

সন্ধি ঃ—যো মাং পশ্যতি—যঃ+মাম্+পশ্যতি। সর্বঞ্চ=সর্বম্ চ। +তস্যাহং ন=তস্য+ অহম্+ন।

অন্বয় ঃ—যঃ মাম্ সর্বত্র পশ্যতি চ সর্বম্ ময়ি পশ্যতি, অহম্ তস্য ন প্রণশ্যামি চ সঃ মে ন প্রণশ্যতি।

শব্দার্থ ঃ—যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) সর্বত্র (সর্বত্র) পশ্যতি (দেখেন), চ (এবং) সর্বম্ (সর্বভূতকে) ময়ি (আমার মধ্যে) পশ্যতি (দেখেন), (আমি) তস্য (তাহার) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) চ (এবং) সঃ (সে) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হয় না)।

ব্যাকরণ ঃ—প্রণশ্যামি—প্র-নশ্ (অদৃশ্য হওয়া) + লট্ মি। তস্য এবং মে—শেষে ৬ষ্ঠী।

বঙ্গার্থ ঃ—যিনি সর্বত্র আমাকে দেখেন এবং সর্বভূতকে আমার মধ্যে দেখেন, তিনি আমার অদৃশ্য হন না এবং আমিও তাহার অদৃশ্য হই না। ৩

টিপ্পনী ঃ—এই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অনুভব করিয়া যাহাকে আমরা জগৎ মনে করি, আত্মজ্ঞান হইলে দিব্য চক্ষুতে তাহাই সর্বব্যাপী চৈতন্যময় পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। **এই অবস্থা লাভ হইলে, সাধক নিত্য-যুক্ত হন।**

৪। সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ গী ৬।৩১

সন্ধি ঃ—সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ=সর্বভূতস্থিতম্+যঃ+ মাম্+ভজতি+একত্বম্+আস্থিতঃ। বর্তমানোঽপি=বর্তমানঃ+অপি। স যোগী=সঃ+যোগী।

অন্বয় ঃ—যঃ সর্বভূতস্থিতম্ মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ ভজতি, সঃ যোগী সর্বথা বর্তমানঃ অপি ময়ি বর্ততে।

শব্দার্থ:—যঃ (যিনি) সর্বভূতস্থিতম্ (সর্বভূতস্থিত) মাম্ (আমাকে) একত্বম্ আস্থিতঃ (নিজের আত্মার সহিত ঐক্য বুদ্ধি করিয়া) ভজতি (ভজনা করেন), সঃ (সেই) যোগী (যোগী) সর্বথা বর্তমানঃ অপি (সর্বপ্রকার অবস্থায়ই) ময়ি (আমাতে) বর্ততে (অবস্থান করেন)।

ব্যাকরণ:—সর্বভূতস্থিতম্=সর্বাণি ভূতানি, সর্বভূতানি, কর্মধা, তেষু স্থিতঃ ৭মী তৎ; তম্। সর্বথা=সর্ব+প্রকারার্থে থাল্। বর্তমানঃ=বিণ, বৃত্+শানচ্; ১মা ১ব।

বঙ্গার্থ:—যিনি সর্বভূতস্থিত আমাকে নিজের আত্মার সহিত ঐক্যবুদ্ধি করিয়া ভজনা করেন, সর্বপ্রকার অবস্থায়ই তিনি আমাতে অবস্থান করেন। ৪

টিপ্পনী:—যখন সাধক সর্বজীবের মধ্যে এক চৈতন্যকে দেখেন, তখন নিজের মধ্যেও তাঁহাকেই দেখেন, **'আমি' বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বস্তু দেখেন না।**

৫। যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ গী ১২।১৫

সন্ধি:- যস্মান্নোদ্‌বিজতে=যস্মাৎ+ন+উদ্‌বিজতে। লোকান্নোদ্‌বিজতে=লোকাৎ+ন+উদ্‌বিজতে। হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তো যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈঃ+মুক্তঃ+যঃ। স চ=সঃ+চ।

অন্বয়:—যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্‌বিজতে চ যঃ লোকাৎ ন উদ্‌বিজতে, চ যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈঃ মুক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।

শব্দার্থ:—যস্মাৎ (যাহা হইতে) লোকঃ (লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হয় না), চ (এবং) যঃ (যিনি) লোকাৎ (অন্য লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেজিত হন না), চ (এবং) যঃ (যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈঃ মুক্তঃ (হর্ষ, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয় (প্রিয়)।

ব্যাকরণ:—উদ্‌বিজতে=উৎ—বিজ্+লট্ তে। হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈঃ=হর্ষশ্চ অমর্ষশ্চ ভয়ঞ্চ উদ্বেগশ্চ, হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগাঃ, দ্বন্দ্ব, তৈঃ। হর্ষঃ=হৃষ্+

অল্। মর্ষঃ মৃষ (ক্ষমা করা)+অল্। উদ্বেগঃ=উৎ–বিজ্+ঘঞ্। প্রিয়ঃ=প্রী+ক।

বঙ্গার্থঃ—যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যিনি অন্যের দ্বারা উত্তেজিত হন না যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। ৫

টিপ্পনী:—জ্ঞানী এমন কোনও কাজই করেন না, যাহাতে অন্যের উদ্বেগ হইতে পারে। তিনি সর্বজীবের মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান দেখেন, তাই অন্যের কাজ সম্বন্ধেও তাঁহার উদ্বেগ হয় না। সর্বজ্ঞানী পরমেশ্বর এই জগতের ছোট বড় সকল কাজেরই পরিচালক,—**এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে কোনও কিছুতেই উদ্বেগের কারণ থাকে না।**

৬। তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ গী ১২।১৯

সন্ধি ঃ—তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী—তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ+মৌনী। সন্তুষ্টো যেন—সন্তুষ্টঃ+যেন। স্থিরমতির্ভক্তিমান—স্থিরমতিঃ+ভক্তিমান্।

অন্বয় ঃ—তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ, স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ।

শব্দার্থ ঃ—তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (যাহার নিন্দা প্রশংসায় সমান জ্ঞান), মৌনী (মৌনী) যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ (যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট), অনিকেতঃ (যাহার নির্দিষ্ট কোনও বাড়ী নাই), **স্থিরমতিঃ** (যাহার মন সর্বদাই স্থির), [এই প্রকার] ভক্তিমান নরঃ (ভক্তিমান মানবই) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)।

ব্যাকরণ ঃ—তুল্যনিন্দাস্তুতি=নিন্দা চ স্তুতিঃ চ, নিন্দাস্তুতী দ্বন্দ্ব, তুল্যে নিন্দাস্তুতী যস্য সঃ, বহুব্রী। মৌনী=মুনি+ভাবার্থে ষ্ণ, মৌন+অস্ত্যর্থে তদ্ধিতার্থ ইন। অনিকেতঃ=অবিদ্যমানঃ নিকেতঃ যস্য সঃ, বহুব্রী। স্থিরমতিঃ =স্থিরা মতিঃ যস্য সঃ বহুব্রী। ভক্তিমান্=ভক্তি+অস্ত্যর্থে মতুপ্; ১মা ১ব।

বঙ্গার্থঃ—যাহার নিন্দা প্রশংসায় সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, যাহার নির্দিষ্ট কোনও বাড়ী নাই, যাহার মন সর্বদাই স্থির (কিছুতেই চঞ্চল হয় না)—এই প্রকার ভক্তিমান মানবই আমার প্রিয়। ৬

৭। সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ গী ১৩।২৮

সন্ধি ঃ—বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ = বিনশ্যৎসু+অবিনশ্যন্তম্+যঃ।

অন্বয় ঃ—সর্বেষু ভূতেষু সমম্ তিষ্ঠন্তম্ বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তম্ পরমেশ্বরম্ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

শব্দার্থ ঃ—সর্বেষু (সর্ব) ভূতেষু (ভূতমধ্যে) সমম্ (সমভাবে) তিষ্ঠন্তম্ (অবস্থিত) বিনশ্যৎসু (নশ্বর ভূতগণের মধ্যে) অবিনশ্যন্তম্ (অবিনশ্বর) পরমেশ্বরম্ (পরমেশ্বরকে) যঃ পশ্যতি (যে দেখে) সঃ (সেই) পশ্যতি (ঠিক দেখে)।

ব্যাকরণ ঃ—তিষ্ঠন্তম্ = স্থা + শতৃ, তিষ্ঠৎ ; ২য়া ১ব। পরমেশ্বরম্ = পরমঃ ঈশ্বরঃ, কর্মধা ; তম্। বিনশ্যৎসু = বি—নশ্ + শতৃ ; ৭মী বহুব। অবিনশ্যন্তম্ = ন বিনশ্যন্, অবিনশ্যন্, নঞ্ তৎ তম্। বিনশ্যন্তম্ = বি—নশ্ + শতৃ ; ২য়া ১ব।

বঙ্গার্থ ঃ—সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত নশ্বর ভূতগণের মধ্যে অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে যে দেখে, সেই ঠিক দেখে। ৭

টিপ্পনী ঃ—অজ্ঞান দৃষ্টিতে দেবতা হইতে পশু পর্যন্ত অনন্ত অসীম ভেদ-রাশিই আমরা দেখি। জ্ঞানী এক বস্তুতেই নানা বস্তুর কল্পনা মাত্র দেখেন।

মৃত্তিকা দ্বারা নানা মূর্তি নির্মাণ করিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া আবার নানা মূর্তি নির্মাণ করিলে যেমন ঐ সমুদয় নাশশীল মূর্তিতেই এক মৃত্তিকা সমভাবে দৃষ্টি গোচর হয় ; সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া ক্ষণভঙ্গুর শত সহস্র তরঙ্গ মধ্যে যেমন একমাত্র জলই দৃষ্ট হয়, এই জগতের অবিরাম সৃষ্টি ও লয়ের মধ্যে জ্ঞানী তেমনি কেবল এক চৈতন্যময় পরমেশ্বরকেই দেখেন।

৮। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ গী ১৩।২৯

সন্ধি :—সমবস্থিতমীশ্বরম্=সমবস্থিতম্+ঈশ্বরম্। হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি=হিনস্তি+আত্মনা+আত্মানম+ততঃ+যাতি।

অন্বয় :—সর্বত্র সমম্ সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ পশ্যন্ আত্মনা আত্মানম্ ন হিনস্তি, ততঃ (সঃ) পরাম্ গতিম্ যাতি।

শব্দার্থ :—যঃ (যিনি) সর্বত্র (সর্বত্র) সমম্ (সমভাবে) সমবস্থিতম্ (সমবস্থিত) ঈশ্বরম্ (ঈশ্বরকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (নিজে) আত্মানম্ (নিজকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না), ততঃ (সেইজন্য) সঃ (তিনি), পরাম্ গতিম্ (পরম গতি) যাতি (লাভ করেন)।

ব্যাকরণ :—সর্বত্র=সর্বস্মিন্ ইতি সর্ব+ত্রল্। সমবস্থিতম্=সম্--অব+স্থা+ক্ত। হিনস্তি=হিন্স্+লট্ তি।

বঙ্গার্থ :—যিনি সর্বত্র সমভাবে সমবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া নিজে নিজেকে হিংসা করেন না, তিনি সেইজন্য পরম গতি লাভ করেন।৮

টিপ্পনী :—আমরা জন্মমরণের অতীত সুখস্বরূপ চৈতন্য হইয়াও, জড়, তুচ্ছ, দুঃখময় শরীর-মনকে 'আমি' জানিয়া, আত্মাকে যেন ধ্বংস করিয়াই ফেলিয়াছি; আত্মার কোনও গুণই আর যেন আমাদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু **যিনি ইষ্টদেবতাকে সর্বত্র দেখিতে পাইয়াছেন, তিনি আর আপনাকে দেহমন বোধ করিয়া আত্মহত্যা করেন না,** এইরূপ অনুভবের ফলে পরমানন্দে নিরন্তর দর্শনসুখ-সাগরে নিমগ্ন হন।

৯। ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ। গী ৫।১৯

সন্ধি :—তৈর্জিতঃ=তৈঃ+জিতঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মণি=তস্মাৎ+ব্রহ্মণি।

অন্বয় :—যেষাম্ মনঃ সাম্যে স্থিতম্, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ। হি ব্রহ্ম সমম্, নির্দোষম্, তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ।

শব্দার্থ :—যেষাম্ (যাহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে স্থিতম্ (সাম্যে স্থিত), ইহ এব (এই দেহেই) তৈঃ সর্গঃ জিতঃ (তাহারা সংসার জয় করিয়াছেন); হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমম্ (সম), নির্দোষম্ (নির্দোষ), তস্মাৎ (সুতরাং) তে (তাহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মতেই) স্থিতাঃ (স্থিত)।

ব্যাকরণ :—সাম্যে = সম + ষ্ণ্য ; ৭মী ১ব। সর্গঃ = সৃজ্ + ঘঞ্। নির্দোষম্ = নির্গতঃ দোষঃ যস্মাৎ তৎ, বহুব্রী।

বঙ্গার্থ :—যাহাদের মন সাম্যে স্থিত হইয়াছে, তাহারা এই দেহেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সুতরাং তাহারা ব্রহ্মতেই স্থিতিলাভ করিয়াছেন। ৯

টিপ্পনী :—**সর্গঃ জিতঃ**—সৃষ্টি অর্থাৎ জন্ম জিত, আর জন্ম হয় না।

সমং ব্রহ্ম—কারণ-বস্তুতে সমভাবে থাকে। যেমন কাঠের টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, বাক্স, আলমারী, কত ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাঠ সমানভাবেই আছে। কাঠের কথা ভাবিলে এই সবই কাঠ মাত্র, কাঠকেই আমরা নানাভাবে দেখিতেছি মাত্র। **এই জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মবস্তু চোখে পড়িলে,** জগতের এই নানাবস্তু, বিপরীত ভাবাপন্ন বস্তু, **সবই এক ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়।**

১০। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম ॥ গী ৫।২৬

সন্ধি :—অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্ = অভিতঃ + ব্রহ্মনির্বাণম্।

অন্বয় :—কামক্রোধবিযুক্তানাম্ যতচেতসাম্ বিদিতাত্মনাম্ যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্বাণম্ বর্ততে।

শব্দার্থ :—কামক্রোধবিযুক্তানাম্ (কামক্রোধহীন), যতচেতসাম্ (সংযতচিত্ত), বিদিতাত্মনাম্ (আত্মজ্ঞানী) যতীনাম্ (সন্ন্যাসীদের) অভিতঃ (উভয়লোকে) ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্মনির্বাণ) বর্ত্ততে (বিদ্যমান)।

ব্যাকরণ :—কামক্রোধবিযুক্তনাম্=কামশ্চ ক্রোধশ্চ, কামক্রোধৌ, দ্বন্দ্ব; তাভ্যাম্ বিযুক্তাঃ, ৩মী তৎ; তেষাম্। যতচেতসাম্=যতানি চেতাংসি যৈঃ, বহুব্রী, তেষাম্। যত=যম্+ক্ত। বিদিতাত্মনাম্=বিদিতঃ আত্মা যৈঃ, তে বিদিতাত্মনঃ বহুব্রী; তেষাম্। ব্রহ্মনির্বাণম্=ব্রহ্মণি নির্বাণম্ ৭মী তৎ। নির্বাণম্=নির্—বা+ক্ত।

বঙ্গার্থ :— কামক্রোধহীন, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞান সন্ন্যাসীদের উভয় লোকে [ইহকালে ও মরণের পর] ব্রহ্মনির্বাণ বর্তমান।২৬

টিপ্পনী :—নিজ বোধ উপস্থিত হওয়া মাত্র জানা যায়, আমি চিরদিন নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত, ক্ষণিক নিদ্রায় যেন জন্মমরণের দুঃস্বপ্ন দেখিলাম।

তারপর অনন্তকাল নিরন্তর অনন্ত আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকা। আর জন্মও নাই, মরণও নাই।

পরিশিষ্ট

পঞ্চকোশের আবরণে 'আমি'

আমরা 'আমি' বলিতে যাহা বুঝি, তাহাতে আমি ছাড়া আরও পাঁচটি জিনিসের সমাবেশ আছে। **আমি যেন ঐ পাঁচখানা খাপে ঢাকা।**

প্রথম খাপ—**অন্নময় কোশ**।

এই স্থূল দেহ,—জীবের মৃত্যু হইলে যে বস্তুটিকে 'মৃতদেহ' বলা হয়।

দ্বিতীয় খাপ—**প্রাণময় কোশ**।

গায়ের জোর—যে শক্তি দেহের সমুদয় কায সম্পাদন করে।

তৃতীয় খাপ—**মনোময় কোশ**।

চিন্তা ভাবনা, ও মনন যাহার কাজ,—যে শক্তি বিদ্যুৎশক্তির ন্যায় দেহের সর্বত্র ঘুরিয়া দেহস্থ সব সংবাদ বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইয়া দেয়,—আবার যে নর্তকীর ন্যায় নানা রূপ ধরিয়া জীবকে আমোদিত করে।

চতুর্থ খাপ—**বিজ্ঞানময় কোশ**।

পূর্বসংস্কারের অনুবর্তন করিয়া যে জীবের সকল কাজে ও চিন্তায় অধ্যক্ষতা করে।

পঞ্চম খাপ—**আনন্দময় কোশ**।

যাহা ব্রহ্ম হইতে জীবকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে,—যাহা জীবকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া জীব 'আমি আমি' বোধ করে।

এই পাঁচটির সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার না থাকিলে মুক্তির সাধন কষ্টকর হয়।

'পঞ্চকোশ-বিলক্ষণ' আত্মাকে জানাই মুক্তি।

অবস্থাত্রয়

আমরা দিনরাত **তিনটি অবস্থা** অনুভব করিয়া থাকি। **জাগিয়া দেখি** আমি এক ব্যক্তি ; কিন্তু **স্বপ্ন দেখিবার** কালে জাগ্রতের ব্যক্তিত্ব তিরোহিত হয়, তখন আমি যেন অন্য ব্যক্তি হইয়া পড়ি ; আবার **ঘুমাইয়া পড়িলে** জাগ্রৎ-স্বপ্নের উভয় অবস্থা, উভয় ব্যক্তিত্বই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। প্রত্যহ আমরা এই তিনটি দৃশ্য দেখিয়া থাকি, কিন্তু **এইসব দৃশ্যের দ্রষ্টা আমি যে দৃশ্য হইতে স্বতন্ত্র, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। ইহাই আশ্চর্য মায়া।**

এই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই সর্বপ্রকার অধ্যাত্ম সাধনা।

স্বরূপ-উপলব্ধির উপায় ঃ চারি যোগের সাধন

জগৎ-কারণ ব্রহ্ম, স্থূলত্বে নামিতে নামিতে, সম্পূর্ণ জড়-রূপ ধারণ করেন, আবার সূক্ষ্মত্বে উন্নত হইতে হইতে স্ব-স্বরূপে উপস্থিত হন। ইহাই তাঁহার 'সৃষ্টিলীলা'।

উন্নতিপথের শেষভাগে তাঁহার মানবদেহ হয়। মানুষ হইয়াও, বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ করিতে, তাঁহাকে অনেক জন্ম নিতে হয়। যখন তাঁহার বুদ্ধিতে সকল সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন শক্তি বিকশিত হয়, তখন স্বরূপপ্রাপ্তির যোগ্যতা তিনি লাভ করেন।

স্বরূপলাভের চারিটি উপায়, সাধক সমাজে চিরকাল জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রচলিত আছে। ১। **কর্মযোগ,** ২। **রাজযোগ,** ৩। **ভক্তিযোগ,** ৪। **জ্ঞানযোগ।**

যুগযুগান্ত ধরিয়া, ভারতের মুনিঋষিরা অধ্যাত্ম-সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে যেসব গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহা, নানা সম্প্রদায়ে, নানা ভাবে, বিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থিত ছিল। এমন কি, সাধনাসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত মনে

করিয়া সাধকগণ পরস্পর নিন্দাকলহ এবং শত্রুতাও করিতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উক্ত সর্বপ্রকার সাধনা একত্রে সুশৃঙ্খলভাবে সমন্বিত হইয়াছে। পরমপূজ্যপাদ আচার্য **স্বামী** বিবেকানন্দ উহা লক্ষ্য করিয়া সাধকগণের নিকট **'সমন্বিত-যোগসাধনা'র** বার্তা প্রচার করিয়াছেন।

স্বামিজী প্রচার করিয়াছেন, **কোনও যোগই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে।** সাধকগণের দেহমনের বৈষম্যে, বাহির হইতে মনে হয় এক-একজন সাধকে এক-একটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ। তাহাই লক্ষ্য করিয়া, আমরা কাহাকেও জ্ঞানী, কাহাকেও যোগী, কাহাকেও ভক্ত, কাহাকেও কর্মী মনে করি; কিন্তু সকল যোগপন্থায়ই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের যথোচিত সমাবেশ থাকে।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন অনুধ্যান করিলে এই তত্ত্বটি যে সত্য তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার জীবনে এই জ্ঞান ভক্তি যোগও কর্মের মহাসমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

জ্ঞানযোগ-সাধনায় অন্যান্য যোগ

জন্মজন্মান্তরে কৃত শুভচিন্তার ফলে, যে সাধক সূক্ষ্ম বিচারশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সাধনায় সহজেই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী। জ্ঞেয় ব্রহ্মের প্রতি তাঁহার তীব্র মনের টান তাহাই ভক্তি এবং ব্রহ্মের চিন্তায় ডুবিয়া থাকিবার তাঁহার যে চেষ্টা তাহাই যোগ। জ্ঞানলাভের জন্য স্বাধ্যায়, তপস্যা, গুরুসেবা, শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন, তাঁহাকেও করিতে হয়; এদিকে লক্ষ্য করিলে, তাঁহাকে কর্মযোগীও বলা যায়।

ভক্তিযোগ-সাধনায় অন্যান্য যোগ

যে সাত্ত্বিক ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ানুভূতি অতিশয় তীব্র তিনি ভাবপ্রবণ হন। তাঁহার সাধনাও হয় ভক্তিপ্রধান। ইষ্টদেবতার সৌন্দর্য; মাধুর্য ও তত্ত্ব জানিবার তাঁহার যে আকুল আকাঙ্ক্ষা তাহাই তাঁহার জ্ঞানযোগ। ইষ্টের সঙ্গে মনের

যোগ রাখিবার জন্য তিনি সততই ইষ্টচিন্তায় মগ্ন থাকেন,—ইহাই তাঁহার রাজ-যোগ সাধনা। ইষ্টপ্রীতির জন্য সেবা-পূজা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কতই না চেষ্টা-উদ্যম তিনি করিয়া থাকেন—তাঁহার সকল কাজই তখন কর্মযোগের অন্তর্গত।

রাজযোগের সাধনায় অন্যান্য যোগ

যে সংযমী পুরুষের শরীর দৃঢ় প্রাণশক্তি প্রবল এবং দেহমন স্ববশ, তিনি রাজযোগের অধিকারী। তাঁহাকে ধ্যেয় ব্রহ্মের স্বরূপ ভালরূপে জানিতে হয়; তাহা না করিলে শক্তিলাভ করিয়া তিনি বিপথগামী হন। তাই জ্ঞানবিচার তাঁহার সর্বাগ্রে অবশ্য কর্তব্য। ধ্যেয় ব্রহ্মের প্রতি ভক্তির পরিমাণ অনুযায়ী তাঁহার ধ্যানের গভীরতা হয়। তাই তিনি ভক্তিযোগ নিরপেক্ষ নহেন। দেহরক্ষাদি কর্মে ইষ্টে মন না রাখিলে, পূর্বসংস্কার বশে, মন বহির্মুখ হইতে পারে এবং সিদ্ধিলাভের জন্য আসনাদি সকল কর্ম নিষ্কামভাবে করিতে হয়, তাই কর্মযোগের সাধনাও তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্মযোগের সাধনায় অন্যান্য যোগ

যে সাধকের মনে পরার্থপরতা খুব প্রবল, সেই উদ্যমী সাধকের সাধনায় কর্মযোগের বিকাশ দেখা যায়। যে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য কর্মারম্ভ, সেই আত্মা বা ঈশ্বর-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান থাকিলে যোগী কাহার জন্য কর্ম করিবেন? আর তাঁহার প্রতি যাঁহার প্রবল আকর্ষণ নাই, তিনি কর্ম করিয়া কখনও ফল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। মন যখনই ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত হইবে, তখনই পূর্বসংস্কারবশে স্বার্থবুদ্ধি জাগিয়া উঠিবে, তাই সাধককে সর্বপ্রযত্নে মনকে ইষ্টে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। অতএব, জ্ঞান ভক্তি এবং যোগের সহ-কারিতা না থাকিলে কর্ম কখনও যোগে পরিণত হয় না।

সমন্বিত যোগসাধন বলিতে কোনও নূতন সাধনার কথা বলা হয় নাই। যে সাধক যেরূপ সাধনাই করেন না কেন, তাহাতে যোগচতুষ্টয় সমন্বিত তাহা

জানিলে সাধনার উন্নতি শীঘ্র হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব জানা থাকিলে জ্ঞাতসারে সব পথের সহায়তা লওয়া সহজ হয়।

যোগাভ্যাস করিতে করিতে সাধক যখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারেন— অনাত্ম কোন বস্তু, কখনও তাঁহার মনে প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে না, তখন তিনি নিজের পূর্ণতা বা মুক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

এই পূর্ণতা. আত্মারামত্ব, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, মুক্তি বা ব্রহ্ম-নির্বাণ সম্বন্ধে সাধকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

সমন্বিত যোগ

স্বামিজী যে বলিয়াছেন চারিটি যোগের সবগুলি সম্মিলিত না হইলে ঠাকুরের আদর্শ কার্যে পরিণত করা যায় না. সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে ইহা সনাতন সত্য বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমরা সাধারণতঃ কাজ করাকেই কর্মযোগ বলি ; আসন করিয়া চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকাকে ধ্যানযোগ বলি, আর ঈশ্বরের ভাব নিয়া কান্নাকাটি করাকে বলি ভক্তিযোগ, বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনাকে বলি জ্ঞানযোগ। 'যোগ' শব্দের এক অর্থ উপায়, আর এক মূল অর্থ, জুড়িয়া দেওয়া। যে-কোন উপায়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়াকেই যোগ বলা উচিত। যদি কোন একটা লোক. আমরা যাহা ভাল মনে করি, শুধু তেমন কাজই করে, তাহাকেই কি কর্মযোগী বলা যায়? ভাল কাজ করিলে তো মানুষ স্বর্গে যায়! তাহা হইলে ভাল কাজ করিলেই কর্মযোগ হয় না। বস্তুটা কী ও তাহার সঙ্গে যোগ করিলে, আমার কী (জ্ঞান) লাভ হয়, এবং সেই লাভের দিকে আমার মনের টান (ভক্তি) আছে কিনা, তাহা দেখা দরকার। সর্বশেষে ঐ পথে চলিতে আমার শরীর মনের সামর্থ্য কতদূর, তাহা সর্বাগ্রে দেখা (যোগাভ্যাস) কর্তব্য। এখন কথাটা এই দাঁড়াইল যে,

সৎকর্মের দ্বারা (**অন্নময়**), আমাকে ব্রহ্মের সঙ্গে জুড়িতে হইলে, আমার চাই বিচারশক্তি (**বিজ্ঞানময়**) অর্থাৎ জ্ঞান, মনের টান ও রসবোধ (**মনোময়**), এবং প্রাণশক্তির (**প্রাণময়**) যথোচিত বিকাশ।

বাহ্যতঃ কর্মযোগ অন্নময় কোশের ব্যাপার, কিন্তু তাহার পশ্চাতে প্রাণময়ের সামর্থ্য মনোময়ের ভাবুকতা, এবং বিজ্ঞানময়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি চাই-ই-চাই। ইহার একটিও একটু কম হইলে ঐ পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। তাহা যদি হইত, তবে যাহারা পরোপকারাদি কর্মে মাতিয়া উঠে, তাহারাই তো মুক্তিলাভ করিতে পারিত; কিন্তু তাহা তো কখনই দেখা যায় না। বরং ঈষন্মাত্র যোগ্যতার অভাবে তথাকথিত বহু মহাপুরুষেরও পতন দেখা যায়।

উপযুক্ত সমন্বয়াভাবে সাধনায় ব্যর্থতা

ধ্যান : ধ্যানযোগের বাহ্যরূপ প্রাণশক্তির সংযম বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এইপ্রকার শ্রম স্বীকার করিতে হইলে বিচার করিয়া জানিতে হইবে, পরিশ্রমের ফল কি হইবে। (**জ্ঞান**)

সেই ফলের দিকে মনের আকর্ষণবোধ অত্যাবশ্যক। (**ভক্তি**)

আর বাহ্যকর্মসমূহ যোগাভ্যাসের সর্বতোভাবে অনুকূল না থাকিলে যোগ ব্যর্থ হয়। (**কর্ম**)

গীতা বলিয়াছেন, 'যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু'। তাই দেখা যাইতেছে ধ্যানযোগের সঙ্গেও চারটি কোশেরই ক্রিয়া সর্বতোভাবে সম্মিলিত।

ভক্তি : ভগবানের বিষয় নিয়া যাঁহারা ভাবুকতা করেন, তাঁহাদিগকে ভক্তিযোগী বলা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যাঁহারা ভগবানের তত্ত্ব জানেন না, তাঁহারা ভগবানকে একটি শক্তিশালী পুরুষ মনে করার ফলে ভগবানের উপর টান, ক্রমে ভগবানের মন্দির, এবং ভক্ত-বিত্তের উপর আসিয়া পড়ে। কাজেই ভক্তের **জ্ঞানবিচার** একান্ত আবশ্যক।

প্রাণজয় করিয়া মনকে সর্বদা ভগবানে যুক্ত করিয়া না রাখিলে ভক্তের

ভাবুকতা বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলে কামুকতা আসিয়া সাধককে গ্রাস করিতে পারে, অতএব ভক্তিসাধনায়ও **প্রাণায়ামাদির** সাহায্য লওয়া একান্ত আবশ্যক।

ভক্তের **বাহ্যক্রিয়া** সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকিলে তাহার কোমল মনে দয়াবৃত্তির প্রবল বেগ তাহাকে পরহিতে বহির্মুখ করিয়া ফেলিতে পারে। তাই অন্নময় কোশকে যোগের পথে পরিচালন অত্যাবশ্যক।

জ্ঞানবিচারঃ জ্ঞান-শাস্ত্রের প্রথমেই জ্ঞানাভ্যাসের অধিকারী বিচার খুব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। দীর্ঘকাল **পুণ্যকর্ম** (যেষাং ত্বন্তগতং পাপং—অন্নময়ের পরিশোধন) না করিলে, জ্ঞানবিচার মানুষের অনিষ্টকারক হয়। তাই অনধিকারীকে জ্ঞানের কথা বলা নিষিদ্ধ। আর যাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য জ্ঞানবিচার, তাহার উপর টান (ভক্তি—মনোময়ের সাধন) না থাকিলে বিচার মানুষের দারুণ অশান্তির কারণ হয়।

জ্ঞানবিচারের দ্বারা অতি সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিলেও **প্রাণায়াম সাহায্যে মন নিরুদ্ধ** করিয়া আত্মাতে দীর্ঘকাল স্থাপিত না করিলে অপরোক্ষানুভূতি হওয়া তো সম্ভব নয়, তাই প্রাণময় কোশের সহায়তাও একান্ত আবশ্যক।

অতএব অন্নময়াদি চারিটি কোশকে যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত করিয়া যোগচতুষ্টয়ের সমন্বিত সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভের পথে প্রযুক্ত করিলেই সফলতা লাভ সুনিশ্চিত। ইহাই যুগাচার্য স্বামীজীর শিক্ষা—গীতারও আদর্শ।

শত শ্লোক-সঞ্চয়ন

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ১/১

সঞ্জয় উবাচ

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ৩

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ৪

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ৫

অর্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ৬

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে। ৭

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৮

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৯

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ১০

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ৩

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ৪

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ৫

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ৬

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ৭

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ৮

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। ৯

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি। ১০

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্মযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ১ ২।৪৮

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ২ ২।৫০

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৩ ২।৪০

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ৩।৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ৩।৫

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ৩।৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ৩।৭

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৮ ৫।৬

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ৯ ৩।২০

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ১০ ৩/২২

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ —

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ১ ৬/৪

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ২ ৬/১০

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ৩ ৬/২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৪ ৬/২৫

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ৫ ৬/২৮

সুখমাত্যন্তিকং যৎতদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ৬ ৬/২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৭ ৬/২২

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ৮

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৯

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ১০

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ১

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ২

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৩

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৪

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৫

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৬

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৭

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৮

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৯

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১০

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

বিভূতি-উপাসনাযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ১

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২

বেদনাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ৩

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ৪ ১০/২৫

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ৫ ১৫/১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ৬ ১৫/১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ৭ ১৫/১৪

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৮ ১০/৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৯ ১০/৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১০ ১০/৪২

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম॥ ১ ১৬/১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ১৬/২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ১৬/৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ১৬/৪

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৫ ১৬/৭

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৬ ১৬/১১

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ৭ ১৬/১৩

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ৮ ১৬/১৫

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ৯ ১৬/১৮

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ১০ ১৬/৫

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ১ ১৪।৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ২ ১৪।৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৩ ১৪।৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্॥
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৪ ১৪।৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৫ ১৪।৯

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ৬ ১৪।১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ৭ ১৪।১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ৮ ১৪।১৩

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ৯ ১৪।১

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১০ ১৪/২০

নবমোঽধ্যায়ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ ॥ ১

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ২ ১৫/৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৩ ১৫/৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৪ ১৫/৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ৫ ১৫/১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ৬ ১৫/১১

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎতজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৭ ১৩/২

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ৮ ১৩।২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ৯ ১৩।২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১০ ১৩।২

দশমোঽধ্যায়ঃ

জীবন্মুক্তিবিজ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ১ ২।৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ২ ২।৫৬

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩ ৬।৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৪ ৬।৩১

যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৫ ১২।১৫

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৭

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ৯

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ১০

গীতা পড়িলে যা হয়, আর দশবার "গীতা" শব্দ উচ্চারণ করলে তাই বুঝায়। যেমন গী-তা গী-ত্যাগী-ত্যাগী,—কি না হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান্। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীন ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান্ ব্যক্তির প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা কর তোমরা তাঁহাকে জানো বা না জানো-সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর। তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কোন প্রকার জটিলতা, কোন প্রকার কুসংস্কার সেই চরিত্রে দৃষ্ট হয় না।

স্বামীজীর বাণী ও রচনা

৮ম খণ্ড-পৃঃ ৪২৮